সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত

مجلة
شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ৪১-৪২

২৮ জুলাই ২০২৫

সোমবার

নাইজেরিয়ার জাতীয় মসজিদ

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Arrow EXPRESS
We keep trust at any cost

আপনার ব্যবসার ডেলিভারি পার্টনার
(দ্রুত, নিরাপদ ও বিশ্বস্ত কুরিয়ার সার্ভিস)

আপনি কি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করেন?
তাহলে আপনার পণ্যের নিরাপদ ও দ্রুত ডেলিভারির দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিন!

Arrow Express : বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা জুড়ে সেম ডে/নেক্সট ডে ডেলিভারি সুবিধাসহ দিচ্ছে সহজ বুকিং, ট্র্যাকিং এবং বিশ্বস্ত সার্ভিস।

কেন Arrow Express?
- ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)
- সেম ডে / নেক্সট ডে ডেলিভারি
- দ্রুত বুকিং ও ট্র্যাকিং সুবিধা
- বড় অর্ডারে বিশেষ রেট

আজই যোগাযোগ করুন: ০১৫৩৭-১১৫৭৬১
www.arrowexpressbd.com

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৬
* সংখ্যা : ৪১-৪২
* বার : সোমবার

২৮ জুলাই -২০২৫ ঈসায়ী
১৩ শ্রাবণ-১৪৩২ বাংলা
০২ সফর-১৪৪৭ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

✍ সম্পাদকীয় ০৩

✍ আল কুরআনুল হাকীম :

❖ সূরাতুল আস্‌র : সময়, ঈমান ও মুক্তির চূড়ান্ত বার্তা
মুহা. রেজাউল ইসলাম- ০৪

✍ হাদীসে রাসূল ﷺ :

❖ কর্ম ফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল
রবিউল ইসলাম- ০৬

✍ প্রবন্ধ :

❖ মৃত্যু : অন্তিম গন্তব্যের পথ
সংকলন : শাইখ আব্দুর রহমান বিন আনিসুর রহমান- ০৮

❖ সালাতুল লাইল : মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে...
মাযহারুল ইসলাম- ১০

❖ ওযু : পবিত্রতার পথে নেকীর সোপান
জান্নাতুল মহল- ১৩

✍ আলোকিত জীবন :

❖ আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর
নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ- ১৭

✍ ক্বাসাসুল হাদীস :

❖ রাসূল (ﷺ)-এর প্রথম বক্ষ বিদারণ
আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২০

✍ বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস :

❖ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া : সত্য-মিথ্যার ফয়সালা
আরাফাত ডেস্ক- ২১

✍ বিশেষ প্রতিবেদন :

❖ আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের কৌশল : কিছু প্রস্তাবনা
ড. এ. বি. এম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ২৩

❖ ফিলিস্তিন সংকট ও মুসলিম বিশ্ব
আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ২৫

✍ সমাজচিন্তা :

❖ ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতি : একটি বিশ্লেষণ
মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান- ২৮

✍ নিবন্ধ :

❖ শান্তির ভিত্তি : নিরাপদ দেশ ও জাতির স্বপ্ন
আবূ লাবীবা মুহাম্মাদ মাকছুদ- ৩১

✍ নিভৃত ভাবনা :

❖ শরয়ী পথে রুযীর সন্ধান সাফল্যের দর্শন
আবু মুহান্নাদ- ৩৬

✍ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৩৯

✍ কবিতা ৪০

✍ জমঈয়ত সংবাদ ৪১

✍ স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা ৪৪

✍ ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৪৫

☐ প্রচ্ছদ রচনা ৪৭

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

সম্পাদকীয়

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি : যেন জাতীয় ব্যর্থতার প্রদর্শনী

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে গত ২১ জুলাই সোমবারের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা কেবল একটি প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার ঘটনা নয় –এটি এক গভীর, বহুমাত্রিক মানবিক বিপর্যয়। শিশুর লাশে ভরে ওঠা শ্রেণিকক্ষ, আগুনে পোড়া শিক্ষক, দগ্ধ অভিভাবকের কান্না, আর ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্রদের মুখ –সব মিলিয়ে এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা, অবহেলা এবং নিরাপত্তাহীনতার নগ্ন রূপ।

এই ট্র্যাজেডিতে যেভাবে ১২ বছরের নিচের শিশুদের জীবন নিভে গেল, সেটি কোনোভাবেই "দুর্ঘটনা" বলে এড়ানো যায় না। প্রশ্ন ওঠে : জনবহুল আবাসিক এলাকায় যুদ্ধবিমান কীভাবে ও কেন প্রশিক্ষণ ওড়াউড়িতে নিয়োজিত ছিল? এর জন্য কারা দায়ী? কেন আগে থেকেই ঝুঁকি পর্যালোচনা করা হয়নি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে না পেলে আরও মাইলস্টোন, আরও নিধি, আরও মাহরিন চৌধুরী আমাদের হারিয়ে যাবে –নির্বিকার রাষ্ট্রীয় নীরবতার আড়ালে।

যে সাহসী তরুণ আহনাফ বিন হাসান আহত হাত নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যে শিক্ষিকা মাহরিন চৌধুরী বারবার আগুনের মধ্যে ঢুকে শিশুদের বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিলেন– তাঁদের কাজ রাষ্ট্রের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য নয়; বরং আমাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য এক মূর্ত উদাহরণ। এই দুর্যোগে একদল মানুষ মানবতার দীপ্ত আলো জ্বালালেও পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্ধকার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে নগ্নভাবে।

সামরিক বাহিনী ও সরকারের মধ্যে তথ্যবিভ্রান্তি এবং গুজব প্রতিরোধে প্রয়োজন ছিল স্বচ্ছতা ও দ্রুত তথ্য প্রকাশের। অথচ আমরা দেখেছি বিলম্ব, গোপনীয়তা, আর বিরোধপূর্ণ পরিসংখ্যান –যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর যন্ত্রণা বাড়িয়েছে মাত্র।

আমরা, এদেশের নাগরিকেরা, এই প্রশ্ন তুলতেই পারি –এই শিশুদের মৃত্যুর দায় কে নেবে? একটি নিরাপদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যারা আর ঘরে ফিরল না, সেই মৃত্যুদের আমরা কেবল 'ভাগ্য' বলে মেনে নিতে পারি না। নিরাপত্তা নীতিমালার পর্যালোচনা, বিমান প্রশিক্ষণ অঞ্চল পুনর্নির্ধারণ, জরুরি পরিস্থিতিতে স্কুল-কলেজের প্রস্তুতি বাড়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন –এসব এখন প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত জরুরি।

এই দুর্ঘটনা যেন আরেকটি শোকসংবাদে পরিণত না হয়; বরং হোক আমাদের শিক্ষা, আমাদের পরিবর্তনের সূচনা। কারণ, একটি জাতির বিবেক তখনই মৃত হয়ে যায় যখন সে তার শিশুদের কান্না শুনেও নীরব থাকে।

ইসলামের আলোকে প্রতিটি মৃত্যুই মহান আল্লাহর হিকমত ও ফায়সালার অন্তর্ভুক্ত। নিহত শিশুদের পরিবার ও অভিভাবকদের প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতির পাশাপাশি এই কঠিন মুহূর্তে ইসলামের শিক্ষা হলো– সবর বা ধৈর্য ধারণ করা, মহান আল্লাহর কদর ও ফায়সালার উপর বিশ্বাস রাখা এবং ইস্তেগফার ও দু'আর মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করা। হাদীসে এসেছে– "যে ব্যক্তি কোনো সন্তান হারিয়ে ধৈর্য ধরে, তার জন্য জান্নাতে এক ঘর নির্মাণ করা হবে, যার নাম হবে 'বাইতুল হামদ', 'সন্তোষের ঘর'।"

সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় দায়িত্ব হলো আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং তাদের ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সেইসাথে জনবহুল আবাসিক এলাকায় যুদ্ধবিমান প্রশিক্ষণ বা উড্ডয়ন কতটা নিরাপদ –এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। এই ঘটনা যেমন রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এটি পরিষ্কারভাবে একটি নীতিগত ভুল। সরকারের দায়িত্ব শুধু তদন্ত কমিটি গঠন নয়– ফলপ্রসূ, স্বচ্ছ এবং সময়মতো তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দায়ীদের চিহ্নিত করা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

এই ঘটনায় আহত, দগ্ধ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শিশুদের চিকিৎসা যেন অবহেলিত না হয়, সেজন্য সরকারি ও সামরিক উভয় মহলে একটি জরুরি মেডিকেল এবং সাইকো-সোশ্যাল সাপোর্ট ইউনিট গঠন করা অত্যাবশ্যক।

এই মর্মন্তুদ ঘটনার মধ্যেও কিছু সাহসিকতার গল্প আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আহনাফ বিন হাসান বা মাহরিন চৌধুরীর মতো মানুষদের বীরত্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, দুর্যোগের মাঝেও মানবতা, ঈমান ও ত্যাগের আলো নিভে যায় না। ইসলামেও এই আত্মত্যাগের চেতনাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে– মুসলিমের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যে প্রাণ দেয়, সে শহিদের মর্যাদা পায়।

পরিশেষে নিহতদের জন্য মহান রবের কাছে শাহাদাতের মর্যাদা চেয়ে দু'আ, পরিবারগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মানসিক সহায়তা, আহতদের সুচিকিৎসা এবং সর্বোপরি একটি টেকসই নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন– সবকিছু যাতে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে হয় –এটাই একান্ত চাওয়া। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

সূরাতুল আস্‌র : সময়, ঈমান ও মুক্তির চূড়ান্ত বার্তা

-মুহা. রেজাউল ইসলাম★

আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

﴿وَالۡعَصۡرِ ○ إِنَّ الۡإِنۡسَانَ لَفِيۡ خُسۡرٍ ○ إِلَّا الَّذِيۡنَ آمَنُوۡا وَعَمِلُوۡا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ﴾

বাংলা অনুবাদ

"শপথ সময়ের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।"[১]

আয়াতে কারীমার শানে নুযূল, সংক্ষিপ্ত তাফসীর

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالۡعَصۡرِ﴾ "সময়ের শপথ।"

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করেছেন। কুরআনে যখন তিনি কোনো কিছুর শপথ করেন, তখন সেটা গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষা দেওয়ার মতো বিষয় হয়।

ইমাম রাজী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "সময় হলো মানুষের জীবনের মূল মঞ্চ। এই সময়েই 'আমল, নেক কাজ ও পাপ সংঘটিত হয়।"[২] ইমাম কুরতুবি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "'আস্‌র' বলতে দিনের শেষভাগও বোঝায়, আবার পুরো যুগ বা সময়কালও বোঝাতে পারে।"[৩]

শিক্ষা : সময় একটি অমূল্য সম্পদ। একবার চলে গেলে তা আর ফিরে আসে না। তাই সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করলে মানুষ চূড়ান্ত ক্ষতির মধ্যে পড়ে যায়।

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الۡإِنۡسَانَ لَفِيۡ خُسۡرٍ﴾

"নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।"

বিশ্লেষণ : "খুসর" শব্দের অর্থ- অপচয়, ক্ষতি, ধ্বংস, ব্যর্থতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ نَسُوا اللهَ فَأَنۡسٰهُمۡ أَنۡفُسَهُمۡ ۚ أُولٰٓئِكَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ﴾

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন।"[৪]

ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : "এই আয়াতে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে- ক্ষতিতে নিমজ্জিত, যদি না সে ঈমান, সৎকর্ম, সত্য ও ধৈর্য অর্জন করে।"[৫]

শিক্ষা : যদি কেউ ঈমান না আনে, সময়কে মূল্য না দেয়, সৎকর্ম না করে, তাহলে তার জীবন ব্যর্থতায় পূর্ণ হয়।

৩. মুক্তির চারটি চাবিকাঠি (আয়াত ৩ নং-এর বার্তা) :

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِيۡنَ آمَنُوۡا﴾ "যারা ঈমান এনেছে।"

হাদীস :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ".

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে- 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই' -এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে- 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা'। আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।"[৬]

ব্যাখ্যা : ঈমান কেবল মুখে বলা নয়, অন্তরের বিশ্বাস ও কর্মে প্রকাশ পাওয়াই ঈমানের পূর্ণতা। ঈমান ছাড়া কোনো 'আমল কবুল হয় না।

শিক্ষা : সত্যিকার ঈমান মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং মহান আল্লাহর পথে চলতে উৎসাহিত করে।

খ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَمِلُوۡا الصَّالِحَاتِ﴾ "এবং যারা সৎকাজ করে।"

আল-কুরআনুল মাজীদ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيۡنَ آمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنّٰتُ الۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا﴾

★ সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীস।

[১] সূরা আল-আসর : ১-৩।

[২] তাফসীর আল-কাবীর।

[৩] তাফসীর কুরতুবি।

[৪] সূরা আল-হাশ্‌র : ১৯।

[৫] তাফসীর ইবনু কাসীর।

[৬] সহীহ মুসলিম- হা. ৩৫, মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হা. ৫৮/৩৫।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

“আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।”[৭]

সৎকাজের দু'টি শর্ত : যথা-

ইখলাস : একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

সুন্নাহ অনুযায়ী : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে করেছেন, সেইভাবে করা।

শিক্ষা : নেক কাজ তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা সঠিক নিয়ত ও পদ্ধতিতে করা হয়।

গ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾

“যারা একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয়।”

আল-কুরআনু মাজীদ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

“তোমরা হও মানবজাতির শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমরা ভালোর আদেশ দাও এবং মন্দ থেকে নিষেধ করো।”[৮]

‘তাওয়াসি’ শব্দের ব্যাখ্যা : অর্থ- পারস্পরিক উপদেশ। শুধু নিজে ভালো না হয়ে সমাজকেও ভালোতে ডাকা।

শিক্ষা : সত্য প্রতিষ্ঠা কেবল ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়; বরং সামাজিক দায়িত্বও বটে।

ঘ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ “আর যারা ধৈর্যের উপদেশ দেয়।”

আল-কুরআনুল মাজীদ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

“নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ সীমাহীন পুরস্কার দিবেন।”[৯]

হাদীস :

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ. وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ، أَوْ تَمْلَأُ، مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا".

আবূ মালিক আল আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক অংশ। ‘আলহামদু লিল্লা-হ’ মিযানের পরিমাপকে পরিপূর্ণ করে দিবে এবং ‘সুবহানাল্লা-হ ওয়াল হামদুলিল্লা-হ’ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দিবে। ‘সালাত’ হচ্ছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি। সাদাক্বাহ্ হচ্ছে দলিল। ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতির্ময়। আর ‘আল কুরআন’ হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ। বস্তুতঃ সকল মানুষই প্রত্যেক ভোরে নিজেকে ‘আমলের বিনিময়ে বিক্রি করে। তার ‘আমল দ্বারা সে নিজেকে (মহান আল্লাহর ‘আযাব থেকে) মুক্ত করে অথবা সে তার নিজের ধ্বংস সাধন করে।[১০]

ধৈর্যের তিনটি প্রকার : যথা- **১.** বিপদের সময় ধৈর্য রাখা। **২.** ‘ইবাদতে স্থির থাকা। **৩.** গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

শিক্ষা : ধৈর্য ছাড়া জীবনের কোনো পর্যায়েই স্থায়ী সফলতা আসে না।

আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি : ইমাম শাফি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “মানুষ যদি কেবল এই সূরাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করত, তাহলে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হতো।”[১১]

ইমাম রাজী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “এই সূরাতেই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সারাংশ রয়েছে।”[১২]

সারাংশ ও শিক্ষা

সূরাতুল ‘আস্‌র আমাদের কী শেখায়?

সময় হারালে জীবন হারায়। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করলে মানুষ ক্ষতির মুখে পড়ে।

সফলতা মানে চারটি গুণের সমন্বয় : ঈমান + সৎকাজ + সত্যের দা'ওয়াত + ধৈর্য।

➤ ব্যক্তিগত নয়, সম্মিলিত উন্নয়নই আসল মুক্তি। একা ভালো নয়, সবাইকে ভালোতে ডাকা –এটাই ইসলামের দাবি।

উপসংহার

সূরাতুল ‘আস্‌র মাত্র তিনটি আয়াতের সংক্ষিপ্ত সূরা হলেও এর বার্তা বিশাল ও গভীর। এটি মানুষের জীবনের তিনটি মৌলিক বিষয়– সময়, ঈমান ও নৈতিকতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ –এই তিন পর্যায়ে যদি এই চারটি গুণ (ঈমান, সৎকর্ম, সত্য ও ধৈর্য) বাস্তবায়ন করা যায়, তবে এই দুনিয়াতে শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তি নিশ্চিত হবে ইন্ শা-আল্লাহ। ☒

---

[৭] *সূরা আল-কাহ্ফ : ১০৭।*
[৮] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১১০।*
[৯] *সূরা আয্ যুমার : ১০।*
[১০] *সহীহ মুসলিম- হা. ১/২২৩।*
[১১] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[১২] *তাফসীর আল-কাবীর।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

হাদীসে রাসূল ﷺ

কর্ম ফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল

–রবিউল ইসলাম★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه) عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

হাদীসের সরল অনুবাদ

‘আলক্বামাহ্ ইবনু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। আমি ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি– আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে।[১৩]

হাদীসটির তাৎপর্য

এই হাদীসটি ইসলামী শিক্ষার একটি মৌলিক ভিত্তি। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন সহীহুল বুখারীতে এটিকেই প্রথম হাদীস হিসেবে স্থান দিয়েছেন, যা এর গুরুত্ব ও ব্যাপকতা নির্দেশ করে।

কেন নিয়ত গুরুত্বপূর্ণ?

❖ নিয়ত হচ্ছে অন্তরের এমন একটি অবস্থান, যা কাজকে অর্থবহ করে তোলে। ❖ বাহ্যিকভাবে এক কাজ হতে পারে অনুরূপ, কিন্তু নিয়তের তারতম্যে এক ব্যক্তি পায় নেকি, আর অন্যজন কিছুই পায় না।

হাদীসের প্রেক্ষাপট (সাবাবে রিওয়ায়াহ) : মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় একজন ব্যক্তি এক নারী ‘উম্মু কাইস’কে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। তার হিজরত বাহ্যত ঠিক হলেও, আসলে তার নিয়ত ছিল বৈষয়িক। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই হাদীসটি বলেন, যেন সবাই বুঝতে পারে– কাজ নয়, নিয়তই মুখ্য।

কুরআনের আলোকে নিয়তের গুরুত্ব : আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ﴾

“আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন।”[১৪]

ব্যাখ্যা : একনিষ্ঠতা ও নিয়ত বিশুদ্ধ না হলে ‘ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না।

ভালো নিয়তের ফযীলাত : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ (ﷺ) فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) (হাদীসে কুদসীস্বরূপ) তাঁর প্রতিপালক হতে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা ভালো-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৎ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে করল না, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর সে ভালো কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবেও করল তবে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কাছে তার জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত এমনকি এর চেয়েও অধিক সাওয়াব লিখে দেন। আর যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু

★ *অফিস সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় শুব্বানে আহলে হাদীস।*

[১৩] *বুখারী- হা. ১; মুসলিম- হা. ১৯০৭; আহমাদ- হা. ১৬৮।*

[১৪] *সূরা আল-বাইয়্যিনাহ্ : ৫।*

তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা মাত্র একটা গুনাহ লিখেন।[১৫]

উদাহরণ : কেউ যদি হজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু সামর্থ্য না পায়, আল্লাহ তার নিয়তের কারণে সওয়াব দিয়ে দেন।

খারাপ নিয়তের ভয়াবহতা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস,

عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ". فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ "إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ".

আহনাফ ইবনু কায়স (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) এ ব্যক্তিকে ['আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবূ বাকরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি বললেন : 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন : 'ফিরে যাও। কারণ আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, দু'জন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? তিনি বললেন, (নিশ্চয়ই) সেও তার সাথীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল।'[১৬]

শিক্ষা : নিয়ত পাপের হলেও, তা জাহান্নামের কারণ হতে পারে, যদি কাজটি বাস্তবে না ঘটে।

লোক দেখানো 'ইবাদতের পরিণাম : হাদীসে এসেছে–

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ. فَقَدْ قِيْلَ.

সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকজন যখন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন সিরিয়াবাসী নাতিল (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, হে শায়খ! আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন এমন একখানা হাদীস আমাদেরকে শুনান। তিনি বলেন, হ্যাঁ! (শুনাবো)। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে শহীদ হয়েছিল। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তার নিয়ামাতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে।) তখন আল্লাহ বলবেন, এর বিনিময়ে কী 'আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে, তুমি বীর। তা বলা হয়েছে।[১৭] অন্য বর্ণনায় আছে– এরপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

শিক্ষা : 'ইবাদত করেও যদি নিয়ত হয় লোক দেখানো, তবে তা ধ্বংসকারী গুনাহ।

বাস্তব জীবনের প্রাসঙ্গিক উদাহরণ

ভালো নিয়তের উদাহরণ : একজন চাকরি করছে পরিবারের হালাল রিয্ক জোগাড় করতে, ভালো নিয়ত থাকলে এটাও 'ইবাদত। কেউ মানুষের উপকারে চিকিৎসা করছে– মহান আল্লাহর জন্য করলে তা হবে সাদাক্বাহ্।

খারাপ নিয়তের উদাহরণ : কেউ যদি দান করে সমাজে নাম প্রচারের জন্য –তা লোক দেখানো কাজ। সালাত পড়ে, কিন্তু নিয়ত থাকে "মানুষ বলবে বড় ধার্মিক" –এতে কোনো সওয়াব নেই।

তিনটি মূল শিক্ষা :

০১. প্রত্যেক কাজের প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভর করে।

০২. নেক নিয়ত থাকলে ছোট কাজও অনেক সওয়াবের কাজ হতে পারে।

০৩. খারাপ নিয়ত থাকলে বড় কাজও মহান আল্লাহর কাছে মূল্যহীন হয়।

শেষ কথা : আমরা যেন সকল কাজে সৎ নিয়তে করতে পারি। লোক দেখানো 'ইবাদত, খ্যাতির আশায় দান ও দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ধর্মীয় কাজ থেকে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের হিফাজত করেন। ☒

---

[১৫] *বুখারী- ৬৪৯১; সহীহ মুসলিম- ১৩১; আহমাদ- হা. ৩৪০২।*

[১৬] *বুখারী- হা. ৩১; মুসলিম- ২৮৮৮; আহমাদ- হা. ২০৪৪৬।*

[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮১৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

প্রবন্ধ

মৃত্যু : অন্তিম গন্তব্যের পথ

সংকলন : শাইখ আব্দুর রহমান বিন আনিসুর রহমান*

ভূমিকা : মানুষের জীবনে সবচেয়ে নিশ্চিত সত্য হলো মৃত্যু। প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। অথচ এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটিকে মানুষ ভুলে থাকে বা এড়িয়ে চলে। আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (ﷺ) মৃত্যুকে স্মরণ করতে বলেছেন, কারণ এটি মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে, তাক্বওয়া বৃদ্ধি করে এবং আখিরাতের প্রস্তুতিতে উদ্বুদ্ধ করে। নবী কারীম (ﷺ) বলেন :

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ.

"তোমরা নফসের ভোগ-উপভোগকে ধ্বংসকারী (অর্থাৎ- মৃত্যু) বেশি বেশি স্মরণ করো।"[১]

কুরআনে মৃত্যু স্মরণের নির্দেশ :

১. প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

"প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।"[২]

২. মৃত্যুর স্থান ও সময় নির্ধারিত : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"কোনো প্রাণ জানে না, সে কোন জমিনে মৃত্যু বরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"[৩]

এই আয়াতে কারীমা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কেউই জানে না কখন এবং কোথায় তার মৃত্যু হবে। তাই প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

৩. মৃত্যুর পরের জবাবদিহিতা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾

"মৃত্যুর নেশা সত্যসহ এসে যাবে; এটিই সেই জিনিস, যার থেকে তুমি পলায়ন করতে।"[৪]

এই আয়াতে কারীমা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মৃত্যুর সময় মানুষ বুঝবে, যে সত্যকে সে অস্বীকার করেছিল, সেটিই সামনে এসেছে।

সহীহ হাদীসে মৃত্যু স্মরণ :

১. মৃত্যুকে বেশি স্মরণের নির্দেশ : হাদীসে এসেছে–

أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِيْ ضِيْقٍ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، وَلَا فِيْ سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ.

"তোমরা বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করো, কারণ যে ব্যক্তি সংকটের মাঝে মৃত্যুকে স্মরণ করে, তা তার সংকটকে হালকা করে দেয়। আর যে প্রাচুর্যের মাঝে স্মরণ করে, তা তার প্রাচুর্যকে সীমিত করে দেয়।"[৫]

২. সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে?

নবী কারীম (ﷺ) বলেন :

أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لَهُ.

"সর্বোত্তম মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি, যে মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে এবং তার জন্য উত্তম প্রস্তুতি নেয়।"[৬]

৩. নবী (ﷺ)-ও মৃত্যু স্মরণ করতেন : রাসূল (ﷺ) প্রতিদিন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

"হে আল্লাহ! যতক্ষণ জীবন আমার জন্য কল্যাণকর, আমাকে জীবিত রাখুন; আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর, তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।"[৭]

মৃত্যু স্মরণের উপকারিতা : **১.** গুনাহ থেকে বিরত রাখে। **২.** আখিরাতের প্রস্তুতির মানসিকতা গড়ে তোলে। **৩.** দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্তি দেয়। **৪.** হৃদয়ে খুশু-খুযু বৃদ্ধি করে। **৫.** জীবনে তাক্বওয়া ও সতর্কতা আসে।

মৃত্যু স্মরণ تَذَكُّرُ الْمَوْتِ –একটি হৃদয়স্পর্শী বাস্তবতা

মানুষ কেন মৃত্যুকে ভুলে যায়?

মানুষ দুনিয়ায় এতই মশগুল হয়ে পড়ে যে সে মনে করে এই জীবনই সব কিছু। অথচ বাস্তবতা হলো– এই জীবন এক ক্ষণস্থায়ী সফর, যার গন্তব্য হচ্ছে মৃত্যু ও আখিরাত। মানুষ দুনিয়ায় পরিকল্পনা করে বছরের পর বছর, অথচ সে জানে না আগামী এক ঘণ্টাও সে বেঁচে থাকবে কিনা! আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

---

*ভাইস প্রিন্সিপাল : আল জামিয়াতুস সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা চরভদ্রাসন, ফরিদপুর। দাওরা হাদীস : মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩০৭, হাসান সহীহ।
[২] সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮৫।
[৩] সূরা লুক্বমা-ন : ৩৪।
[৪] সূরা ক্বা-ফ : ১৯।
[৫] বায়হাক্বী : শু'আবুল ঈমান, হাসান।
[৬] সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৫৯, হাসান।
[৭] সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩৪।

"অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে, আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তাও দেখতে পাবে।"[১]

মৃত্যুর বাস্তবতা ও প্রস্তুতি : মৃত্যু হলো দরজার ঘণ্টা, আখিরাতের দিকে ডাক। নবী (ﷺ) বলেন :

قَالَ أَصْبَحْتُ أُحِبُّ الْفَقْرَ تَوَاضُعًا لِرَبِّيْ، وَأُحِبُّ الْمَوْتَ اشْتِيَاقًا إِلَى رَبِّيْ، وَأُحِبُّ الْمَرَضَ تَكْفِيْرًا لِخَطَايَايَ.

"আমি এমনভাবে সকাল করি যে, দারিদ্রতাকে ভালোবাসি আমার প্রভুর জন্য বিনয় প্রদর্শন করতে, মৃত্যুকে ভালোবাসি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষায়, আর অসুস্থতাকে ভালোবাসি আমার গুনাহ মোচনের জন্য।"[২]

মৃত্যুর পর কী ঘটবে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْ أَيْدِيْهِمْ ۖ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ﴾

"যদি তুমি দেখতে পারতে জালিমরা যখন মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছে আর ফেরেশ্তাগণ তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছে– 'তোমাদের আত্মা বের করো! আজ তোমরা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে'।"[৩]

এই আয়াতে কারিমা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম : কুফ্র ও পাপী ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ফেরেশ্তার গর্জন শুনবে এবং আতঙ্কে পড়ে যাবে। তারা জানবে– সব শেষ।

কবরের অবস্থা– এক অন্ধকার গহ্বর : হাদীসে এসেছে–

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ.

"নিশ্চয়ই কবর হলো আখিরাতের প্রথম ঘর। যদি কেউ এখান থেকে রক্ষা পায়, তাহলে পরবর্তী ধাপ সহজ; আর যদি রক্ষা না পায়, তাহলে পরবর্তী ধাপ হবে আরও কঠিন।"[৪]

সাহাবায়ে কেরামের মৃত্যুভয় ও প্রস্তুতি : 'উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কবর দেখতে গেলে কাঁদতেন যেন চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যেত। কেউ বললেন, আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনলে এতটা কাঁদেন না, কিন্তু কবর দেখলে কাঁদেন কেন? উনি বললেন : "কবর হলো আখিরাতের প্রথম ধাপ। যদি কেউ এতে সফল হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হবে।"

সালাফদের উক্তি ও মৃত্যুভয় : হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ تَجْمَعُ مَا لَا تَأْكُلُ، وَتَبْنِيْ مَا لَا تَسْكُنُ، وَتَأْمُلُ مَا لَا تَبْلُغُ، وَإِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَأْمُوْرٌ، وَمَحْسُوْبٌ عَلَيْكَ، وَمَكْتُوْبٌ عَمَلُكَ، وَالْمَوْتُ يَأْتِيْكَ بَغْتَةً.

"হে আদম সন্তান! তুমি এমন সম্পদ জমাও যা তুমি খাবে না, ঘর বানাও যেখানে তুমি থাকবেও না, এমন আশা করো যা তুমি পাবেই না। অথচ তুমি এমন এক বান্দা, যার কাজ রেকর্ড করা হচ্ছে, মৃত্যু তোমার দিকে আসছে হঠাৎ।"

আমাদের করণীয় : **১.** নিয়মিত কবর জিয়ারত করা। **২.** নিজের 'আমল প্রতিদিন মূল্যায়ন করা। **৩.** ঘুমানোর আগে মৃত্যু স্মরণ করে ক্ষমা চাওয়া। **৪.** আখিরাতমুখী চিন্তাভাবনা করা। **৫.** মহান আল্লাহকে ভয় করা ও তাক্বওয়া অবলম্বন করা।

আরো একটি হৃদয়ছোঁয়া দু'আ : হাদীসে এসেছে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের 'আযাব থেকে, জীবনের ও মৃত্যুর পরীক্ষাগুলো থেকে এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।"[৫]

উপসংহার : মৃত্যু একটি কঠিন ও অনিবার্য সত্য। আমরা যতই তা ভুলে থাকতে চাই না কেন, তা আমাদের দরজায় একদিন ঠিকই কড়া নাড়বে। তাই মৃত্যু স্মরণ করা শুধু 'ইবাদত নয়; বরং আত্মশুদ্ধির এক মহামূল্যবান উপায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মৃত্যু স্মরণ করার তাওফীক্ব দিন এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকার তাওফীক্ব দিন –আমীন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ كَلَامِنَا مِنَ الدُّنْيَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ وَالْحُسْنَى.

"হে আল্লাহ! আমাদের দুনিয়ার শেষ কথা হোক 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এবং আমাদের মৃত্যু হোক সফলতা ও কল্যাণের সঙ্গে।"

[১] *সূরা আয্ যিলযাল : ৭-৮।*
[২] *তাবাকাত- ইবনু সা'দ, ১/৪০৩।*
[৩] *সূরা আল আন'আম : ৯।*
[৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩০৮।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮৩২; সহীহ মুসলিম- হা. ৫৮৭।*

সালাতুল লাইল : মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছানোর সহজ পথ

-মাযহারুল ইসলাম*

ভূমিকা : একজন মুসলিম মু'মিন ফরয 'ইবাদত আদায় করার সাথে সাথে রাতের অন্যতম 'ইবাদত তাহাজ্জুদের নামায আদায়ে অভ্যস্ত হবে যেটা একজন মু'মিনের সম্মান, মর্যাদার মানদণ্ড। কেননা ইসলাম পূর্ববর্তী সালাতুল লাইল তথা রাতের নামায ফর্য বলে স্বীকৃত ছিল। রাতের নামায এমনই গুরুত্বপূর্ণ যেটাতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের যাবতীয় অভাব অনটন, দুঃখ-দুর্দশাসহ সকল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিজেই দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং তাঁদের সকল সমস্যা শুনে মিটে দিবেন বলে আহ্বান করেন। আর সেই মোক্ষম সুবর্ণময় সময়েই হলো তাহাজ্জুদের নামায। যেহেতু তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ গুরুত্ব, ফযীলাত, সম্মান, মর্যাদা মণ্ডিত সেই বিবেচনায় কোনো মুসলিম মু'মিন যখন জানবে তা কিভাবে সহজেই আদায় করা যায় নিঃসন্দেহে সেটা আরোও বেশি ফলপ্রসূ হবে। তাই আজকের প্রবন্ধ "সালাতুল লাইল আদায়ে সহজ উপায়" শিরোনামে সংক্ষিপ্ত প্রয়াস মাত্র।

১. আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাওয়া : একজন মুসলিমের জীবনে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ব্যতিত সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ছাড়া মুসলিমের জীবন চলা অসম্ভব। তাঁর সাহায্য আবশ্যক। বিশেষ করে সালাতুল লাইল। কেননা এই সালাত আদায় করতে দিবে না বলে শয়তান বান্দাকে ঘুমের মধ্যে তিনটি গিট দেয়। যদি বান্দা মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে ঘুমিয়ে যায় তাহলে তার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে অপারগ হয়।

ফলে বান্দা তাঁর রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গভীর রাতে একমাত্র তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তাহাজ্জুদ নামাযের লক্ষ্যে উঠতে সক্ষম হতে পারে। মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই চির শত্রু শয়তানকে পরাস্ত করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার কোনো আধিপত্য নেই।"[১]

একজন তাহাজ্জুদ আদায়কারী সে তাঁর নামায প্রারম্ভে সূরা আল ফাতিহাহ্ দিয়েই মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দিনে ও রাতে এবং সে সূরা আল ফাতিহায় একটি আয়াত বারবার আওড়ায়- [২] ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾।

এজন্য একজন মুসলিমের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো মহান আল্লাহর কাছে সাহায্যর দরখাস্ত পেশ করা। বিশেষ করে তাহাজ্জুদ নামাযের শুরুতেই বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করা। কেননা তাহাজ্জুদ নামাযের সময়টা এমনিতেই অনেক কষ্টকর, অলসতার। তাই এই সময়ে মহান আল্লাহর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারী স্মরণ করবে মহান আল্লাহর তা'আলার এই বাণী-

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

"আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন।"[৩]

২. মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও তার সাথে সম্পর্ক রাখা : বান্দার জন্য মা'বূদ আল্লাহকে ভালোবাসা খুবই জরুরি। যে যত বেশি মহান আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং নামাযের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করবে সে তত বেশি মহান আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দাতে পরিণত হবে। মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন যখন নামাযের মাধ্যমে হবে তখন সেই মহান আল্লাহর বেলায়েত তথা অলী হতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের চাদরে তাঁকে আবৃত করে নিবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন। তাছাড়া 'ইবাদতের রুকন তিনটির মধ্যে একটি হলো- মহান আল্লাহকে ভালোবাসা। মহান আল্লাহকে ভালো না বাসা পর্যন্ত যে কেউ মুসলিম মু'মিন হওয়া অসম্ভব। এজন্য মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সুধারণা রাখতে হবে নচেৎ মহান আল্লাহর ব্যাপারে যেমন ধারণা পোষণ করবে বান্দার ফলাফল তেমনেই হবে যেমনটি সে ধারণা করেছে। এখানে সম্পর্ক কিংবা ভালোবাসার মানদণ্ড হলো মহান আল্লাহর জন্য। মহান আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর জন্যই কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো 'আক্বীদার অন্যতম একটি অধ্যায়। এজন্য আমরা বলি মহান আল্লাহকে ভালোবাসা এবং তাঁর

* *দাওরায়ে হাদীস, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা ও শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।*

[১] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৯৯।*

[২] *সূরা আল-ফাতিহাহ্ : ৫।*

[৩] *সূরা আল-'আনকাবূত : ৬৯।*

সাথে যত বেশি সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তত বান্দার জন্য কল্যাণকর। যে মহান আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কামনা করবে মহান আল্লাহও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন। তাঁর সাথে কথা বলবেন। এজন্য মহান আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে শরীক হওয়া এবং যাবতীয় অবাধ্য মূলক কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মহান আল্লাহর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর মাঝেই বান্দার বড় সফলতা নিহিত রয়েছে।

৩. সালাতুল লাইলের ফযীলাত সম্পর্কে জানা : কিয়ামুল লাইলের ফযীলাত প্রায় সকলের জানা। আসমানের নীচে জমিনের উপরে ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হলো তাহাজ্জুদের নামায তথা রাতের নামায। তাহাজ্জুদ আদায়কারী মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও পরকালে অগণিত কল্যাণ, সৌভাগ্য, সুখ, শান্তি। তাঁদের প্রতিদান কেবলমাত্র জান্নাত। তাঁদের সমতুল্য কেউ নেই কিন্তু এটা তারা জানে না। তাঁরা ঈমানের স্বীকৃতি দেয় তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে। অথচ সেই 'ইবাদত আদায় করা খুব সহজ কাজ নয়। নিঃসন্দেহে তাহাজ্জুদ আদায় জান্নাতে প্রবেশের কারণসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ। এই নামায আদায়ের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা বৃদ্ধি করেন। তাহাজ্জুদ আদায় করা হলো মহান আল্লাহর সৎ, পরহেজগার বান্দাদের চিরাচরিত অভ্যাস। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় একজন বান্দার প্রকৃত মর্যাদা লুকায়িত আছে তাহাজ্জুদের মধ্যে।

৪. শয়তানের কৌশল জানা ও তা আদায়ে বাধা প্রদানের বিষয়ে জানা : শয়তান বরাবরই মানুষকে যে কোনো 'ইবাদত হোক কিংবা কোনো সৎ কাজ হোক তা করতে নিরুৎসাহিত করবে, করতে দিবে না বলে সে মানুষের রক্তের শিরা-উপশিরায় ছুটে বেড়ায়। উদ্দেশ্য 'ইবাদত করতে দিবে না অথবা তাকে যে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে কিংবা উদাসীন করবে। এজন্য শয়তানের কৌশল, প্ররোচনা জানা জরুরি। শয়তান যে পথেই প্ররোচিত করতে চায় না তাকে পরাস্ত করার জন্য পথ ও পন্থা অবলম্বন করা একজন মুসলিম মু'মিনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

সাহাবি 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন নবী (ﷺ)-এর কাছে একজন লোকের কথা উল্লেখ করা হলো যে, রাতে ঘুমিয়েছে একেবারে সকাল পর্যন্ত। রাসূল (ﷺ) বলেন : ঐ লোকের কানে শয়তান পেশাব করেছিল। অথবা তিনি বলেছেন : তার দুই কানে।[১]

সাহাবি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় তখন শয়তান তার কাঁধে তিনটা গিট বেঁধে দেয় এবং শয়তান প্রত্যেক গিঁটে আঘাত করে বলে– ঘুমাও! রাত্রি অনেক লম্বা আছে। অতঃপর যদি ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হয় এবং মহান আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে একটা গিঁট খুলে যায়। অতঃপর যখন সে ওযূ করে তখন আরেকটা গিঁট খুলে যায়। অতঃপর সর্বশেষে যখন সে নামায আদায় করে তখন শেষ গিঁট খুলে যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি একটি উৎফুল্ল সতেজ হৃদয়ের অধিকারী হয় নচেৎ মন্দ অলসতার সকাল করে (যে ঘুম থেকে উঠে না)।[২]

সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনে 'আস বলেন, রাসূল (ﷺ) আমাকে বলেন : হে 'আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না। যে একদিন রাতে ওঠে অতঃপর রাতের নামায পরিত্যাগ করে (একদিন আদায় করে আর সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে না)।[৩]

সাহাবি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন একটা স্বপ্ন দেখেন অতঃপর তা বর্ণনা করেন উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র কাছে (তাঁর বোন)। অতঃপর হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এই ঘটনা রাসূলের কাছে বর্ণনা করেন। রাসূল (ﷺ) বলেন : কতই না উত্তম ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ! যদি সে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করত। একথা শুনে সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাতে খুব কমই ঘুমাতেন।[৪]

৫. কম আশা ও মৃত্যুর চিন্তা করা : কম আশা আকাঙ্ক্ষা করা এবং মৃত্যু স্বরণ 'আমল করতে বাধ্য করে এবং সকল প্রকার অলসতা বিতাড়িত করে। সাহাবি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : একদিন রাসূল (ﷺ) আমার কাঁধ ধরলেন এবং বললেন : তুমি দুনিয়াতে বসবাস করো গরীব অবস্থায় অথবা মুসাফির হিসেবে এবং ইবনু 'উমার প্রায় বলতেন : যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে সকালের অপেক্ষা করবে না এবং যখন তুমি সকালে উপনীত হবে তখন তুমি সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করবে না। অসুস্থতার জন্য সুস্থতা (গনিমত)-কে গ্রহণ করো এবং মৃত্যুর জন্য জীবনকে (গনিমত) গ্রহণ করো।[৫]

এজন্য কতিপয় পরহেজগার ব্যক্তি বলেন : আমি আশ্চর্য হ ই ঐ ব্যক্তিকে দেখে যার দেহ সুস্থ এবং সে যুবক ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়েছে অথচ মৃত্যু থেকে সে নিরাপদ হয়নি।

---

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৪৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৭৭৪।*

[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৪২; সহীহ মুসলিম- হা. ৭৭৬।*

[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৫২; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৯।*

[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১২১, ২২।*

[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

৬. সুস্থতা ও অবসর সময়কে গুরুত্ব দেয়া : তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য শারীরিক সুস্থতা ও সকল কর্ম, পেরেশানি, ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি। শারীরিক সুস্থতা ও অবসর সময়কে একজন মুসলিমের মু'মিনের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত ও মহামূল্যবান সম্পদ তুল্য। তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য শারীরিক সুস্থতা ও অবসর সময় সবচেয়ে বেশি উপযোগী মাধ্যম। এই 'আমল যদি ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে সে অসুস্থ অবস্থায়ও সুস্থ থাকার যে নিয়মিত 'আমল করত তার স ওয়াবের পাবন্দী হবে। সাহাবি আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যখন কোনো বান্দা অসুস্থ হয় অথবা কোনো সফর করে তাহলে তাঁর 'আমল নামায় অনুরূপ সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয় সুস্থ থাকা অবস্থায় যেমন সে 'আমল করত সেইরূপ 'আমলের সওয়াব।[১]

অতএব কোনো বিবেকবান মানুষের উচিত, এই মহান মূল্যবান সময় কে নষ্ট না করে যথার্থ মূল্যায়ন ও কাজে লাগানো। সুতরাং বান্দা যেন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে শারীরিক সুস্থতা ও অবসর সময়কে মহান আল্লাহর 'ইবাদতে কাটানো এবং 'আমলে সালেহ সম্পাদন করার জন্য। কেননা রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

"نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ".

"অধিকাংশ মানুষ দু'টি নিয়ামতে গাফেল– ১) শারীরিক সুস্থতা ও ২) অবসর সময়।"[২]

সাহাবি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) একজন ব্যক্তি কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন : তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের উপর প্রাধান্য দিবে– ১) যৌবন কালকে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে মূল্যায়ন করবে। ২) অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে মূল্যায়ন করবে। ৩) দারিদ্র্য আসার আগেই স্বচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করবে। ৪) ব্যস্ততা আসার আগেই অবসর সময়কে মূল্যায়ন করবে। ৫) মৃত্যু আসার পূর্বে গোটা জীবনকে মূল্যায়ন করবে।[৩]

৭. তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া : ফজরের নামায এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী ও প্রফুল্ল, ফুরফুরে মেজাজ তৈরি করতে তাড়াতাড়ি ঘুমানোর কোনো বিকল্প নেই। সম্ভবপর সকাল সকাল ঘুমিয়ে যাওয়া তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের একটি সহজ মাধ্যম। সাহাবি আবি বারযাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) অপছন্দ করেন 'ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং 'ইশার পর গল্প গুজব করা।[৪]

ইমাম আত্ তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : সাহাবী, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণের মধ্যে 'ইশার পর কথা বলার ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান। তাঁদের মধ্যে একদল 'ইশার পর খোশগল্প করাকে অপছন্দ করেছেন। আর আরেকদল ছাড় দিয়েছেন 'ইশার পর 'ইল্মী আলোচনা এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাবার্তা করার ক্ষেত্রে সমর্থন দিয়েছেন।[৫]

৮. ঘুমানোর আদবের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া : একজন তাহাজ্জুদ আদায়কারী ব্যক্তি ঘুমানোর আদব তথা নিয়মনীতি অনুসরণ করবে। পবিত্র শরীরে ওযূ করবে অতঃপর দুই রাকআত নামায আদায় করে কোরআন, হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ পাঠ করবে। অতঃপর ঘুমানোর দু'আ পাঠ করে, সূরা আল-ইখলা-স, সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন্-না-স পড়ে হাতের তালুতে ফু দিয়ে গোটা শরীর মাসহ করবে। মাসহ করার নিয়ম হলো– মাথা থেকে শুরু পা পর্যন্ত যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকু করবে। এটা তিনবার করবে। অতঃপর আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে এবং সেইসাথে সূরা আল বাক্বারার শেষ আয়াত পাঠ করবে। অতঃপর ঘুমানোর দু'আসমূহ পাঠ করে ঘুমাবে।

ঘুমানোর আদব রক্ষা করে কোনো ব্যক্তি যদি ঘুমায় তাহলে সে যেমনভাবে 'ইবাদতের সওয়াব পেল ঠিক তেমনি সুন্নাহ অনুসরণের পাবন্দী হলো।

৯. ক্বায়লুলার (তথা- দুপুরের খাবার খাওয়ার পর একটু শুয়ে বিশ্রাম নেয়া) দ্বারা সহযোগিতা কামনা করা : ক্বায়লুলাহ বলতে বোঝায়, দুপুরের খাবার গ্রহণের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার সময় একটু সাময়িক শুয়ে বিশ্রাম নেয়ার নামকে ক্বায়লুলাহ বলে। আইনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

القيلولة معنها النوم في الظهيرة.

ক্বায়লুলাহ অর্থ দ্বীপ্রহরের ঘুম।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন : তোমরা ক্বায়লুলাহ করো। কেননা শয়তান ক্বায়লুলাহ করে না। *[পরবর্তী অংশ ২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৯৬।*
[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১২।*
[৩] *জামে' আস্ সগীর- হা. ১০৮৮।*
[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৬১।*
[৫] *তুহফাতুল আহওয়াযী।*

সূচীপত্র

ওযু : পবিত্রতার পথে নেকীর সোপান

–জান্নাতুল মহল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

ওযূ একটি ‘ইবাদত বা নেক ‘আমল। ‘ইবাদত অর্থ- শরিয়ত নির্ধারিত প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি যিক্র তথা মহান আল্লাহকে স্মরণ। অতএব, ওযূ-পবিত্রতা অর্জনের জন্য একটি বড় কর্ম বা নেক ‘আমল। সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ নেক ‘আমল বা ‘ইবাদত। সালাত আদায়ের শর্তাবলীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম পবিত্রতা, যা অর্জন ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হতেই পারে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা যখন সলাতের জন্য উঠবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করবে। আর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে।”[১]

আয়াতটিতে সুস্পষ্ট, সালাত আদায়ের পূর্বে পবিত্রতা বা ওযূ সম্পন্ন করো। এ হলো আল্লাহর নির্দেশ। অতএব, সালাত আদায়ের পূর্বেই পবিত্রতা অর্জন করতেই হবে।

ওযূর ফরয ৬টি। যথা- **১.** মুখমণ্ডল ধৌত করা। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া এর অন্তর্ভুক্ত। **২.** দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা। **৩.** মাথা মাসেহ করা। **৪.** দুই পা গিড়াসহ ধৌত করা। **৫.** ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। **৬.** এক অঙ্গ শুস্ক হওয়ার আগেই পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা। এই ছয়টির মধ্যে প্রথমোক্ত ৪টি ফরয। কুরআনের আয়াত দ্বারা নির্ধারিত। আর শেষের দু’টি কুরআনের আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত ওযূর পদ্ধতি সংক্রান্ত বিবরণ দ্বারা সাব্যস্তকৃত। কেননা এ দু’টি শর্ত পুরণ না করলে উপর্যুক্ত ৪টি ফরয যথাযথ আদায় অসম্ভব।

ওযূর সুন্নত : ১. মিসওয়াক করা[২]। **২.** নিয়ত। **৩.** বিস্মিল্লাহ বলা। **৪.** দু’হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। **৫.** ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ ডান দিক থেকে শুরু করে তিনবার ধোয়া[৩]। **৬.** ধোয়ার সময় অঙ্গগুলো রগড়ানো। মেয়েদের হাতে কানে গহনা থাকলে তা নাড়িয়ে সে স্থানে পানি পৌঁছাতে হবে যাতে কোনো অংশ শুখনো না থাকে। **৭.** ওযূর শেষে দু‘আ।

ওযূর পদ্ধতি বা প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) যেভাবে ওযূ করতেন :

১. প্রথমে মিসওয়াক করা[৪]।

২. নিয়ত করা : নিজেকে পবিত্র করাই ওযূ করার উদ্দেশ্য, এরূপ সংকল্প করা। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “ইন্নামাল আ‘মালু বিন্নিয়াত” (সকল ‘আমলের ফলাফল নিয়তের পরিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে)[৫]। নিয়ত সহীহ হলে ‘আমলও সহীহ হয়। আর নিয়তে গড়বড় থাকলে ‘আমল কবুল হয় না। মনে রাখতে হবে– নিয়ত কখনো মুখে উচ্চারণ করতে হয় না অর্থাৎ- “নাওয়াইতু আন বলে কোনো দু’আ মুখে বলা দরকার নেই। কারণ নিয়ত অর্থই হলো মনের ইচ্ছা বা সংকল্প। এটা মনের কাজ জিহ্বার কাজ নয়।”

৩. বিস্‌মিল্লা-হ বলা : নিয়তের পরের কাজই হলো ‘বিস্‌মিল্লা-হ’ বলা।[৬]

৪. দু’হাত ধৌত করা : তারপর, রাসূল (ﷺ) দু’হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন।[৭]

হাত ধোয়ার সময় এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খিলাল করতেন।[৮] আঙ্গুলে আংটি থাকলে সেটা নাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতেন।[৯]

৫. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া : এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে ভালোভাবে কুলি করবে সিয়ামকারী (রোযাদার) না হলে তিনবারই গড়গড়া করে কুলি করবে এবং একই সাথে নাকে পানি টেনে নিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বে।[১০] এরূপ ৩ বার করবে। একই আজলা থেকে পানি নিয়ে কুলি করবে ও নাকে পানি দেয়ার হাদীসটি সহীহ।[১১] অপর দিকে কুলি করার পর আবার পানি নিয়ে নাকে পানি দেয়ার

---

[১] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৬।*
[২] *সহীহুল বুখারী।*
[৩] *সহীহুল বুখারী।*
[৪] *সহীহুল বুখারী।*
[৫] *সহীহুল বুখারী।*
[৬] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১০১; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৯৮।*
[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৬৪, ১৮৫।*
[৮] *সুনান আবূ দাউদ; জামে‘ আত্ তিরমিযী; সুনান আন্ নাসায়ী।*
[৯] *দারাকুতনী; সুনান ইবনু মাজাহ্।*
[১০] *সহীহুল বুখারী; মুসনাদ আহমাদ; সুনান আন্ নাসায়ী।*
[১১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯১, ১৯৯, ১৮৫, ১৮৬।*

হাদীসটি য'ঈফ।[১] অর্থাৎ- দুইবার পানি নিয়ে কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার হাদীসটি য'ঈফ।

৬. মুখমণ্ডল ধোয়া : কপালের উপরিভাগের মাথার চুলের নিচ হতে থুতনীর নিচে দাড়ির নিম্নাংশ পর্যন্ত আর এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত দুই কানের পাশ দিয়ে পূর্ণ মুখমণ্ডল ভালোভাবে তিনবার ধৌত করতে হবে।[২] তারপর তিনি (ﷺ) দাড়ির ভিতরে পানি দিয়ে (আঙ্গুল ঢুকিয়ে) খিলাল করতেন।[৩]

৭. দু' হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা : এবার ডান হাতে পানি নিয়ে ডান বাহুর উপর গড়িয়ে দিয়ে বাম হাত দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের মাথা হতে কনুইর নিচ পর্যন্ত ঘষামাজা করে ধুবে এবং আঙ্গুল খিলাল করবে। ঠিক এভাবে বাম হাতের আঙ্গুলের মাথা হতে কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।[৪]

৮. মাথা মাসেহ করা : অতঃপর, রাসূল (ﷺ) দু'হাত ভিজিয়ে একবার মাথা মাসেহ করতেন। মাসেহ করার সময় [রাসূল (ﷺ)] দু'হাতের আঙ্গুল এক জায়গায় মিশিয়ে কপালের যেখান থেকে চুল গজানো শুরু হয়েছে সেখান হতে চুলের উপর দিয়ে পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। আবার পেছন থেকে উভয় হাত টেনে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন আবার সেখানে নিয়ে যেতেন।[৫] অর্থাৎ- পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয।

তারপর শাহাদত আঙ্গুল দু'টি দিয়ে দুই কানের ভিতরের দিকে কানের ভাঁজে ভাঁজে ঘোরাবে এবং দুই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে দুই কানের পিঠ অর্থাৎ- বাইরের অংশ মাসেহ করবে।[৬] তবে ঘাড় মাসেহ করবে না। ঘাড় মাসেহ করার পক্ষে কোনো সহীহ হাদীস নেই। রাসূল (ﷺ) ওযূতে কখনোই ঘাড় মাসেহ করতেন না। তাই আমরাও তা করবো না।

৯. দু'পা ধৌত করা : অতঃপর ডান পায়ের আঙ্গুলের মাথা হতে গোঁড়ালি ও টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে।[৭] বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা।[৮] পায়ের আঙ্গুল খিলাল করবে।[৯] এরপর এ নিয়মেই বাম পা ধৌত করবে।

১০. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

১১. এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা।

১২. ওযূ শেষে দু'আ পড়া : 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ উত্তমরূপে ও পূর্ণভাবে ওযূ করে নিম্নের এ দু'আটি পড়ে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যায় ফলে সে ব্যক্তি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে সেটি দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।' দু'আটি হলো–

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ».

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার অন্য কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"[১০]

দু'আটি পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকানো সঠিক নয়। কেননা আকাশের দিকে তাকানোর ব্যাপারে যে বর্ণনাটি রয়েছে সে হাদীসটি সহীহ নয়।

ওযূ শেষে এ দু'আটি পড়াও সুন্নত–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনাত্তাওয়াবিনা ওয়াজ আলনি মিনাল মুতাতাহহিরিন।"

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বেশি বেশি তাওবাহ্কারী এবং অধিকতর পাক-পবিত্র লোকদের মধ্যে গণ্য করে নাও।"[১১]

এরপর এই দু'আটি পড়বে–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।"

"তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি আর তোমার প্রসংশা করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো (সত্য)

---

[১] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৩৯।*
[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৪৫।*
[৩] *জামে' আত্ তিরমিযী; সুনান আবূ দাঊদ।*
[৪] *বুখারী- ১৬৪; মুসলিম- ২২৬, ২৪৬; ইবনু খুযাইমাহ্- ১১৮।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৫; সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৫।*
[৬] *আবূ দাঊদ- হা. ১২১, ১২৩; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৯০।*
[৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৬।*
[৮] *জামে' আত্ তিরমিযী; সুনান আবূ দাঊদ।*
[৯] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪০৬, ৪০৭।*
[১০] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৪, ২৩৫।*
[১১] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৫৫, সহীহ।*

ইলাহ নেই, তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমরা তোমারই দিকে ফিরছি।"[১]

এই দু'আ পাঠের ফযীলাত : আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, যে ব্যক্তি ওযূ শেষে বলে, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা- ইলা-হা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা। আল্লাহ সেই ওযূর উপর সীল মেরে দেন, তা আরশের নিচে উঠানো হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আর মিটিয়ে দেওয়া হয় না।"[২]

ওযূ শেষে তাহিয়্যাতুল ওযূ সালাত পড়া : 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে, অতঃপর দেহ ও মনকে পুরোপুরি মহান আল্লাহর দিকে রুজু করে দুই রাক'আত (তাহিয়্যাতুল ওযূ) সালাত আদায় করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।"[৩] আল্লাহু আকবার।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল (ﷺ) একদিন ফজরের সালাতের সময় সাহাবী বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে বললেন, "হে বেলাল! (আমি যখন মি'রাজে গেলাম তখন) জান্নাতে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি (তুমি যেন জান্নাতে হাটাহাটি করছ)। বলতো তুমি এমনকি 'আমল করেছ যা তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে এত বেশি আশাবাদি করেছে? উত্তরে বেলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি দিনে বা রাতে যখনই ওযূ বা গোসল করি তখনই তাহিয়্যাতুল ওযূর সালাত আদায় করি।"[৪]

পবিত্রতা অর্জনকারী বা ওযূ সম্পাদনকারীর প্রতিদান বা মর্যাদা :

১. ওযূর পানির ফোঁটার সাথে গুনাহ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'যখন কোনো মুসলিম বা মু'মিন বান্দা ওযূর সময় মুখমণ্ডল ধোয় তখন তার চোখ দিয়ে তার কৃত পাপরাশি পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। আর যখন সে তার দু'টি হাত ধৌত করে তখন হাত দ্বারা তার হয়ে যাওয়া গুনাহগুলো পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে ঝড়ে যায়। তারপর সে যখন তার পা দু'টি ধৌত করে তখন তার দু'পা দিয়ে করে ফেলা গুনাহখাতা পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বেরিয়ে যায়। এমনকি সে তার যাবতীয় (সগীরা) গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।"[৫]

২. নখের নিচ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায় : নবী (ﷺ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমস্ত পাপ ঝড়ে যায়, এমনকি তার নখের ভেতর থেকেও (সগীরা গুনাহ) বের হয়ে যায়।[৬]

৩. পরবর্তী সিমীত সময়ের গুনাহও ক্ষমা করে দেয়া হয় : ইবনু শিহাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে কোনো ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে, পরবর্তী সালাত আদায় করা পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে (হয়ে যাওয়া) তার সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।'[৭]

৪. পূর্বেকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর মতো (সুন্দর করে) ওযূ করে দু'রাক'আত (তাহিয়্যাতুল ওযূ) সালাত আদায় করবে এর মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা মনে আনবে না, আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের হয়ে যাওয়া সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।[৮]

৫. ওযূকারীর চেহারা থাকবে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, ওযূর কারণে তখন তাদের হাত, পা ও মুখমণ্ডল ঝকমকে উজ্জ্বল থাকবে।"[৯]

৬. বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন কাজ সম্পর্কে জানাব না, যা করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার পাপরাশি দূর করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, [হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)!] অবশ্যই আপনি তা বলুন। তখন তিনি বললেন, "অসুবিধা ও কষ্ট থাকা সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা।"[১০]

৭. ওযূ হলো উম্মত চেনার উপায় : একবার সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনার উম্মতের যে সব লোক এখনো দুনিয়াতে আসেনি (পরবর্তী জামানায় আসবে) তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? উত্তরে রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমরা বলতো

[১] *নাসায়ী; কুবরা- হা. ৯৮৩১ সহীহ; তিরমিযী- ২৪৩৩, সহীহ।*
[২] *সুনান আন্ নাসায়ী; কুবরা- হা. ১৮৩১, সনদ সহীহ।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৪।*
[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৪৯।*
[৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৪।*
[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৫।*
[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৬০, আ. প্র., হা. ১৫৬।*
[৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৬৪, আ. প্র., হা. ১৬০।*
[৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৬, সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৬।*
[১০] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫১।*

কালো ঘোড়ার পালের মধ্যে যদি কিছু সাদা কপাল ও সাদা পাওয়ালা ঘোড়া মিশে যায় তাহলে এগুলো কি তোমরা চিনে বের করে নিতে পারবে না? উত্তরে সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! তা পারব (এটাতো সহজ কাজ)। তখন নবী (ﷺ) বললেন, যারা আমার উম্মত হবে তারা তো ওযূ করবে, আর ওযূর পানির ছোঁয়া লাগা অঙ্গগুলো কিয়ামতের দিন সৌন্দর্যের ঝলকানিতে চকমক ও ঝকমক করতে থাকবে। (ফলে অতি সহজেই আমি তাদের চিনে বের করে নিতে পারব এবং) তাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করানোর জন্য আমি অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে যাব। অতএব, যে লোক পরকালে তার সৌন্দর্য বর্ষণ করতে চায় সে যেন এখনই তার ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চেষ্টা করে (অর্থাৎ- উত্তমরূপে ওযূ করে)।[১]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যারা সালাত আদায় করে না, তারা ওযূও করে না। ফলে সেদিন তাদের চেহারায় কোনো সৌন্দর্য থাকবে না; বরং পাপীদের চেহারা থাকবে কালো কুৎসিৎ। কাজেই নবীজি (ﷺ)-এর উম্মত হিসাবে দাবী করার কোনো প্রমাণ সেদিন তারা দেখাতে পারবে না –নাউজুবিল্লাহ।

৮. ওযূকারীর ঈমানের পূর্ণতা লাভ হয় : আবূ মালেক আল আশ‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।[২] অর্থাৎ- যারা ওযূ করে পবিত্র থাকে ঈমানের অর্ধাংশ তাদের এমনিতেই পূর্ণ হয়ে যায়।

৯. গুনাহের কাফফারা হয় : ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘যখন ফরয সলাতের ওয়াক্ত হয়, আর তখন কোনো মুসলিম বান্দা যদি উত্তমরূপে ওযূ করে এবং তা খুশুখুশু ও বিনয়ের সাথে করে অতঃপর রুকূ‘ করে তখন তার এ ‘আমল পূর্ববর্তী সকল (সগীরা) গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যদি এ বান্দাহ কোনো কবীরা গুনাহ না করে। আর এ ফযীলত যুগ যুগ ধরে চলমান থাকবে।’[৩]

১০. ওযূ মু’মিন বান্দার পরিচায়ক : সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘তোমরা (ভালো কাজে) অটল থাকো। অবশ্য (সকল কাজে) তা পরিপূর্ণভাবে করতে সক্ষম হবে না। তবে জেনে রাখো, সালাত হচ্ছে সর্বোত্তম ‘ইবাদত। আর কেবল মু’মিন বান্দাই ওযূকে হিফাযতে রাখে।’[৪]

১১. পবিত্রতাকারীকে আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ্‌কারীদেরকে ভালোবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকেও ভালোবাসেন।”[৫]

﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾

“আর আল্লাহ পবিত্রতা লাভকারীদের ভালোবাসেন।”[৬]

১২. ওযূ অবস্থায় ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য মালাইকারা ক্ষমা প্রার্থনা করেন : ইমাম তাবারানী ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “তোমরা শরীরকে পবিত্র রাখো। আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় (ওযূ অবস্থায়) রাত্রী যাপণ করবে, অবশ্যই একজন মালাইকা তার সাথে রাত্রীযাপণ করবে, রাত্রে যখনই সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখনই আল্লাহর সমীপে সে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, বলে, হে আল্লাহ! আপনার এ বান্দাকে ক্ষমা করুন। কেননা, সে পবিত্র অবস্থায় (ওযূ অবস্থায়) ঘুমিয়েছে।[৭] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكّٰى﴾

“স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে বয়ে চলছে নির্ঝরিণী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে তাদের এটাই পুরস্কার।”[৮]

আয়াতটিতে সুস্পষ্ট, যারা নিজেদেরকে পবিত্র করে তারাই থাকবে স্থায়ী জান্নাতে।

উপরের মর্যাদাগুলোর থেকে সুস্পষ্ট ওযূ একটি অনেক বড় ‘ইবাদত বা নেক ‘আমল। অতএব, পরিপূর্ণ ওযূর মধ্য দিয়েই এই ‘ইবাদতের বা নেক ‘আমলের মর্যাদা বা প্রতিদান পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ, এই ‘ইবাদতের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে নেক ‘আমলকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন –আল্লাহুম্মা আমীন। ☒

[১] *সহীহ মুসলিম।*
[২] *সহীহ মুসলিম।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২২৮।*
[৪] *ইমাম মালিক; আহমাদ; আদ্ দারেমী; সুনান ইবনু মাজাহ্।*
[৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২২২।*
[৬] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০৮।*
[৭] *আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- কিতাবুল নাওয়াফেল।*
[৮] *সূরা ত্ব-হা- : ৭৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

আলোকিত জীবন

উপমহাদেশের আকাশে দীপ্তিমান তারা :
শেরে আহলে হাদীস :
আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

-নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ*

‘জমঈয়তে আহলে হাদীস পাকিস্তান’-এর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন একাধারে অনলবর্ষী বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক, সংগঠক, লেখক, গবেষক, ধর্মতাত্ত্বিক ও স্পষ্টবাদী রাজনীতিবিদ। কাদিয়ানী, শী‘আ, ব্রেলভী, বাহাইয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও আগুনঝরা বক্তব্য ছিল ‘নীরব এটম-বোম’।

পাকিস্তানে আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৪৫ সালের ৩১ মে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত শিয়ালকোটের আহমদপুরা মহল্লায় এক ধার্মিক ব্যবসায়ী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশপরিক্রমা– ইহসান ইলাহী যহীর বিন যহূর ইলাহী বিন আহমাদুদ্দীন বিন নিযামুদ্দীন বিন আলতাফ।

ইহসান ইলাহী যহীর বাড়িতে দ্বীনী পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। যার ফলে পরিবারেই তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি। অতঃপর দাহারওয়াল গ্রামের এম.বি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন। তারপর উঁচী মসজিদ বাজার পানসারিয়াতে কুরআন হিফয করার জন্য তাঁকে ভর্তি করা হয়। মাত্র দেড় বছরে তিনি কুরআন হিফয শেষ করেন। তখন তার বয়স ছিল নয় বছর। হিফয সম্পন্ন করার পর তাঁকে শিয়ালকোটের ‘দারুল উলূম শিহাবিয়াহ’ মাদ্‌রাসায় ভর্তি করা হয়। এরপর শিয়ালকোট থেকে ৪০ কি. মি. দূরে গুজরানওয়ালার বিখ্যাত মাদ্‌রাসা ‘জামে‘আ ইসলামিয়া’য় ভর্তি হন। এখানে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস, পঞ্চাশের অধিকবার বুখারীর দরস প্রদানকারী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, ‘পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে হাদীস’-এর আমীর আল্লামা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর (১৮৯৭-১৯৮৫) কাছে হাদীসের দারস গ্রহণ করেন। অতঃপর জামে‘আ সালাফিইয়াহ ফয়সালাবাদ এবং ১৯৬০ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে বি.এ (অনার্স) ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ফার্সি, উর্দু, আরবী সাহিত্য, দর্শন, ইসলামিক স্টাডিজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান মোট ছয়টি বিষয়ে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন।

এরপর ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় পাকিস্তানী ছাত্র হিসেবে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এখানে তার শিক্ষক ছিলেন বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক্ব শায়খ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী, বিশ্ববিখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ আব্দুল আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায, শায়খ মুহাম্মাদ আমীন আশ-শানক্বীতী, শায়খ আব্দুল কাদের শায়বাতুল হামদ মিসরী, শায়খ আতিয়াহ মুহাম্মাদ সালিম, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শায়খ মুহাম্মাদ মুনতাসির কাত্তানী, শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, শায়খ আবূ বকর আল-জাযায়েরী, ড. মুহাম্মাদ সুলায়মান আল-আশকার প্রমুখ।

১৯৬৭ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদ থেকে গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করেন। ফাইনাল পরীক্ষায় ৯২ দশমিক ৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে ৯২টি দেশের ছাত্রদের মাঝে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তবে একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল যে, তিনি ফারেগ হওয়ার পূর্বেই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লাভ করেন।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আল্লামা যহীর ‘আল-কাদিয়ানিয়াহ : দিরাসাত ওয়া তাহলীল’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তখন কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আরব শিক্ষকদের জ্ঞান ছিল একেবারেই সীমিত। তো উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশের সময় প্রকাশক যহীরকে বলেন, যদি লেখকের পরিচয়ে ‘মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র’-এর পরিবর্তে ‘মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ’ লেখা হয়, তাহলে এ বইয়ের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে। তখন আল্লামা যহীর প্রকাশকের এই আগ্রহের কথা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল আযীয বিন ‘আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)’র নিকট বলেন। তিনি বিষয়টি ইউনিভার্সিটির গভর্নিং বডির কাছে উপস্থাপন করলে বইয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে গভর্নিং বডি তার নামের সাথে ‘মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ’ লেখার অনুমতি দেয় এবং তাকে সার্টিফিকেট প্রদান করে।

সার্টিফিকেট প্রদান করার পর আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)-কে একদিন

---

*অধ্যয়নরত, গণিত বিভাগ, সরকারি এম.এম. কলেজ, যশোর। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, চণ্ডীপুর শাখা শুব্বান, মনিরামপুর, যশোর।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

রসিকতা করে বলেছিলেন, ‘মাননীয় শায়খ! যদি আমি ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করি তাহলে এই সার্টিফিকেটের কি হবে?’ শায়খ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘যদি ইহসান ইলাহী যহীর ফেল করে তাহলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ করে দিব।’

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষে তিনি সেখানে শিক্ষকতার প্রস্তাব পান। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। ইহসান ইলাহী যহীর বলেন, ‘মদীনা থেকে পাকিস্তানে আমার ফিরে আসার উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, আমি চাইতাম স্বদেশবাসীর কাছে আমার জ্ঞান পৌঁছাবো এবং আমি জমঈয়তে আহলে-হাদীসকে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করব। আর আমার ফিরে আসার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা। কারণ পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ছিলেন ছিলেন এক অসাধারণ ও অনলবর্ষী বাগ্মী। তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তখন তার বক্তৃতায় আগুনের ফুলকি ঝরতো। তার বক্তৃতার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি তার বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। শায়খ আব্দুল আযীয আল-ক্বারী বলেন, ‘তিনি উর্দুতে প্রভাব বিস্তারকারী অসাধারণ বক্তা ছিলেন। তিনি জনগণকে আন্দোলিত করতেন।’

ড. লোকমান সালাফী বলেন, ‘তিনি কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করতেন। আর তাঁর হাতে থাকত কুরআন মাজীদ। তিনি সত্য প্রকাশ করতেন এবং নিরবচ্ছিন্ন ও অবিশ্রান্তভাবে বাতিলকে প্রতিরোধ করতেন। আর শ্রোতারা পিন-পতন নীরবতার সাথে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করতো। তারা নড়াচড়া করত না এবং বিরক্তও হত না; বরং আরো বেশিক্ষণ বক্তব্য দিতে বলতো। এভাবে তিনি এক মসজিদ থেকে আরেক মসজিদ এবং এক স্টেজ থেকে আরেক স্টেজে ছুটে বেড়াতেন। যেন তিনি তাঁর সময়ে ইসলামের সবচেয়ে বড় মুখপাত্র এবং ইসলামের দুঃসাহসী প্রতিরক্ষক। ভীরুতা ও দুর্বলতা কী জিনিস তা তিনি জানতেন না।’

লেখালেখির ক্ষেত্রে তিনি ‘মারকাযী জমঈয়তে আহলে হাদীস পাকিস্তান’-এর মুখপাত্র ‘সাপ্তাহিক আল-ই’তিসাম’ এবং পরে ‘সাপ্তাহিক আহলে হাদীস’ ও ‘আল-ইসলাম’-এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া ‘জমঈয়তে আহলে হাদীস পাকিস্তান’-এর মুখপাত্র রূপে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে ‘তর্জুমানুল হাদীস’ নামে একটি মাসিক উর্দু পত্রিকাও বের করেন। এ পত্রিকার তিনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এ পত্রিকায় তিনি কাদিয়ানী, হাদীস অস্বীকারকারী, পুঁজিবাদী বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাদর্শের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার প্রবন্ধ লিখতেন।

তিনি ছিলেন এক বিদগ্ধ গবেষক। গবেষণার ক্ষেত্রে পরিশ্রমকে মোটেই ভয় পেতেন না। ‘আল-ব্রেলভিয়া’ শীর্ষক গ্রন্থটি লেখার জন্য তিনি তিন শতাধিক বই অধ্যয়ন করেছিলেন। এক লাখ গ্রন্থ সম্বলিত তাঁর একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী ছিল। নানাবিধ কর্মব্যস্ততার মাঝে তিনি যখনই সময় পেতেন তখনই এই লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞানসমুদ্রের মণি-মাণিক্য আহরণে মশগুল হয়ে যেতেন। মাহবুব জাবেদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি যখনই অবসর পাই, তখনই সেই সময়টুকু আমার বাড়ির লাইব্রেরীতে কাটাই। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ফিরকার উপর পৃথিবীর যেকোনো বড় লাইব্রেরীর চেয়ে বেশি বই আছে। আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে হাজার হাজার বই মওজুদ রয়েছে। এগুলো সবই আমি অধ্যয়ন করেছি। আপনি এটা জেনে আশ্চর্য হবেন যে, আমি ৩/৪ ঘণ্টা ঘুমাই। সারাজীবন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ ঘণ্টার বেশি আমি কখনো ঘুমাইনি। যখন পৃথিবী ঘুমের সাগরে ডুবে থাকে, তখন আমি আমার লাইব্রেরীতে অবস্থান করি। আমি আমার বিবিধ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কাগজ-কলমের সাথে যোগসূত্র বজায় রেখে আসছি।’

কাদিয়ানী, শী‘আ, বাহাইয়া, বাবিয়া, ব্রেলভী, ইসমাঈলিয়া, সুফি প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর আক্বীদা জনসম্মুখে তুলে ধরে ইসলামের নির্মল রূপ প্রকাশ করাই তাঁর গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল।

তিনি মোট ১৮টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৪টি আরবী ভাষায় ও ৪টি উর্দু ভাষায় রচিত। সেগুলো হলো– আল-কাদিয়ানিয়াহ দিরাসাহ ওয়া তাহলীল, আশা-শী‘আ ওয়াস সুন্নাহ, আশ-শী‘আ ওয়া আহলুল বাইত, আশ-শী‘আ ওয়াল কুরআন, আল-ব্রেলভিয়া আক্বাইদ ওয়া তারীখ, আশ-শী‘আ ওয়াত তাশাইয়ু, আল-ইসমাঈলিয়াহ : তারীখ ওয়া আক্বাইদ, আল-বাবিয়া আরজ ওয়া নাক্বদ, আল-বাহাইয়া : নাক্বদ ওয়া তাহলীল, আর-রাদ্দুল কাফী আলা মুগালাতাতিদ দুকতূর আলী আব্দুল ওয়াহিদ ওয়াফি ফি কিতাবিহি বায়নাশ শী‘আ ওয়া আহলিস সুন্নাহ, দিরাসাত ফিত-তাসাউফ, আত-তাসাউফ আল-মানশাউ ওয়াল মাসাদির, সুকূতে ঢাকা (উর্দু), কুফ্র ওয়া ইসলাম (উর্দু), সফরে হিজায (উর্দু), ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ‘কিতাবুল অসীলা’-এর অনুবাদ (উর্দু), আন-নাসরানিয়াহ (অপ্রকাশিত), আত-তুরুকুল মাশহুরাহ ফি শিবহিল কার্রাহ আল-হিন্দিয়া (অপ্রকাশিত)।

১৯৮৩ সালে আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ‘জমঈয়তে আহলে হাদীস পাকিস্তান’-এর সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। তখন পাকিস্তানে জমঈয়তের শাখা ছিল

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

৭৫০টি। জমঈয়তের সদস্য সংখ্যা ছিল ১ কোটি। জমঈয়তের অধীনে পাঁচ হাজার বিশিষ্ট আলেম ছিল।

জমঈয়তের সেক্রেটারির পদ গ্রহণের পর তিনি ঘুমন্ত আহলে হাদীস সমাজকে জাগানোর চেষ্টা করতে থাকেন। ড. 'আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয ইয়াহ্ইয়া বলেন, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে সময় তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী যতটুকু করতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের আহলে হাদীস এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে তাদের সালাফী ভাইদের জন্য তার একটা কার্যকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল'।

জমঈয়তের জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। পাকিস্তান ও বহির্বিশ্বে জমঈয়তের পরিচিতি বৃদ্ধিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইহসান ইলাহী যহীরের গতিশীল নেতৃত্বে পাকিস্তানে আহলে হাদীসদের মাঝে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। উল্লেখ্য, আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রাহিমাহুল্লাহ) ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস'এর আমন্ত্রণে ঢাকায় জমঈয়ত কনফারেন্সে এসেছিলেন। উপস্থিত জনতাকে সামনে রেখে, দিয়েছিলেন এক ঐতিহাসিক অগ্নিঝরা ভাষণ। সে ভাষণ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আপলোড দেয়া আছে। তখন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর সভাপতি ছিলেন আল্লামা ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লাহ)।

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর কাদিয়ানী, শী'আ, ব্রেলভী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলোর বিরুদ্ধে দলিলভিত্তিক বইপত্র লিখে ও অগ্নিঝরা বক্তৃতা প্রদান করে তাদের স্বরূপ বিশ্ববাসীর কাছে উন্মোচন করেছিলেন। সে কারণে তারা তাঁর ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল। তারা তাঁকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে একাধিকবার প্রাণ নাশের হুমকি দিয়েছিল। ইরানী বিপ্লবের শী'আ নেতা খোমেনী ঘোষণা করেছিলেন, 'যে ব্যক্তি ইহসান ইলাহী যহীরের মাথা কেটে আনতে পারবে তাকে ২ লাখ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।'

কিন্তু তিনি এক মহান আল্লাহকে ছাড়া কাউকেই ভয় করতেন না। তিনি বলতেন, 'আল্লাহর কসম, আমি আমার জীবন এই রাফেজী (শী'আ)-দের মুখোশ উন্মোচন করতে নিবেদিত হয়েছি।'

১৯৮৭ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে 'আহলে হাদীস ইয়থ ফোর্স' লসমনসিং এলাকার উদ্যোগে এক বিরাট ইসলামী জলসায় আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর তদানীন্তন পাকিস্তানের দুর্দশা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। বক্তৃতা চলছে, ২০/২২ মিনিট বক্তৃতা করেছেন, ঠিক তখনই হঠাৎ স্টেজে একটি শক্তিশালী টাইম-বোমা বিস্ফোরিত হয়। ৯ জন ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়েছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন ১১৪ জন। আহত ও নিহতদের রক্তে ময়দান রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। নিহতদের মধ্যে ছিলেন 'জমঈয়তে আহলে হাদীস পাকিস্তান'-এর তৎকালীন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা হাবীবুর রহমান ইয়াযদানী, মাওলানা আব্দুল খালেক কুদ্দুসী, 'আহলে হাদীস ইয়থ ফোর্স' প্রধান মাওলানা মুহাম্মাদ খান নাজীব, মাওলানা মুহাম্মাদ শফীক খান, জলসার সভাপতি ইহসানুল হক, রানা জুবায়ের, মুহাম্মাদ আসলাম, মুহাম্মাদ আলম, আব্দুস সালাম প্রমুখ।

বোমা বিস্ফোরণের পর আল্লামা যহীর ২০-৩০ মিটার দূরে ছিটকে পড়েন। কিন্তু তখনও তিনি জ্ঞান হারাননি। তাঁকে মারাত্মক আহত অবস্থায় লাহোরের কেন্দ্রীয় মিউঃ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখানে পাঁচদিন নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসাধীন থাকেন। তাঁর আহত হওয়ার খবর জানতে পেরে শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বাদশাহ ফাহাদকে সঊদীতে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। ২৯ মার্চ ভোর পৌনে পাঁচটার সময় সঊদী এয়ারলাইন্স যোগে তাঁকে সঊদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তান ত্যাগের পূর্বে বিমানবন্দরে আল্লামা যহীর বলেছিলেন, 'সঊদীতে চিকিৎসা নেয়ার পর আরো জোরেশোরে ইসলামের খেদমত করব'।

সঊদীতে তাঁকে রিয়াদের বাদশাহ ফয়সাল সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর ফয়সালাই তো চূড়ান্ত ফয়সালা। পরদিন ৩০ মার্চ (১৯৮৭) ভোর রাত ৪টার সময় মাত্র ৪২ বছর বয়সে আল্লামা যহীর ইন্তেকাল করেন।

রিয়াদের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ 'আল-জামেউল কাবীর'-এ শায়খ বিন বাযের ইমামতিতে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় বিপুলসংখ্যক মুসল্লী অংশগ্রহণ করেন।

রিয়াদে জানাযা শেষে সামরিক বিমানযোগে তাঁর লাশ ঐদিন বিকাল পৌনে চারটার দিকে মদীনা বিমানবন্দরে পৌঁছে। সেখান থেকে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হয়। মসজিদে নববীর ইমাম শায়খ 'আব্দুল্লাহ আয-যাহিমের ইমামতিতে মসজিদে নববীতে তাঁর দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে তাঁকে যেখানে শুয়ে আছে রাসূল (ﷺ)-এর অসংখ্য সাহাবী, সেই মদীনার 'বাক্বী' কবরস্থানে, সেই সব সাহাবীদের পাশে দাফন করা হয়।

আল্লাহ আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রাহিমাহুল্লাহ)'র খেদমতগুলোকে কবুল করে নিয়ে তাকে জান্নাতের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করুন। আমাদেরকে তার মতো একজন বিচক্ষণ নেতা দান করুন –আমীন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

ক্বাসাসুল হাদীস

রাসূল (ﷺ)-এর প্রথম বক্ষ বিদারণ

-আবু তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূল (ﷺ)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া অন্যতম অলৌকিক ঘটনা তাঁর বক্ষ বিদারণ। মহান আল্লাহর আদেশে ফেরেশ্‌তারা নবীজির বুক চিরে অলৌকিক শক্তির প্রতিস্থাপন করেন। এই ঘটনাকে আরবিতে সাক্কুস-সাদরি তথা বক্ষ বিদারণ বলে। দু'বার রাসূল (ﷺ)-এর বক্ষবিদারণের ঘটনা ঘটে। যথা-

(১) দুধমা হালীমার নিকটে ৪ বা ৫ বছর বয়সে।[৮৩]

(২) হিজরতের পূর্বে মি'রাজে গমনকালে।[৮৪]

এছাড়া আরো কিছু বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোর সূত্র দুর্বল।[৮৫]

'উত্‌বাহ্ ইবনু আব্দুস সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবী ছিলেন, তিনি তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার (জীবনের) প্রাথমিক অবস্থা কেমন ছিল? তিনি বললেন, বানী সা'দ ইবনু বাক্‌র গোত্রে এক মহিলা ধাত্রী (দুধ মাতা হালিমা) আমাকে প্রতিপালন করেছেন। (তাঁর নিকট থাকা অবস্থায় একদা) আমি ও তার (দুধ মাতার) ছেলে মেষ চরাতে গেলাম কিন্তু আমাদের সাথে কোনো খাদ্য ও পানীয় নিলাম না। তাই আমি বললাম, হে আমার (দুধ) ভাই! যাও, আমাদের মায়ের নিকট থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসো। ভাই চলে গেলে আমি মেষপালের নিকট থেকে গেলাম। তখন শকুনের মত সাদা রঙের দু'টি পাখি (সদৃশ ফেরেশ্‌তা) আমার নিকট উপস্থিত হলো। তাদের একজন অপরজনকে বলল, ইনিই কি তিনি? অপরজন বলল : হ্যাঁ। তারা দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে ধরে চিত করে শুইয়ে দিলো। তারপর আমার পেট চিরে ফেলে আমার 'কলব' বের করে সেটিও চিরে ফেলল। সেখান থেকে কালো রঙের দু'টি রক্তপিণ্ড বের করে ফেলল। এরপর তাদের একজন তার সাথীকে বলল, বরফের পানি নিয়ে আস। অতঃপর সে পানি দিয়ে আমার ভেতরটা ধুয়ে দিলো। এরপর বলল, এবার তুষার (শীতল) পানি নিয়ে এসো। আর তা দ্বারা সে আমার কলবকে ধুয়ে দিলো। তারপর বলল, 'সাকিনাহ' (মানসিক দৃঢ়তা) নিয়ে এসো। এরপর সে তা আমার কলবের ভিতরে ছড়িয়ে দিলো। তারপর একজন অপরজনকে বলল, সমান করে সেলাই করে দাও, ফলে সে সমান করে সেলাই করে দিলো। তারপর তার উপর নবুওয়াতের মোহর দিয়ে সিলগালা করে দিলো। তারপর একজন অপরজনকে বলল, তাঁকে এক পাল্লায় রাখো এবং তাঁর উম্মাতের এক হাজার লোককে আরেক পাল্লায় রাখো।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ফলে আমি যখন আমার উপরের দিকে উঠে যাওয়া পাল্লার হাজার লোকের দিকে তাকালাম, তখন আমার ভয় হচ্ছিল যে, তাদের কেউ আবার আমার উপরে পড়ে যায় কি-না।' তারপর সে বলল, যদি তাঁর সকল উম্মতকেও তাঁর সাথে ওজন করা হয়, তবুও তাঁর পাল্লা ঝুঁকে যাবে।' তারপর তারা দু'জন আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তখন আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর আমার (দুধ) মা'র নিকট এসে আমি যে ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলাম, তা সব খুলে বললাম। তিনি আশঙ্কা করলেন যে, আমাকে নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি বললেন, আমি তোমার জন্য মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর তিনি তার উষ্ট্রীতে সাওয়ার হলেন এবং আমাকেও তুলে নিয়ে আমার পিছনে বসে যাত্রা করলেন। এভাবে সোজা আমার মায়ের নিকট পৌঁছে গেলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি আমার আমানত ও জিম্মা আদায় করেছি। এবং আমাকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘটেছে তিনি তাকে সব খুলে বললেন। কিন্তু তিনি এতে ভয় পেলেন না; বরং তিনি বললেন, তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আমি এমন একটি নূর দেখেছি, যাতে শামের (সিরিয়া অঞ্চল) রাজপ্রাসাদও আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।[৮৬] ☒

[৮৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৬২।*

[৮৪] *বুখারী; সহীহ মুসলিম; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫৮৬৪।*

[৮৫] *সীরাহ নববিইয়াহ সহীহাহ্- আকরাম যিয়া 'উমরী, ১/১০৩।*

[৮৬] *সুনানে আদ্ দারিমী- হা. ১৩; আল মুস্তাদরাক হাকিম- হা. ৪২৩০; মুজামুল কাবীর- তাবারানী, হা. ৩২২, সহীহ।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া : সত্য-মিথ্যার ফয়সালা

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্র: ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : আমাদের মাঝে একটি কথা প্রচলিত যে “রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া ছিল না।” অবশ্য এ কথার পিছনে একটি জাল হাদীস বিদ্যমান। তা হলো–

لم يكن يري له ظل في شمس ولا قمر.

যাকওয়ান থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, সূর্য ও চাঁদের আলোতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া দেখা যেত না।[৮৭]

এ বর্ণনাটি জাল ও ভিত্তিহীন। কেননা, প্রথমত এ হাদীসের সূত্রে রয়েছে ‘আব্দুর রহমান ইবনু ক্বাইস যাফরানী, যার সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের কঠোর মন্তব্য রয়েছে। বিজ্ঞ রিজালশাস্ত্রবিদ আব্দুর রহমান বিন মাহদী এবং ইমাম আবূ আবূ যরআ (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ ‘আলী সালেহ ইবনু (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তথা ‘আব্দুর রহমান বিন কাইস যাফরানী হাদীস জাল করতো।

এছাড়াও তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ প্রখ্যাত ইমামদের কঠোর উক্তি রয়েছে।[৮৮]

অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾

“তারা কি আল্লাহর সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সাজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে।”[৮৯]

আল কুরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে–

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾

“আল্লাহকে সাজদাহ্ করে যা কিছু নভোমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়।”[৯০]

[৮৭] *খাসায়েলুল কুবরা- ১/১২২।*
[৮৮] *তারীখে বাগদাদ- ১০/২৫১-২৫২; মিযানুল ই‘তিদাল- ২/৫৮৩; তাহযীবুত তাহযীব- ৬/২৫৮।*
[৮৯] *সূরা আন্ নাহ্ল : ৪৮।*
[৯০] *সূরা আর্ রা‘দ : ১৫।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া ছিল কি-না এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য স্বয়ং নবী (ﷺ) কিংবা তাঁর নিকটতম সাহাবায়ে কিরামদের নিকটেই ছিল। এখন আমরা এ বিষয়ে জানব নবী (ﷺ) ও প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর সাহাবীগণের নিকট থেকে।

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক সফরে ছিলেন। সাথে ছিলেন সাফিয়্যাহ ও যায়নব। সাফিয়্যাহ নিজের উট হারিয়ে ফেলেন। যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র কাছে ছিল অতিরিক্ত উট। তাই নবী (ﷺ) যায়নবকে বলেন, সাফিয়্যার উট নিখোঁজ হয়ে গেছে। যদি তুমি তাকে তোমার একটি উট দিয়ে সাহায্য করতে তো ভালো হত। উত্তরে যয়নব বলেন, হুঁম! আমি ঐ ইহুদীর মেয়েকে উট দেব? (অর্থাৎ- তিনি দিতে অস্বীকার করেন এবং সাফিয়্যাহকে ইহুদীর সন্তান বলে কটূক্তি করেন, কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদী ছিলেন)। এ কটূক্তির কারণে নবী (ﷺ) যায়নবের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেন। যিলহাজ্জ এবং মুহার্‌রম দুই কিংবা তিন মাস ধরে তার সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে বিরত থাকেন। যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। এমনকি শয়নের খাটও সরিয়ে ফেলি। এমনি এক সময় দিনের শেষার্ধে, নিজেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়ার মধ্যে পাই। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন।[৯১]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আগমন থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। (এমতাবস্থায়) রবীউল আওয়ালে তার নিকট যান। ঘরে প্রবেশের প্রক্কালে যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ছায়া দেখতে পান এবং বলেন, এতো কোনো পুরুষ মানুষের ছায়া বলে মনে হয়, (অথচ) তিনি তো আমার কাছে আসেন না। তাহলে এ ব্যক্তি কে? ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রবেশ করেন।[৯২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ (ﷺ) يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةً إِذْ مَدَّ يَدَهُ، ثُمَّ أَخَّرَهَا، فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْنَاكَ

[৯১] *আহমদ- ৬/১৬৪-১৮২; আত্ ত্বাবাকাত আল কুবরা, ৮/১০০।*
[৯২] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৬৮৬৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

صَنَعْتَ فِيْ هَذِهِ الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فِيْمَا قَبْلَهُ، قَالَ : أَجَلْ إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيْهَا دَالِيَةً قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيْئًا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنِ اسْتَأْخِرْ فَاسْتَأْخَرْتُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ حَتّٰى رَأَيْتُ ظِلِّيْ وَظِلَّكُمْ فِيْهَا.

সাহাবী আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, কোনো এক রাতে রাসূল (ﷺ) সালাতে ইমামতি করছিলেন। (এমতাবস্থায়) তিনি সহসা সামনের দিকে হাত বাড়ান এরপর তা আবার পেছনের দিকে টেনে নেন। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ), এ সালাতে আপনাকে এমন কাজ করতে দেখেছি যা ইতিপূর্ব কখনো করেননি? তিনি (ﷺ) বলেন, হ্যাঁ! আমার কাছে জান্নাত উপস্থিত করা হয়েছিল। তাতে বিশাল বৃক্ষরাজি দেখতে পেলাম যেগুলোর ছড়া ঝুঁকানো ছিল। তা থেকে কিছু নিতে চাইলে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, আপনি পেছনে সরে দাঁড়ান। আমি সরে দাঁড়ালাম। তারপর আমার নিকট জাহান্নাম উপস্থিত করা হলো, যার আলোতে আমি আমার এবং তোমাদের ছায়া পর্যন্ত দেখেছি।[৯৩]

উল্লেখ্য যে, সহীহ ইবনু খুজাইমাহ্ কিতাবের সংকলক ইমামুল আয়িম্মাহ আবূ বকুর মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুজাইমাহ্ আস-সালামী আন্ নিসাপুরী আশ্ শাফে‘য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) (২২৩-৩১১ হিজরী)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি যখন তাঁর সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল তখন জাহান্নামের আগুনের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল; ফলে তখন নবী (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের ছায়া পেছন দিকেই সরে গিয়েছিল। আর এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, নবী (ﷺ) সালাতরত অবস্থায় সম্মুখ থেকে পেছনের ছায়া কীভাবে দেখেছিলেন?

তিনি অত্যন্ত সাবলিলভাবে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতরত অবস্থায় সম্মুখ থেকে পেছনে দেখারও ক্ষমতা রাখেন, যা ছিল তাঁর অন্যতম মু‘যিজাহ্। এর পক্ষে সুস্পষ্ট দলিল–

«إِنِّيْ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ».

নিশ্চয় আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না। আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না।[৯৪]

[৯৩] হাকীম- ৫/৬৪৮, মা.শা., ৮৪০৮; ইবনু খুজাইমাহ্- ২/৫০।
[৯৪] সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১৯০।

«وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَى مِنْ خَلْفِيْ كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ».

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি পেছনেও তেমনই দেখতে পাই, যেমনভাবে আশে পাশে দেখতে পাই।[৯৫]

আরো বর্ণিত হয়েছে–

ويئست منه فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت إن هذا لظل رجل وما يدخل علي النبي (ﷺ) فمن هذا فدخل النبي (ﷺ).

শাইখ ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো ছায়া ছিল না বলে যে সব কথা বলা হয় তা সর্বৈব মিথ্যা এবং বানোয়াট।[৯৬]

উল্লেখ্য যে, “রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া ছিল না” এ বিশ্বাস কেবল ঐ সকল ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ্ পোষণকারীদের– যারা বলেন, নবী (ﷺ) নূরের তৈরি, আর নূর বা আলোর কোনো ছায়া হয় না।

প্রকৃত সত্য হলো– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বমহান সৃষ্টি। কিন্তু তিনিও পিতৃ ঔরশে ও মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করা জৈবিক চাহিদাসম্পন্ন রক্ত-মাংশের মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

“আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ… ।”[৯৭]

এছাড়া সত্যিই যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া না থাকতো, তবে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও আশ্চর্যজনক বিষয় হিসেবে গণ্য হত আর অনেক সাহাবীই এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনা করতেন। অথচ এ সম্পর্কিত কোনো হাদীস নেই; বরং তাঁর ছায়া আছে মর্মে একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অতএব যৌক্তিক বিচারে এ কথা ধোপে টিকে না যে, “রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ছায়া ছিল না।” আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ্-বিশ্বাস পরিহার সঠিক উপলব্ধিবোধ দান করুন –আমীন। ☒

[৯৫] মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮১১/২২।
[৯৬] আল কাউলুল মুফীদ- ১/৬৮।
[৯৭] সূরা আল কাহ্ফ : ১১০; সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্ : ৬।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

বিশেষ প্রতিবেদন

আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের কৌশল : কিছু প্রস্তাবনা

–ড. এ. বি. এম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

বাংলাদেশের দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। **১.** সাধারণ শিক্ষা ও **২.** মাদ্‌রাসা শিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষাধারা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই সরকারি অনুদানে তথা এমপিও (monthly payment order)-তে পরিচালিত। আর কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা আবার দু'টি ধারায় প্রচলিত–

১. কাওমি ধারা তথা দরছে নিজামিয়া পদ্ধতি : এ ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ জনগণের অনুদানের অর্থে পরিচালিত হয়।

২. আলিয়া শিক্ষা ধারা : এ ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারি আর্থিক অনুদানে তথা এমপিও (monthly payment order)-তে পরিচালিত হয়। তবে সরকারি নয়।

এ দু'ধরনের শিক্ষা ধারায় সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সরকারের আনুকূল্য তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ না থাকার কারণে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেমন রাশভাবে কমছে তেমনি তাদের ক্লাসে অনুপস্থিতি আরো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ মুহূর্তে মাদ্‌রাসাগুলো নিয়ে দেশবাসী সরকার যদি ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা না করে তাহলে অচিরেই নিউ স্কিম মাদ্‌রাসার মতো এসব মাদ্‌রাসা সরকার কর্তৃক বন্ধ করতে হবে না। আপনা আপনি ধর্মীয় শিক্ষার উদারনীতির প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তাই মাদ্‌রাসাগুলোকে বাঁচাতে মাদ্‌রাসায় শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করনে আমার পক্ষ থেকে নিম্নের প্রস্তাবনাগুলো রাখছি।

প্রস্তাবনা

১. সরকার কর্তৃক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ–

ক. স্তরভিত্তিক মাদ্‌রাসা আলাদা করা : মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইবতেদায়ী থেকে কামিল পর্যন্ত একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে। যার কারণে তারা কুয়োর ব্যাঙের মতো একই জায়গায় অবস্থান করে। এ কারণে দেশ জাতি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা আসে না। একটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি কামিল মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীর জ্ঞান একজন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী সমান হতে বাধ্য। কারণ ইবতেদায়ী থেকে কামিল পর্যন্ত একটি প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার কারণে তাদের মধ্যে পরিবেশ আচরণ গত তেমন কোনো পরিবর্তন আসে না। এজন্য সাধারণ শিক্ষা প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এর মতো ইবতেদায়ী দাখিল আলিম ফাজিল এবং কামিলকে স্তর অনুযায়ী আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত করা।

খ. ফিডার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা : উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সাপ্লাইয়ের জন্য নিম্নতর প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন দাখিল মাদ্‌রাসাগুলোর জন্য ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা আলেম মাদ্‌রাসার জন্য দাখিল মাদ্‌রাসা ফাজিল কামিল মাদ্‌রাসার জন্য আলিম মাদ্‌রাসাগুলোকে শক্তিশালী করা।

শক্তিশালী করতে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যথা-

ক. সকল ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা সরকারি করন।

খ. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে দাখিল আলিম বালক ও মহিলা মাদ্‌রাসা এবং প্রতিটি জেলায় একটা করে কামিল মাদ্‌রাসা আপাতত সরকারি করা।

গ. মাদ্‌রাসার সকল স্তরের শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা।

ঘ. মাদ্‌রাসার প্রধানদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া।

গ. ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসায় নূরানী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

ঘ. সকল স্তরে শিক্ষা অবৈতনিক করা।

ঙ. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ ফ্রিতে সরবরাহ করণ।

চ. সকল শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির ব্যবস্থা করণ।

ছ. শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী করতে কম্পিউটার ভোকেশনাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

জ. আরবি ভাষা রপ্ত করার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা।

ঝ. ফাজিল কামিল মাদ্‌রাসাগুলোতে আবাসিক হল নির্মাণ করা।

ঞ. মধ্যপ্রাচ্যের সাথে চুক্তি করে মাদ্‌রাসার ছাত্রদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরীর ব্যবস্থা করা।

ট. মাদ্‌রাসা শিক্ষিতদেরকে দেশের সেবক হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া।

*প্রফেসর, গ্রেড- ১, আল কুরআন বিভাগ, ইসলামী ইউনিভার্সিটি, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

৩. অধ্যক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ :

ক. অধ্যক্ষ কর্তৃক সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়ে মনিটরিং সেল গঠন করা।

খ. সকল ক্লাসে শিক্ষকদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করণ করা।

গ. শিক্ষকদের ক্লাস প্রস্তুত করে প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা।

ঘ. শিক্ষার্থীর হাজিরা নিশ্চিত করা।

৪. হাজিরা নিশ্চিত করতে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা :

ক. হাজিরার জন্য নির্ধারিত নাম্বার থাকা।

খ. শতভাগ উপস্থিত থাকা শিক্ষার্থীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

গ. ফলাফল প্রদানের সময় অভিভাবক সমাবেশ করা।

ঘ. সপ্তাহের নিয়মিত অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের তালিকা করা। এভাবে মাসিক রিপোর্ট তৈরি করা।

ঙ. প্রতিটি শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইলে মাসিক রিপোর্ট প্রদান করা।

চ. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জরিমানা নির্ধারণ করা।

ছ. বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অন্তত ২০ নাম্বার শিক্ষকদের হাতে থাকা।

ছ. সপ্তাহে অন্ততত একটি করে টিউটোরিয়াল/পরীক্ষা গ্রহণ করা।

জ. অন্তত ২৫% অনুপস্থিত থাকলে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এ ধরনের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া।

ঝ. নকলমুক্ত রাখতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলোতে পরিদর্শনে কড়াকড়ি আরোপ করা।

ঞ. মাদ্‌রাসার অভ্যন্তরীণ এবং কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল-এর ভিত্তিতে অন্তত ১০ জনকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

ট. এতিম, দুস্থ, গরিব শিক্ষার্থীদের ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

ঠ. শিক্ষার্থীরা অলস না হয়ে কর্মমুখী হবে এজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা।

এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অন্তত ২০-৩০% শিক্ষার্থী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে।

(১৬.০৭.২০২৫, বুধবার, রাত ০৯.০০টা। এম.ফিল-পিএইচ.ডি ডিগ্রিধারী মাদ্‌রাসা শিক্ষক ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত "আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের কৌশল অনলাইন শীর্ষক জাতীয় সেমিনার"-এর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থাপিত আমার বক্তব্যের আলোকে লিখিত)

সালাতুল লাইল আদায়ে সহজ উপায়

[১২ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

ক্বায়লুলাহ করার অন্যতম একটি কারণ হলো রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের সহজ করে।

একজন তাহাজ্জুদ নামায আদায়কারীর জন্য সুন্নাত হলো দুপুরে একটু বিশ্রাম নেয়া। কারণ যত বেশি দ্বীপ্রহরের ঘুম ভালো হবে ব্যক্তি রাত জেগে 'ইবাদত বন্দেগী করতে তত বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

১০. যাবতীয় পাপ ও অবাধ্যতাকে পরিত্যাগ করা : যাবতীয় অবাধ্যতা এবং পাপ বর্জন না করা পর্যন্ত বান্দা মহান আল্লাহর নিকটে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। পাপ ও অবাধ্যতা বর্জন করার মাধ্যমে বান্দা যাবতীয় কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং সে তাঁর যাবতীয় কল্যানের দরজা উন্মুক্ত করতে পারবে। সেই সাথে মহান আল্লাহর কাছাকাছি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এজন্য পাপ বর্জন এবং যাবতীয় অবাধ্যতা বর্জন একজন বান্দার জন্য খুবই জরুরি।

ইমাম হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : হে আদম সন্তান! যাবতীয় ভুল তথা পাপ ছেড়ে দাও। তোমার জন্য অধিক সহজ হবে তাওবাহ্ করার।

মুহাম্মদ ইবনু কা'ব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি যে সকল প্রকার পাপকে বর্জন করে।

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু) বলেন : যখন বান্দা কোনো পাপ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে। এমনকি এই কালো দাগ তাঁর গোটা শরীরে ছড়িয়ে যায়। এজন্য সালাফগণ বলেন : অবাধ্যতা, পাপ হলো কুফ্রীর পোস্ট অফিস।[৭৮]

পরিশেষে বলতে চাই– সত্যিকার অর্থে সালাতুল লাইল বান্দার সম্মান, মর্যাদার একমাত্র বড় হাতিয়ার। কেউ যদি চায় তাঁর পাপ ক্ষমা করতে এবং দুনিয়ার সফলতা তাহলে তাঁর জন্য এটাই সবচেয়ে বড় গোপন চিকিৎসা। নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি– যে এই নামায আদায়ে অভ্যস্ত হবে আল্লাহ তাঁর মান সম্মান মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তাঁর পাপের খাতাও কালিমা দূর হবে ইন্ শা-আল্লাহ। কেননা এটা যুগের পর যুগ ধরে আসা সৎ লোকদের 'আমল। কেননা ঐ ব্যক্তি হতভাগা যে রাতে কিয়ামুল্লাইল আদায় করতে পারে না অথচ সে সুস্থ আবার পাপের দাগো আছে। তাই তাহাজ্জুদের নামায হোক আমাদের জীবন গড়ার অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তাওফীক্ব দান করুক –আমীন। ☒

---

[৭৮] *আল-জাওয়াযের আন্ ইকতিরাফিল কাবায়ের- আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজার আল মাক্কী, ১২৮ পৃ.।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

ফিলিস্তিন সংকট ও মুসলিম বিশ্ব

-আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

ফিলিস্তিন সংকট মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এটি শুধু ভূখণ্ডের দখলদারিত্বের বিষয় নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল-আকসা মসজিদ, যা মুসলমানদের মক্কা ও মদিনার পর তৃতীয় পবিত্র স্থান, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত হওয়ায় এই সংকট মুসলিম বিশ্বের কাছে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

ফিলিস্তিন সংকটে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান : ঐতিহাসিকভাবে, মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে এবং ইস্রা-ঈলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে সমর্থন করে। প্রায় মুসলিম ও অমুসলিম দেশ ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি এবং তাদের সাথে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখেনি। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বলিষ্ঠ অবস্থান নিয়েছে। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের প্রথম শাসন পিছন থেকে ইতিহাস টেনে আনতে হবে।

ব্রোঞ্জ যুগ : ফিলিস্তিন অঞ্চলে হিব্রুদের আগমন হয় ব্রোঞ্জ যুগে। এর আগেও প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে একটা যুগ আছে তা এতটা গুরুত্বপূর্ণ না। মূল ইতিহাস হিব্রুদের থেকেই শুরু হয়। তাদের আদিবাস ছিল আরব উপদ্বীপের মরুভূমিতে। বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীরা হচ্ছে হিব্রুদের বংশধর। ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইব্রা-হীম (আলায়হিস সালাম) (আব্রাহাম) নেতৃত্বে এরা উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় বসতি গড়ে তোলে। ইব্রা-হীম (আলায়হিস সালাম) পরে হিব্রুদের নেতা হন ইব্রা-হীম (আলায়হিস সালাম)-এর নাতি ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) (যাকোব)। ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) হিব্রুদের ফিলিস্তিন অঞ্চলে নিয়ে আসেন এবং গড়ে তোলেন নতুন বসতি। ১৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে ফিলিস্তিনে ও আশপাশ এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) ও তার সন্তান-সন্ততি নিয়ে তার পুত্র ইউসুফ (আলায়হিস সালাম)-এর নির্দেশে মিশর চলে যান। এর কয়েক শত বছর পর ইয়াকুব তথা, ইস্রা-ঈলের বংশধরেরা মিশরের সম্রাট ফারাওদের গোলাম হয়ে যান ও নির্যাতিত দাসে পরিণত। কেননা, মিশরের সম্রাটগণ জেনেগেছিলেন তাদের ক্ষমতাহীন করার একমাত্র জাতি এই ইস্রা-ঈলীরা। অনেক বছর পর হিব্রুদের তথা, ইস্রা-ঈলদের নতুন নবী (নেতা) মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর আগমন ঘটে। তিনি ১৩০০-১২৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসের (ফেরাউন) শাসন থেকে হিব্রুদের মুক্ত করেন এবং নিয়ে আসেন সিনাই উপদ্বীপে।

ইস্রা-ঈল রাজ্য ও যিহূদা রাজ্য : সিনাই উপদ্বীপে স্থানান্তরিত হওয়ার পর বানী ইস্রা-ঈলীরা প্রথমে কেনান অঞ্চলের অধিবাসী, পরে পলেষ্টীয় নামের এক যোদ্ধাজাতি হিব্রুদের আক্রমণ করে এবং দেশছাড়া করে দেয়। সবশেষে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে হিব্রু নেতা দায়ূদ বা দাউদ (আলায়হিস সালাম) আবার বানী ইস্রা-ঈলদেরকে সংগঠিত করেন। তিনি জেরুজালেম নগরী গড়ে তোলেন এবং অন্য ফিলিস্তিনিদের সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। এরপর লেভান্ত অঞ্চলে বানী ইস্রা-ঈলদের নিয়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠে, যা ইস্রা-ঈল ও যিহূদা যুক্তরাজ্য নামে পরিচিত। দাউদ (আলায়হিস সালাম) পুত্র সুলায়মান (শলোমন) এই রাজ্যটিকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করেন। ৯৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে এটি দ্বিবিভক্ত হয়ে ইস্রা-ঈল রাজ্য ও যিহূদা রাজ্য নামে দু'টি আলাদা রাজ্য গড়ে তোলে।

নব্য-অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য : ৭০০-৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝে ফিলিস্তিন নব্য-অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অ্যাসিরীয়ার সম্রাট নেবুচাদনেজার জেরুজালেমে ব্যপক হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং বহু বানী ইস্রা-ঈলদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে ব্যাবিলনে (ইরাক) নিয়ে যায় এবং ৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত তাদের আটকে রাখেন। ইতিহাসে এই ঘটনাটি "ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা" নামে পরিচিত।

পারস্যের শাসনামল : ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে পারস্যের হাখমানেশি সাম্রাজ্যের সম্রাট মহান কুরুশ অ্যাসিরীয়দের পরাজিত করে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল জয় করেন। তিনি "ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা" থেকে বানী ইস্রা-ঈলদেরকে মুক্ত করেন ও ফিলিস্তিন অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি

* *অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

দেন। বানী ইস্রা-ঈলরা এসময় হাখমানেশি সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেই স্বাধীনভাবে ফিলিস্তিন শাসন করতো। এ সময় পারসীয়দের সংস্পর্শে এসে হিব্রু তথা, ইস্রা-ঈলী সংস্কৃতিতে বড় রকমের পরিবর্তন আসে।

রোমান শাসনামল : খ্রিষ্টপূর্ব ৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রোমান জেনারেল পম্পে সিরিয়া জয় করেন এবং জেরুসালেমে হাসমোনীয় গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন, দ্বিতীয় হিরকানাসকে প্রধান পুরোহিত হিসাবে পুনঃস্থাপন করেন ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে রোমান সামন্ত রাজ্যতে পরিণত করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধের সময় দ্বিতীয় হিরকানাস প্রেরিত ৩,০০০ জন ইহুদি সেনা জুলিয়াস সিজার ও তাঁর পরামর্শদাতা ক্লিওপেট্রার প্রাণ হরণ করে এবং অ্যান্টিপেটারের নির্দেশে, যার বংশধর সিজারকে যিহূদিয়া বা প্রাচীন ফিলিস্তিনের রাজা করেন।

ইহুদি বিদ্রোহ : রোমান শাসনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বড় ইহুদি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহগুলো হলো–

প্রথম ইহুদি-রোমান যুদ্ধ (৬৬-৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) : এই বিদ্রোহের ফলে ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা জেরুজালেম দখল করে এবং দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস করে দেয়, যা ইহুদি ধর্মের একটি পবিত্রতম স্থান ছিল। হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয় বা দাসত্বে বিক্রি করা হয়।

বার কোখবা বিদ্রোহ (১৩২-১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ) : এই বিদ্রোহও রোমানদের দ্বারা কঠোরভাবে দমন করা হয়। এই বিদ্রোহের পর রোমান সম্রাট হাড্রিয়ান জেরুজালেমের নাম পরিবর্তন করে "আইলিয়া ক্যাপিটোলিনা" রাখেন এবং ইহুদিদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। এর ফলে ইহুদিদের মধ্যে ব্যাপক বিতাড়ন ঘটে এবং তারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, যা "ডায়াস্পোরা" নামে পরিচিত।

মুসলিমদের বিজয় ও শাসন–

ইসলামের উত্থান ও বিস্তার : ৭ম শতাব্দীর প্রথম দিকে আরব উপদ্বীপে ইসলামের উত্থান ঘটে। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মৃত্যুর পর, তাঁর উত্তরসূরি খলিফারা দ্রুত আরব উপদ্বীপের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করেন।

জেরুজালেম বিজয় : ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় খলিফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাসনামলে মুসলিমরা জেরুজালেম জয় করেন। তিনি সেখানকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেন। মুসলিম শাসনের অধীনে জেরুজালেম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে কুব্বাতুস সাখরা (ডোম অফ দ্য রক) এবং আল-আকসা মসজিদ নির্মিত হয়।

মুসলিম খিলাফত : রাশিদুন খিলাফত (৬৩২-৬৬১), উমাইয়া খিলাফত (৬৬১-৭৫০) এবং 'আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮) সহ বিভিন্ন মুসলিম খিলাফত এই অঞ্চলে শাসন করে। 'উসমানীয় সাম্রাজ্য (১৫১৭-১৯২৪) এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম শাসন বজায় রাখে।

ক্রুসেডদের দখল–

ক্রুসেডের কারণ : ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আরবান জেরুজালেমকে মুসলিমদের হাত থেকে "মুক্ত" করার জন্য ইউরোপের খ্রিষ্টানদের প্রতি আহ্বান জানান। এই আহ্বান "ক্রুসেড" নামে পরিচিত ধর্মযুদ্ধের জন্ম দেয়।

প্রথম ক্রুসেড (১০৯৬-১০৯৯) : এই ক্রুসেডে খ্রিষ্টান বাহিনী জেরুজালেম দখল করতে সক্ষম হয় এবং সেখানে "কিংডম অফ জেরুজালেম" নামে একটি খ্রিষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা এই সময়ে অনেক মুসলিম ও ইহুদিকে হত্যা করে।

পরবর্তী ক্রুসেড : পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে আরও বেশ কয়েকটি ক্রুসেড সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধগুলোর উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র ভূমি পুনর্দখল বা খ্রিষ্টানদের আধিপত্য বজায় রাখা।

মুসলিমদের পুনরুদ্ধার : ১২শ শতাব্দীর শেষের দিকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মুসলিম বাহিনীকে একত্রিত করে ১১৮৭ সালে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। এর ফলে খ্রিষ্টানদের সামরিক প্রভাব কমে আসে এবং ক্রুসেডার রাজ্যগুলো ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়।

আধুনিক ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা– জায়নবাদ : ১৯শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপে জায়নবাদ (Zionism) নামে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার লক্ষ্য ছিল ইহুদিদের জন্য তাদের ঐতিহাসিক মাতৃভূমি ফিলিস্তিনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ইউরোপে ইহুদি বিরোধীতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই আন্দোলন আরও গতি পায়।

ব্রিটিশ ম্যান্ডেট : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ফিলিস্তিন অঞ্চল ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসে, যা "ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অব প্যালেস্টাইন" নামে পরিচিত। ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration) অনুযায়ী, ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি "জাতীয় আবাসভূমি" প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দেয়। এর ফলে ফিলিস্তিনে ইহুদি

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

অভিবাসন বৃদ্ধি পায়, যা আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এর মধ্য থেকেই ইহুদিরা আবার তাদের রাজত্ব ফিরে পায় এবং ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করে দেয়।

মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ও চ্যালেঞ্জ : ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া মিশ্র। অনেক দেশ জোরালোভাবে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করে এবং ইস্রা-ঈলের কার্যকলাপের নিন্দা জানায়। ইরান, সিরিয়া, ইয়েমেনের হুতি নিয়ন্ত্রিত অংশ এবং কাতার ফিলিস্তিনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে, কিছু আরব দেশ ইস্রা-ঈলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের দিকে ঝুঁকছে, যা ফিলিস্তিনিদের জন্য উদ্বেগের কারণ। এটি একটি মুসলিম বিশ্বের অবমাননাকর বিষয়, যা মুসলিম বিশ্বকে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও অনৈক্য : ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐক্যের অভাব একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের নিজস্ব স্বার্থ, রাজনৈতিক কাঠামো এবং আঞ্চলিক প্রভাবের কারণে এই বিষয়ে তাদের মধ্যে বিভেদ দেখা যায়। কিছু বিশ্লেষকের মতে, ইসলামী বিশ্ব ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে– যারা নীরব থাকে, যারা নিন্দা জানায় কিন্তু কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না এবং যারা সক্রিয়ভাবে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করে। এই অনৈক্য স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করছে।

মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা ও করণীয় : ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে মুসলিম বিশ্বের কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজন। **কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয়** নিম্নরূপ :

ঐক্য প্রতিষ্ঠা : মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ফিলিস্তিনিদের মুক্তি সম্ভব।

কূটনৈতিক চাপ : ইস্রা-ঈলের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে মুসলিম দেশগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করতে হবে।

মানবিক সাহায্য : ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করা মুসলিম বিশ্বের মানবিক ও ধর্মীয় কর্তব্য।

অর্থনৈতিক সহায়তা : ফিলিস্তিনিদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা উচিত।

জনমত সৃষ্টি : ফিলিস্তিনে ইস্রা-ঈলের গণহত্যার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও জনমত সৃষ্টি করা জরুরি।

ফিলিস্তিন জাগরণ : ফিলিস্তিন ইস্যু যেন কখনোই স্তিমিত না হয়, সেজন্য মুসলমানদের মাঝে চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। একে রক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰي بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

"পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[৯৯] ওরা মাজলুম, ওদের প্রতিরোধ আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ○ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ...﴾

"যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। যেহেতু তাদের প্রতি যুল্ম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বের করা হয়েছে যে, তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ...।"[১০০]

উপসংহার : ফিলিস্তিন সংকট একটি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, যার সমাধানে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি। ফিলিস্তিনিদের মুক্তি সংগ্রাম একটি কঠিন প্রক্রিয়া হলেও, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমাদের আবারো সেই 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বিজয় ও সালাউদ্দিন আইয়ুবীর বিজয়ী ফিলিস্তিন দেখবো ইন্ শা-আল্লাহ। ☒

---

[৯৯] *সূরা বানী ইস্রা-ঈল : ১।*
[১০০] *সূরা আল হাজ্জ : ৩৯-৪০।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

সমাজচিন্তা

ইসলাম ও আধুনিক সংস্কৃতি : একটি বিশ্লেষণ

-মুহাম্মদ আব্দুল জলিল খান*

ভূমিকা : মানব জীবনের বিকশিত রূপই প্রতিফলিত হয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষা, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, ন্যায়-পরায়ণতা, উদারতা, সুবিচার, আদল, ইনসাফ, জ্ঞান তথা সকল মানবিক গুণের বিকাশ ও সৃষ্টির কল্যাণে আত্ম নিবেদিত সমাজ। সংস্কৃতি হচ্ছে- জীবন সত্তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের সামগ্রিক রূপ। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ মতাদর্শ বা জীবন দর্শন। ব্যক্তি বা সমষ্টি জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী জীবনবাদের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি বা তমদ্দুন। অন্যান্য সংস্কৃতিগুলোও গড়ে ওঠে তেমনি জীবন ও জগত সম্পর্কে মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে।[১০১]

সংস্কৃতির পরিচয় : সমাজে সংস্কৃতি শব্দটি বহুল প্রচলিত ও সর্বজন গৃহীত একটি শব্দ, যার ব্যবহার ও প্রয়োগ সর্বত্র। কারণ সংস্কৃতি কথাটা উচ্চারণ করাটা অনেক সহজ। তাই সবাই সর্বক্ষণ বুঝে না বুঝে, জেনে না জেনে শব্দটি নানা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃতির সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন।[১০২]

সংস্কৃতির আরবী প্রতিশব্দ الثقافة "সংস্কৃতি" শব্দটি সংস্কার শব্দ হতে উদগত হয়েছে।[১০৩]

শব্দটি পরিমার্জন, অনুশীলন, উৎকর্ষ সাধন, সংশোধন, শুদ্ধি, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, রুচিশীলতা, উন্নয়ন, কৃষ্টি (Culture) অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১০৪]

আরবী ভাষায় সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে তিনটি শব্দে প্রকাশ করা হয়। প্রথমটি হলো- সাকাফাহ (ثقافة) দ্বিতীয়টি হলো- "তাহযীব" (تهذيب) যার অর্থ : সুবিন্যস্তকরণ, রুচিসম্মতকরণ, কেঁটে সমান করা, মেরামত করা, ঝাড়া-মোছা করা। যে ব্যক্তি বা সমষ্টি আপন চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারার মধ্যে দিয়ে নিজেকে সজ্জিত, নন্দিত, পরিশীলিত ও সমাদৃত করে উপস্থাপন করতে পারে, তাকে সংস্কৃতিবান বা সভ্য বলা হয়। তৃতীয়টি হলো- তামাদ্দুন (تمدن) তামাদ্দুন শব্দটি মূলত আরবী। এটা মদীনা বা মুদন (مدن) শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে- শহর বা নগর। নগর জীবন ও শহর জীবনের ধারা ও চিন্তা-চেতনা যেহেতু গ্রামীন জীবন ধারা ও চিন্তা-চেতনার তুলনায় অনেক দিক থেকে পরিশীলিত ও মার্জিত হয়ে থাকে, তাই নগর সভ্যতা, নগর কৃষ্টি ও আচার-আচরণ আশ্রিত জীবনাচার তামাদ্দুন রূপে খ্যাত। বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ তামাদ্দুন বলতে সংস্কৃতি কথাটা ব্যবহার করা হয়।[১০৫]

অধ্যাপক হাসান আইয়ুব বলেন, 'সাকাফাত'-এর পারিভাষিক অর্থ সভ্যতা, সংস্কৃতি, চরিত্র গঠন, নৈতিক উৎকর্ষতা ও উন্নত প্রশিক্ষণ এবং সংস্কৃতিবান তাকেই বলা হয়, যার আচরণ ভদ্র ও সৌজন্যমূলক, যে উন্নত, আদব-কায়দাও ব্যবহারের অধিকারী, উত্তম চরিত্রের প্রতীক, সৎকর্মশীল জীবন-যাপনকারী, 'আমলে সালিহ দ্বারা তার জীবন সজ্জিত ও সুশোভিত এমন ধরনের অতুলনীয় নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ব্যক্তিকেই আরবীতে বলা হয় 'ফুলানুন মুসাক্কাফ'। অর্থাৎ- অমুক ব্যক্তি মেধা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্ব, সংস্কৃতি ও আচরণে সর্বাধিক রুচিশীল ও ভদ্র।[১০৬]

সংস্কৃতি শব্দটি এককালে ভদ্রতা, শিষ্টতা, সভ্যতা, রুচিশীলতা, মার্জিত, পরিশীলিত, পরিচ্ছন্নতা, রুচিবোধ, তীব্র সচেতনতা, পরিপাটি, তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন, মানুষের আদত বা অভ্যাস, Smartness ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হলেও কালের বিবর্তনে, দুর্ভাগ্যবশত মানুষ আজ সংস্কৃতি বলতে নগ্নতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, নির্লজ্জতা, নৈতিকতা ও চরিত্র হননকারী গান-বাজনা ও নৃত্য-সঙ্গীত, যৌনাবেদনাময়ী সঙ্গীত ও অঙ্গ-ভঙ্গিকে বুঝে থাকে। সুতরাং সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্তমান ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য।

ইসলামী সংস্কৃতি : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও জীবন দর্শনের নাম। তাই দ্বীন যেমন পূর্ণাঙ্গ ও সমগ্র জীবন

---

*সভাপতি- ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[১০১] সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামী প্রেক্ষিত- ঢাকা, ই. ফা. বাং কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৯।

[১০২] আল মু'জামুল ওয়াসীত- পৃঃ ৯।

[১০৩] 'আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি- ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯৭ মুদ্রণ, পৃ. ১৩।

[১০৪] সাহিত্য সংসদ- অশোক রায়, কোলকাতা : জানুয়ারী ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ২০৩।

[১০৫] সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য- ড. হাসান জামান, ঢাকা : ই. ফা. বাং, জুন- ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ১।

[১০৬] ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি- অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, ঢাকা : ই. ফা. বাং, ১৪২৫ হি./২০০৮ খ্রি., পৃ. ১৮।

পরিব্যপ্ত, তেমনিই সংস্কৃতি ও পূর্ণাঙ্গ জীবন পরিব্যাপ্ত। মূলতঃ মানব জীবনের জন্য একমাত্র অনুপম ও অনুকরণ যোগ্য সংস্কৃতি হলো ইসলামী সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে যা কিছু বুঝায় এবং মানুষ ও মানব সমাজের যত মার্জিত, পরিশুদ্ধ, সংস্কারপ্রাপ্ত ও মননশীল দিক এবং বিভাগ থাকতে পারে, সেগুলোকে যথার্থ উৎকর্ষ ও পূর্ণতা দিতে পারে ইসলাম। অধ্যাপক হাসান আইয়ুব বলেন, "ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামী শরিয়তের বুনিয়াদে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে বুঝায়। মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই ইসলামী সংস্কৃতির আওতাভুক্ত যা মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পদাঙ্ক অনুসরনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।" এক কথায় ইসলামী সংস্কৃতি হলো– কুরআন ও সুন্নাহের বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড ও ক্রিয়া-কলাপ ও আচরণ।"[১০৭]

মোটকথা, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীনভিত্তিক, আর এই দ্বীনি ভাবধারাই তার প্রানশক্তি ও আসল নিয়ামক। এ সংস্কৃতির মাধ্যমে একজন মানুষ ধর্মভীরু, নীতিবান ও অনুপম চরিত্র মাধুর্যে সুশোভিত হতে পারে। সৎ ও নিষ্ঠাবান মানবসম্পদ সৃজনে এর বিকল্প কোনো মাধ্যম নেই।

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য : ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ রচিত হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে। তাই তো কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম জীবনাদর্শ।"[১০৮]

ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাওহীদ। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি অবিচল বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। যেমন- পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾

"যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎ কাজে নিয়োজিত থাকে এবং একনিষ্ঠ ইবরা-হীমের ধর্ম অনুসরণ করে, তার চেয়ে উত্তম ধর্ম কার?"[১০৯]

ইসলামী জীবন দর্শন ও মূল্যবোধগুলোই ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। যার উপর নির্ভর করে তার বিশাল সৌধ ও শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠে। ইসলাম ধর্ম যেহেতু আদর্শ ও উদার, মানবিক ও সাবজনীন। সেহেতু এ ধর্মের সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন সর্বকালের ও সার্বজনীন। ইসলামী জীবন দর্শনের সার্বজনীন মূলনীতির উপরে ইসলামের সংস্কৃতির স্বরূপ ও রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের মূল্যবোধ এ সংস্কৃতির প্রাণ। ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক দর্শন হলো– আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, আসমানী গ্রন্থসমূহ, নবী-রাসূলগণ, তাকদীর, পূনরুত্থান ও প্রতিফল দিবসের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। ইসলাম ফিতরাতিভাবেই এ প্রত্যয়বোধের উপর নির্ভরশীল, জ্ঞানগতভাবে নয়। যা মহান আল্লাহর একত্ববাদে এবং নৈকট্য লাভে উদ্বুদ্ধ করে।

বৈধ চিত্ত বিনোদন ও ইসলামী সংস্কৃতি : ইসলামে নির্মল বিনোদন এবং খেলাধুলা ও শরীর চর্চা জায়িয। বৈধ খেলা যেমন- দৌড় প্রতিযোগিতা, তার নিক্ষেপ, বল্লম চালানো, ঘোড় সওয়ার, শিকার করা, সাঁতার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। অবৈধ খেলা যেমন- জুয়া ও লটারী, পাশা খেলা, দাবা খেলা ইত্যাদি। চিত্তবিনোদন শব্দের অর্থ হৃদয়ের প্রফুল্লতা সম্পাদন, মনোরঞ্জন ও মনোতুষ্টি সাধন করা। এটি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিনোদন মানবমনের সৌন্দর্য পিপাসা থেকেই প্রকাশ পায়। ইসলাম চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজনীয়তাকে কখনও অস্বীকার করে না, যে ধরনের চিত্তবিনোদন মানবীয় সৌন্দর্যবোধকে বিকশিত করে তার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। নির্দোষ হাস্যরস, আনন্দ-ফুর্তি ও কৌতুককে ইসলামী সংস্কৃতি গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও মহান চরিত্রবান সাহাবীগণ হাসি-ঠাট্টা করতেন। তবে তাঁদের কৌতুক ছিল শিক্ষণীয়, সত্য ও উপদেশমূলক। যেমন- হাদীসে এসেছে–

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাথে হাসি-খুশি থাকতেন। একদা তিনি আমার ছোট ভাইকে বললেন : হে আবূ 'উমায়ের! তোমার নুগায়ের (বুলবুলি) পাখিটির কি খবর? 'উমায়েরের একটি ছোট বুলবুলি পাখি ছিল। সে সেটা নিয়ে খেলা করত। পরে পাখিটি মারা গেল।[১১০]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন। একদা নবী এক বৃদ্ধা মহিলাকে কৌতুক করে বললেন : "কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বৃদ্ধ আরয করল, কী কারণে

---

[১০৭] *ইসলামী সংস্কৃতি- হাসান আইয়ূবী, স্মারক, জাতীয় সংস্কৃতিক সম্মেলন- ২০০২ খ্রি., পৃ. ১৪৩।*
[১০৮] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ২১।*
[১০৯] *সূরা আন্‌ নিসা : ১২৫।*
[১১০] *জামে' আত্‌ তিরমিযী- পৃ. ৭৫।*

তারা জান্নাতে যাবে না? অথচ বৃদ্ধা মহিলা কুরআন পাঠ করত। তখন নবী-কারীম (ﷺ) তাকে বললেন : তুমি কি কুরআনের ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ۞ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আমি মহিলাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে কুমারী বানাব"-এ আয়াত পাঠ করনি?[১১১]

মানুষ কেবল আনন্দ-ফূর্তিতে মশগুল হয়ে থাকবে এবং ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সর্বপ্রকার চিত্তবিনোদনে জীবনের মহামূল্যবান সময় অতিবাহিত করবে, ইসলাম তা মোটেই পছন্দ করে না। কেননা তার ফলে মানুষ মহান আল্লাহর যিক্‌র থেকে গাফিল হয়ে যেতে পারে। আর মহান আল্লাহর যিক্‌র থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে নৈতিক ও মানবিক উভয় দিকের চরম বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। চিত্তবিনোদনের দু'টি দিক বা মাধ্যম আছে। বৈধ দিক ও অবৈধ দিক। বিনোদনের যে সকল উপকরণ ও মাধ্যম মানবীয় গুণাবলীকে নষ্ট করে বা প্রভাবিত করে এবং অশ্লীলতাকে ছড়িয়ে দেয়, ইসলামী সংস্কৃতি সে ধরনের বিনোদন ও Culture অনুমোদন কখনো দেয় না। যেমন- আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্যে রয়েছে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"[১১২]

যে বিনোদন মানবীয় আত্মাকে জাগ্রত করে, প্রাণ চঞ্চল করে এবং সত্য ও সুন্দরের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না সেটিই ইসলামী সংস্কৃতিতে গ্রহণীয়।

আধুনিক সংস্কৃতির স্বরূপ : সংস্কৃতি মানুষকে সুন্দর করে, মানুষের ভিতরে সুস্থতা ও পরিশুদ্ধতা আনয়ন করে। অর্থাৎ- সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে মানবিক মহিমা ও মহত্বের বিকাশ ঘটে এবং সংস্কৃতি জীবন সত্ত্বার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আধুনিক সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত মানুষ না হয়ে অমানুষে পরিণত হচ্ছে। সংস্কৃতি চর্চার উর্বর ও অনুকূল স্থানগুলো বেহায়াপনা ও আড্ডাখানায় পরিণত হচ্ছে। সংস্কৃতি শব্দটি যদিও সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা ও পরিশীলিত জীবন চেতনার মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত। কিন্তু বাস্তব অর্থে আজ ইতর, লম্পট ও দুশ্চরিত্র এবং কুৎসিত প্রবৃত্তিই এখানে প্রাধান্য পায়। আধুনিক সংস্কৃতি (Modern Culture) চর্চায় প্রেম রূপান্তরিত হচ্ছে হিংসা, ব্যভিচার, আত্মহনন, চরিত্রহনন, জিঘাংসা, স্বার্থপরতা, ভোগের মানসিকতা, মদ্যপান, ধুমপান ইত্যাদিতে ঘর ভেঙ্গে গড়ে উঠেছে ক্লাব, গড়ে উঠেছে নারী স্বাধীনতার নামে স্বল্পবসনার নারীদের নিয়ে বিচিত্রমুখী বেশরম-লজ্জাহীন জীবনাচরণ, সংস্কৃতি চর্চার পরতে পরতে ছড়িয়ে পড়েছে এক সম্ভ্রমহীন নোংরা-অসভ্য দেহবাদী জীবনবোধ, এ ভয়াবহ অসংগতিকে বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের দুর্বলতা বলে ধরে নেয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। আসলে এ পাপমনস্কতা ও অসঙ্গিতি আধুনিক সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছেদ্য উপাদান হয়ে উঠেছে।[১১৩]

নৃত্য-সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের সুর মূর্ছনা বর্তমান আধুনিক সমাজে চিত্তবিনোদনের আকর্ষনীয় উপকরণরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত। বিশেষভাবে শিক্ষিত-প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত সুন্দরী যুবতীরাই সাধারণতঃ নাচ-গানের প্রধান আকর্ষন এবং নায়িকা-গায়িকাদের অর্ধবস্ত্র, অর্ধউলঙ্গ, অঙ্গভঙ্গিই বর্তমান আধুনিক সংস্কৃতির প্রধান ফ্যাশন। আধুনিক সমাজে সংস্কৃতি নিছক চিত্ত বিনোদনের উপায় ও মাধ্যম বলে বিবেচিত এবং যে সব অনুষ্ঠানে এ চিত্ত বিনোদন পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে তা অবশ্যই গ্রহণীয়। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে চিত্তের দাবির কোনো সীমারেখা নেই। সেখানে তো প্রতি মুহূর্ত 'আরো চাই, আরো দাও' এর দাবিই উচ্চারিত হতে থাকে। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেখানে নিত্য নতুন ধরনের ও অভিনব ভঙ্গিতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে জনগণের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয় অবিশ্রান্তভাবে। এ অপসংস্কৃতির আগ্রাসন, এ আত্মবিভ্রম ও আত্ম প্রতারণার কারণেই আধুনিক সংস্কৃতির আজ এ অশুভ রূপান্তর। সংস্কৃতির পরাজয় যেহেতু জীবনের পরাজয়, সংস্কৃতির দিক ভ্রষ্টতা যেহেতু সমগ্র জাতির মুখাবয়বকে ধীরে ধীরে কদাকার ও কুৎসীত করে তোলে। সুতরাং এ ভয়ঙ্কর সংস্কৃতির রোগ-জীবানুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা সর্বাধিক বাঞ্চনীয়। শুধু তাই নয়, বরং মতলববাজ সংস্কৃতি হিতৈষী ও সংস্কৃতিজীবীদের দূষিত অক্টপাশ থেকে যুব-সমাজকে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ☒

---

[১১১] *শারহুস্ সুন্নাহ- ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮; সূরা আল ওয়া-ক্বি'আহ্ : ৩৫-৩৬।*

[১১২] *সূরা আন্ নূর : ১৯।*

[১১৩] *একজন অসহিষ্ণু মৌলবাদীর সংস্কৃতি-চিন্তা- অধ্যাপক আবু জাফর, ঢাকা : দৈনিক ইনকিলাব, শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারী, ২০০৩ খ্রি., পৃ. ১১।*

নিবন্ধ

শান্তির ভিত্তি : নিরাপদ দেশ ও জাতির স্বপ্ন

–আবূ লাবীবা মুহাম্মাদ মাকছুদ

ভূমিকা : মানব ইতিহাসে প্রতিটি সভ্যতার মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা। অস্থিরতা, সংঘাত এবং অনিশ্চয়তা যখন বিশ্বজুড়ে এক নিত্যনৈমিত্তিক বাস্তবতা, তখন শান্তির প্রকৃত ভিত্তি খুঁজে বের করা আমাদের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। ইসলাম, মানবজাতির জন্য এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে, ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার এক সুদূরপ্রসারী পথনির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও নিরাপত্তা : 'ইসলাম' শব্দটি আরবি 'সালাম' মূল থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'শান্তি' এবং 'মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ'। মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মাধ্যমে অর্জিত হয় অন্তরের গভীর শান্তি, যা পরবর্তীতে বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তির উৎস হয়ে ওঠে। কুরআন ও সুন্নাহর প্রতিটি ছত্রে শান্তি, ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতার গুরুত্ব প্রতিধ্বনিত হয়। যেমন-

১. তাওহীদ : ইসলামের মূলভিত্তি তাওহীদ বা মহান আল্লাহর একত্ব। এই বিশ্বাস মানুষকে সকল প্রকার মানবিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এবং একমাত্র মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা শেখায়। এটি ক্ষমতার লোভ, ধ্বংসাত্মক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বিভেদমূলক চিন্তাভাবনা থেকে মানুষকে দূরে রাখে, যা সাধারণত সংঘাতের প্রধান উৎস। যখন সবাই এক সত্তার উপাসনা করে, তখন পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। এ জন্য তাওহীদ হলো ঐক্যের মূল, সংঘাতের নিরসন। মহান আল্লাহর বাণী :

﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

অর্থ : "আল্লাহ সাক্ষী যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর ফেরেশ্তাগণ এবং জ্ঞানীরাও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১১৪]

২. আদল : ইসলামে ন্যায়বিচারকে শান্তির অপরিহার্য স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ন্যায়বিচারবিহীন সমাজে শান্তি একটি মরীচিকা মাত্র। এর প্রতিষ্ঠা যুল্ম-নির্যাতন বন্ধ করে এবং সকল স্তরে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। আদল হচ্ছে ন্যায়বিচারের আলোকবর্তিকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾

অর্থ : "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচারের সাক্ষ্যদানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।"[১১৫] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا.

"নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা আল্লাহর নিকট নূরের মিম্বরের উপর আসীন হবে, তারা হবে দয়াময় আল্লাহর ডান দিকে। তারা সেসব লোক, যারা তাদের বিচার-ব্যবস্থায়, তাদের পরিবারে এবং যেসব বিষয়ে তাদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সেগুলোতে ইনসাফ করেছে।"[১১৬]

৩. রাহমাত : ইসলাম শুধু কঠোর ন্যায়বিচারই শেখায় না; বরং দয়া ও সহানুভূতির গুরুত্বকেও উচ্চকিত করে। এই মানবিক মূল্যবোধগুলো সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত করে এবং সংঘাতের বীজ উপড়ে ফেলে। এ জন্য দয়া ও সহানুভূতির বন্ধন অটুট রাখা প্রয়োজন। মহান আল্লাহর মহিমান্বিত ঘোষণা,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

"আর আমরা তোমাকে জগৎসমূহের জন্য শুধু রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[১১৭] রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উক্তি,

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

"যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"[১১৮]

৪. জান ও মালের নিরাপত্তা : ইসলামে মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়। একটি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো তার সকল নাগরিকের জীবন, সম্পদ, সম্মান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। আর এতেই জীবনের পবিত্রতা মুসলিম নিহিত। মহান আল্লাহর কঠোর হুঁশিয়ারি,

---

[১১৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮।*

[১১৫] *সূরা আন্ নিসা : ১৩৫।*

[১১৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৭।*

[১১৭] *সূরা আল-'আম্বিয়া- : ১০৭।*

[১১৮] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৯২৪।*

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

অর্থ : "এ কারণেই বনী ইসরাঈলের জন্য এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সমস্ত মানুষকে বাঁচাল।"[১১৯]

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘোষণা,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

"নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের কাছে হারাম, ঠিক যেমনটি তোমাদের এই দিনের, এই মাসের ও এই শহরের মর্যাদা রয়েছে।"[১২০]

নিরাপদ দেশ ও জাতির স্বপ্ন : ইসলামী শরিয়াহ, আইন ও নীতির মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র গঠনের এক সুসংহত রূপরেখা প্রদান করে।

ক. রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সুশাসনের ভিত্তি–

শরিয়াহর প্রয়োগ : ইসলামী শরিয়াহ হলো আইন ও বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এটি মানুষের জন্য সার্বজনীন কল্যাণ ও সুবিচার নিশ্চিত করে। শরিয়াহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অবিচারকে কঠোরভাবে দমন করে, যা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতে অপরিহার্য। এজন্য বলা যায় শরিয়াহর প্রয়োগই ন্যায়বিচারের চালিকাশক্তি। আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

অর্থ : "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফির।"[১২১]

শুরা : ইসলামে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে (শুরা) উৎসাহিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের প্রতিনিধি বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ নেওয়া হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয় এবং জনগণের মধ্যে একাত্মতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এ জন্য শুরা তথা পরামর্শভিত্তিক শাসন ব্যাবস্থা গড়ে তুলা একান্ত জরুরি। মহান আল্লাহর নির্দেশ, ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

অর্থ : "এবং তাদের পারস্পরিক কার্যাবলী পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।"[১২২]

ঐতিহাসিক বহু ঘটনা শুরা-র গুরুত্ব প্রমাণ করে। বদরের যুদ্ধ এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, মুসলিম বাহিনী কোথায় অবস্থান করবে। প্রথমে রাসূল (ﷺ) একটি স্থানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সাহাবী হাব্বাব ইবনুল মুনযির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি আল্লাহর নির্দেশ, নাকি আপনার ব্যক্তিগত অভিমত এবং যুদ্ধের কৌশল?" রাসূল (ﷺ) বলেন, "এটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত ও যুদ্ধের কৌশল।" তখন হাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরামর্শ দেন যে, শত্রুদের পানির উৎস বন্ধ করার জন্য অন্য একটি স্থানে অবস্থান করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেই অনুযায়ী মুসলিম বাহিনী তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে।[১২৩] এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং শ্রেষ্ঠ পরামর্শকে স্বাগত জানাতেন। এটি শুধু রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বেই নয়; বরং জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পরামর্শের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার : যাকাত ও সাদাক্বার মতো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে। দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রায়শই সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধের জন্ম দেয়। ইসলাম এই বৈষম্য দূর করে একটি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পথ দেখায়। আর এটিই প্রকৃত বৈষম্যমুক্ত সমাজ। আল্লাহর নির্দেশনা,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾

"তাদের সম্পদ থেকে সাদাক্বা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন।"[১২৪]

ক্বর্যে হাসানা : ইসলামী অর্থনীতিতে ক্বর্যে হাসানা (উত্তম ঋণ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এটি সুদবিহীন ঋণ, যা অভাবী মানুষকে বিনা লাভে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করে। সুদভিত্তিক অর্থনীতি যেখানে ধনীকে আরও ধনী করে এবং গরিবকে ঋণের জালে আবদ্ধ করে, সেখানে ক্বর্যে হাসানা বৈষম্য কমিয়ে সমাজের সকল স্তরে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংহতি বৃদ্ধি করে। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে দাতা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে এবং গ্রহীতা

[১১৯] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৩২।*
[১২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬৭৯।*
[১২১] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৪।*
[১২২] *সূরা আশ্ শূরা- : ৩৮।*
[১২৩] *সীরাত ইবনু হিশাম- ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৬-৬২৭।*
[১২৪] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০৩।*

তার প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ পায়, যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভাতৃত্বের জন্ম দেয়। এটি সুদের বিকল্প ও সামাজিক সংহতি। মহান আল্লাহর অনুপ্রাণিত বাণী,

﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ : “কে সে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে? তাহলে তিনি তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। আর আল্লাহই সংকোচন ও প্রশস্ততা দান করেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।”[১২৫]

এই আয়াতটি উত্তম ঋণের প্রতি উৎসাহিত করে এবং এর সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “কোনো মুসলিম যখন তার অপর মুসলিম ভাইকে দু'বার ঋণ দেয়, তখন তা যেন একবার সাদাক্বাহ্ (দান) করার সমতুল্য হয়।”[১২৬] এটি ক্বর্যে হাসানার পরকালীন প্রতিদানের উপর জোর দেয় এবং সমাজে এর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

খ. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা–

হুদুদ– অপরাধ দমনের প্রাচীর : ইসলামে সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ডবিধি (হুদুদ) নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন- চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ইত্যাদি। এই দণ্ডবিধিগুলো অপরাধ দমনে সহায়ক এবং সমাজে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখে, কারণ শাস্তির ভয় অপরাধ প্রবণতা কমায়।

আল্লাহর বিধান (চুরির শাস্তি) : মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“পুরুষ চোর ও নারী চোর, উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ, আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[১২৭]

জনগণের অংশগ্রহণ (আমর বিল মা'রুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার) : রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শুধু সামরিক বা পুলিশি শক্তিই যথেষ্ট নয়, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণও প্রয়োজন। ইসলাম নাগরিকদেরকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার আহ্বান জানায়। আল্লাহর বাণী,

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

অর্থ : “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো।”[১২৮]

গ. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতি–

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান : ইসলাম আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতি অবলম্বন করে। যুদ্ধকে শুধুমাত্র আত্মরক্ষা বা চরম পরিস্থিতিতে অনুমোদনের কথা বলা হয়েছে, যা সংঘাত এড়ানোর উপর জোর দেয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সহযোগিতার সেতুবন্ধন ও বিশ্ব শান্তির দিগন্ত। মহান আল্লাহর নির্দেশ,

﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

অর্থ : “আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝোঁকে, তাহলে তুমিও তার দিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।”[১২৯]

চুক্তির প্রতি আনুগত্য : ইসলাম চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার পূরণের ওপর জোর দেয়। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ মেনে চলা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করে, যা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য। এটিই তো আস্থার সুসম্পর্ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

“হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।”[১৩০]

মানবতার সেবা : ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের কথা বলে। দুর্যোগ ও সংকটের সময় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর উচিত অন্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করা, যা বিশ্বব্যাপী মানবিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে। এটিই ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

অর্থ : “যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের পার্থিব কষ্টসমূহের একটি দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো

---

[১২৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৪৫।*
[১২৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৪৩১।*
[১২৭] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৩৮।*
[১২৮] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১১০।*
[১২৯] *সূরা আল-আনফাল : ৬১।*
[১৩০] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ১।*

অভাবগ্রস্তের অভাব সহজ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য সহজ করে দিবেন।"[১৩১]

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট : ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদ (৬২২ খ্রিষ্টাব্দ) একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। এটি ছিল মহানবী (ﷺ) কর্তৃক প্রণীত একটি লিখিত সংবিধান, যা মদিনায় বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি, পৌত্তলিক এবং অন্যান্য গোত্রদের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ, বহুজাতিক ও সহনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সনদ ধর্মীয় স্বাধীনতা, পারস্পরিক নিরাপত্তা এবং সকল নাগরিকের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, যা সেই সময়কার বিশ্বের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াটের (W. Montgomery Watt) মতো পশ্চিমা গবেষকদের লেখাতেও এই সনদের গুরুত্ব ও আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে এর সাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই সনদ প্রমাণ করে যে, ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং তাদের অধিকার সুরক্ষায় বিশ্বাসী।

আধুনিক বিশ্বে, যেখানে জাতিগত সংঘাত, সন্ত্রাসবাদ এবং অর্থনৈতিক অসমতা শান্তির জন্য বড় হুমকি, সেখানে ইসলামের এই নীতিগুলো এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। বিশেষ করে, ফিলিস্তিনের জেরুজালেমের প্রতি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন, তা আধুনিক বিশ্বে সহাবস্থানের এক অনন্য উদাহরণ। ইসলামিক দেশগুলো যদি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজেদের শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে, তাহলে তারা শুধু নিজেদের নিরাপত্তা নয়; বরং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও এক অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করতে পারে।

চ্যালেঞ্জ ও সমাধান : শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পথে কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যেমন- ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা, উগ্রবাদ এবং বৈদেশিক হস্তক্ষেপ। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় প্রয়োজন। তাহলেই আমরা শান্তির পথে অবিচল যাত্রা করতে পারবো।

সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষা : ইসলামের প্রকৃত ও উদার শিক্ষা প্রচার করা এবং উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা অত্যাবশ্যক। এ পথই আলোর পথ। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

অর্থ : "'ইল্‌ম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।"[১৩২]

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সংলাপ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এটি ভুল বোঝাবুঝি দূর করে এবং সম্প্রীতি বাড়ায়। ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহনশীলতা ও ন্যায়পূর্ণ আচরণের নির্দেশ দেয়। **কুরআনের নির্দেশ :**

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

অর্থ : "দ্বীন সম্পর্কে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে ও তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।"[১৩৩]

কুরআনের আহ্বান,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

"বলো, হে কিতাবধারীরা! তোমরা এমন এক কথার দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান।"[১৩৪]

এই আয়াতটি সংলাপ ও সাধারণ ভিত্তির উপর ঐক্যের আহ্বান জানায়।

শক্তিশালী ও ন্যায়পরায়ণ নেতৃত্ব : এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যারা ইসলামের নীতি অনুসারে ন্যায়বিচার ও সুশাসন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বই একটি জাতিকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারে। এটি প্রতিটি মুসলিমের সস্বপ্নের বাস্তবায়ন। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

অর্থ : "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[১৩৫]

এটি শাসক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সবার দায়িত্বশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরে। **কুরআনের নির্দেশ :**

﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ﴾

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে

---

[১৩১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৯৯।*

[১৩২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৪।*
[১৩৩] *সূরা আল-মুমতাহিনা : ৮।*
[১৩৪] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৬৪।*
[১৩৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৩৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৯।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[১৩৬]

এই আয়াতটি নেতৃত্বের জন্য ন্যায়বিচার ও আমানতদারিতার গুরুত্বকে তুলে ধরে।

গণতন্ত্র নয় ইসলামী খিলাফত : আধুনিক বিশ্বের প্রচলিত শাসনব্যবস্থা, যেমন গণতন্ত্র, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে, শুধু ব্যক্তি ও সমাজের জন্যই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী খিলাফত একটি এমন শাসনব্যবস্থা যেখানে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর আইন (শরিয়াহ) অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়। এটি শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি কার্যকরী মডেল হতে পারে, যা গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত এবং উত্তরণের একমাত্র সঠিক উপায়।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও শরিয়াহর বাস্তবায়ন : খিলাফতে, আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা মানুষের হাতে নয়; বরং আল্লাহর হাতে। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল আইন ও নীতিমালা তৈরি হয়। এটি স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি এবং অন্যায় আইন প্রণয়নকে প্রতিরোধ করে, যা প্রায়শই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখা যায়। কুরআনের দলিল,

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থ : "বিধান তো শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো 'ইবাদত করবে। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[১৩৭]

খলিফার দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা : খলিফা (শাসক) জনগণের প্রতি এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর প্রতি জবাবদিহি করতে বাধ্য। তার মূল দায়িত্ব হলো শরিয়ার আলোকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং তাদের অধিকার রক্ষা করা।

খলিফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার বলেছিলেন, "যদি ফোরাত নদীর তীরে একটি ছাগলছানাও ক্ষুধায় মারা যায়, তবে তার জন্য আমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"[১৩৮] এই উক্তি ইসলামী শাসকের চরম দায়িত্বশীলতার ইঙ্গিত দেয়। এটি দেখায় যে, একজন খলিফা নিজেকে কেবল মানুষের কাছে নয়; বরং মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার কাছেও জবাবদিহি করতে বাধ্য মনে করেন, যা তাকে সর্বোচ্চ সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি : খিলাফত একটি একক উম্মাহর ধারণাকে শক্তিশালী করে, যেখানে ধর্মীয় ও জাতিগত বিভেদ গৌণ হয়ে পড়ে। এটি মুসলিম বিশ্বের বিভাজন দূর করে একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সত্তা গঠনে সাহায্য করে, যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক হুমকি মোকাবিলায় কার্যকর। **কুরআনের আহ্বান,**

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا﴾

অর্থ : "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[১৩৯]

স্থায়ীত্ব ও স্থিতিশীলতা : গণতন্ত্রে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যেতে পারে। খিলাফত যদি শরিয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তবে এর একটি স্থিতিশীল কাঠামো থাকে, যা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের জন্য সহায়ক। এটি রাজনৈতিক কলহ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা কমায়।

এককথায়, ইসলামী খিলাফত একটি আদর্শিক মডেল, এর মৌলিক নীতিগুলো একটি স্থিতিশীল, ন্যায়পরায়ণ এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য একটি শক্তিশালী দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

উপসংহার : ইসলামে একটি নিরাপদ দেশ ও জাতির স্বপ্ন নিছক কল্পনা নয়; বরং সুনির্দিষ্ট ঐশ্বরিক নীতি ও আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য। তাওহীদ, ন্যায়বিচার, দয়া, মানবাধিকার এবং সুশাসনের মতো মৌলিক ইসলামী নীতিগুলো কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। ইসলামী খিলাফতের আদর্শিক মডেল, যা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং ন্যায়বিচারকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়, তা একটি প্রকৃত শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়ক হতে পারে। যদি মুসলিম উম্মাহ এই নীতিগুলোকে সত্যিকার অর্থে ধারণ করে এবং প্রয়োগ করে, তবে তারা কেবল নিজেদের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করতে পারবে এবং শান্তির প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হবে। এক শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য ইসলামের এই চিরন্তন শিক্ষাগুলোর দিকেই আমাদের ফিরে তাকাতে হবে। তাহলেই শান্তির অনির্বাণ শিখা বাংলার আকাশে পতপত করে উড়বে ইন্ শা-আল্লাহ। ☒

[১৩৬] *সূরা আন্-নিসা : ৫৮।*

[১৩৭] *সূরা ইউসুফ : ৪০।*

[১৩৮] *আত-তারিখ আল-কাবীর; ইবনু আসাকির।*

[১৩৯] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০৩।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

নিভৃত ভাবনা

শরয়ী পথে রুযীর সন্ধান ও সাফল্যের দর্শন

-আবু মুহান্নাদ★

নিঃসন্দেহে ব্যবসা হলো, হালাল উপার্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই তো আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[১৪০] তিনি আরও বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না তবে কেবলমাত্র পারস্পারিক সম্মতিক্রমে ব্যবসা করা হলে তাতে কোনো আপত্তি নেই।"[১৪১]

রাসূল (ﷺ) নিজেও যৌবন বয়সে ব্যবসা করেছেন। মক্কার সাহাবীগণ অধিকাংশই ব্যবসায়ী ছিলেন। তারা বছরে দু'বার শীত ও গ্রীষ্মকালে শাম ও ইয়েমেন দেশ থেকে পণ্য আমদানি-রপ্তানি করতেন -যা সূরা আল কুরায়শে বর্ণিত হয়েছে।

বড় বড় সম্পদশালী ব্যবসায়ী সাহাবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবূ বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, ত্বালহাহ্ ইবনু আবূ উবাইদিল্লাহ, ত্বালহাহ্ ইবনু যুবাইর, যুবাইর ইবনুল আওয়াম প্রমুখ সাহাবিগণ।

আমাদের পূর্বসূরি মহামতি ইমামগণও ব্যবসা করতেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম মালেক ইবনু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ), ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ।

তৎকালীন জাহেলি যুগ থেকে আরবে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাণ কেন্দ্র ছিল উকাজ, মিজান্না, যুল মাজায, বনু কাইনুকা প্রভৃতি। সেখানে সাহাবিগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করাকে গুনাহের কারণ মনে করলে আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাজিল করে তাদের সেই সংকোচ উঠিয়ে নিয়ে সেগুলো ব্যবসা করতে উৎসাহ দিলেন। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হলো-

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم﴾

"তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোনো গুনাহ নেই।"[১৪২] এটা ছিল হজ্জের মৌসুমে।[১৪৩] রাসূল (ﷺ) ব্যবসায় বরকতের জন্য দু'আ করেছেন।

তাছাড়া প্রায় সকল হাদীস ও ফিকহ-এর কিতাবে কিতাবুল বুয়ূ বা বেচাকেনা অধ্যায় রয়েছে। যেখানে মুহাদ্দিসগণ এ সংক্রান্ত অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং ফকীহগণ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসার বিভিন্ন দিক সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এখান থেকেই ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

যাহোক, ব্যবসায় সফলতা অর্জনের জন্য একজন ঈমানদার ব্যবসায়ীর মধ্যে কতিপয় গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি। নিম্নে এ সংক্রান্ত ১৩টি পয়েন্ট উপস্থাপন করা হলো-

১) ব্যবসা শেখা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করা : ব্যবসা করতে শেখা এবং এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞা অর্জনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য হয়ত কিছুটা সময় লাগবে। ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার ঝুড়ি ভরতে হয়। তাই এক লাফে বড়লোক হওয়ার চিন্তা মাথা থেকে সরাতে হবে। অভিজ্ঞতা অর্জন করা ব্যতীত কখনোই সমস্ত মূলধন প্রাথমিক অবস্থায় বিনিয়োগ করা উচিৎ নয়। প্রাথমিকভাবে অল্প পরিসরে কাজ শুরু করতে হবে। তারপর যখন অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকবে, তখন ধীরে ধীরে মূলধনের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে।

অনেকেরই সুন্দর সুন্দর বিজনেস আইডিয়া থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়াই তারা বিশাল অংকের অর্থ ইনভেস্ট করে ফেলে। অবশেষে বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে নিজে মরে, পরিবারকেও মারে। যেমন- কেউ ড্রাইভিং না শিখে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে এক্সিডেন্ট করে নিজে মরে-অন্যকেও মারে (আল্লাহ হিফাযত করুন -আমিন)।

মোটকথা, ব্যবসার ক্ষেত্রে সুন্দর পরিকল্পনার পাশাপাশি ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

২) পরিকল্পনা : নিজস্ব আর্থিক অবস্থা, ব্যবসার জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন, জনবল ও মানসম্মত পণ্যের সহজলভ্যতা ইত্যাদি দিক-বিবেচনা করে সুন্দরভাবে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা সাজাতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে, ব্যবসায়িক সফলতা বিষয়ে গবেষকদের লিখিত বই পড়া যেতে পারে, ইউটিউবে বিজনেস প্ল্যান, বিজনেস আইডিয়া, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ব্যবসায় সফলতা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও দেখা বা এ সংক্রান্ত কোনো কর্মশালায় অংশ নেয়া যেতে পারে।

★ *সৌদি আরব প্রবাসী।*

[১৪০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭৫।*

[১৪১] *সূরা আন্ নিসা : ২৯।*

[১৪২] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৮।*

[১৪৩] *সহীহুল বুখারী- ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

৩) সততা ও সত্যবাদিতা : সত্যবাদিতা তথা কথা-কাজে মিল রাখা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যিক গুণ তো বটেই তবে ব্যবসায় সাফল্যের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি ব্যসায়িকের প্রতি গ্রাহকের আস্থা এনে দেয়।

৪) আমানতদারিতা (বিশ্বস্ততা) : আমানতদারিতা না থাকা মুনাফিক্বের আলামত। সুতরাং চোরাকারবারি, মুনাফাখোরি, মজুদদারি, কালোবাজারি, পণ্যে ভেজাল দেওয়া, ওজনে কারচুপি করা, নকল করা; ধোঁকা, প্রতারণা ও ঠকবাজির আশ্রয় নেওয়া, দামে হেরফের করা প্রভৃতি অসাধুতা ইত্যাদি একজন মুসলিম হিসেবে তো অবশ্যই পরিত্যাজ্য একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবেও পরিত্যাজ্য।

সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা এ দু'টি গুণ কেবল দুনিয়ায় সম্মান ও সফলতা অর্জনের কারণ নয়; বরং আখিরাতেও বিশাল মর্যাদা লাভের কারণ। যেমন- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مع النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهداءِ.

"সত্যবাদী ও আমানতদার (বিশ্বস্ত) ব্যবসায়ী (আখিরাতে) নবী, সিদ্দিক এবং শহীদগণের সঙ্গে অবস্থান করবে।"[১৪৪]

সুবহানাল্লাহ! একজন সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর জন্য এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে!

৫) গ্রাহকের সাথে হাসিমুখে কথা ও সুন্দর আচরণ : হাদীসে হাসিমুখে কথা বলাকে সাদাক্বার সমপরিমাণ সওয়াব এবং সুন্দর আচরণকে জান্নাতে প্রবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যার আচরণ যত বেশি সুন্দর সবাই তাকে তত বেশি ভালোবাসে, সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। দোকানের সেলসম্যান যদি গ্রাহকদের সাথে হাসিমুখে কথা না বলে এবং ভদ্র ব্যবহার না করে তাহলে কেউ তার কাছে আসবে না।

৬) ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রম (অলসতাকে বিদায় জানানো) : বিল গেটস বলেন, "সাফল্যের জন্য কখনই দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন না। সাফল্যের একটি মূল উপাদান হলো ধৈর্য।"

৭) ব্যবসায় উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা : ব্যবসায় এ দু'টি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় সফলতা পেতে সব সময় কিছু নতুনত্ব থাকা প্রয়োজন। যেমন- নতুন কালেকশন, বিশেষ ছাড়, হোম ডেলিভারি, ফ্রি সার্ভিস, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, অনলাইন অর্ডার ইত্যাদি। বিভিন্ন উপলক্ষে গ্রাহক আকৃষ্ট করার জন্য কিছু কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে তা গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

৮) গ্রাহকদের উন্নতমানের সেবা ও তাদের সন্তুষ্টি অর্জন : গ্রাহককে কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করা, পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বা কোনো কিছু খুঁজে পেতে ক্রেতাকে সাহায্য করা, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা, তাকে কেয়ার করা ইত্যাদি ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিতে বিরাট সাহায্য করে।

৯) গ্রাহকদের সমালোচনাকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করা : গ্রাহকদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সমালোচনা এবং খারাপ প্রতিক্রিয়াগুলোকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

১০) বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যথাসময়ে যথোপযুক্ত পণ্য সরবরাহ করা : ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য বাজারের হালচাল বুঝে সঠিক সময়ে সঠিক মানের পণ্য বা সেবা সঠিক সময়ে ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

১১) মান সম্মত পণ্য (Best Products) : মানুষের চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে মান সম্মত পণ্য আমদানি করতে হবে। তবে অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম কোনো পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করা জায়িয নেই।

১২) প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা : গ্রাহকদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে যথাসম্ভব প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করার চেষ্টা করতে হবে।

১৩) দু'আ : সর্বোপরি আল্লাহর নিকট হালাল রিজিক ও ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য দু'আ করা জরুরি। কেননা ব্যবসায় সব সময় লাভ হবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়; বরং এখানে লোকসানের ঝুঁকিও আছে। সে মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে।

আর মনে রাখতে হবে, আমাদের দেহে রূহ্ ফুঁকার আগেই আল্লাহ আমাদের রিজিকের ফয়সালা করে রেখেছেন। কিন্তু আমাদের কর্তব্য, যথানিয়মে কাজ করা এবং প্রয়োজনীয় চেষ্টা ও পরিশ্রম করা। সফলতা দেয়ার মালিক আল্লাহ। তিনি না দিলে আমরা শত চেষ্টা করেও একটা কানাকড়িও অর্জন করতে পারব না। এই বিশ্বাস মাথায় রেখেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে।

অমুসলিমদের সাথে কেনাবেচা, শরিকানায় ব্যবসা এবং তাদের ঘর-বাড়ি, দোকান ইত্যাদিতে কাজ করার বিধান : ইসলাম একটি অত্যন্ত সামাজিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণমুখী জীবনাদর্শের নাম। সমাজে যদি অমুসলিম বসবাস করে তাহলে ইসলাম তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ বসবাস, সুসম্পর্ক, সামাজিক যোগাযাগ ইত্যাদিতে বাধা দেয় না। তারা যদি বিপদগ্রস্ত হয় মুসলিমরা তাদের সাহায্যে ছুটে যাবে, অভাবীকে ঋণ দিবে, কেউ অভুক্ত থাকলে তার খাবারের ব্যবস্থা করবে, আচার-আচরণে মানবিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে, তাদের প্রতি কোনো ধরণের যুলম-অবিচার করবে না, তাদেরকে কথা ও কাজে কষ্ট দিবে না, প্রতিবেশী সুলভ ভদ্রতা রক্ষা করবে ইত্যাদি-যদি তারা

[১৪৪] *জামে' আত্ তিরমিযী- ৩/৫১৫ (১২০৯), সহীহ তারগীব- সহীহ লি গাইরিহ- ১৭৮২।*

প্রকাশ্যে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা, যুদ্ধ ও হানাহানিতে লিপ্ত না হয়। এটাই ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের মাধ্যমেই যুগে যুগে ইসলাম পৃথিবীর দিকে দিকে অমুসলিমদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল।

মোটকথা ইসলামের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় এবং দুনিয়াবি লেনদেন করায় শরিয়তে কোনো আপত্তি নেই।

যাহোক নিম্নে অমুসলিমদের সাথে কেনাবেচা, শরিকানায় ব্যবসা, অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক হিসেবে তাদের কাজ করা ও সাধারণ দুনিয়াবি সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং ‘আলেমদের উক্তি তুলে ধরা হলো।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।”[১৪৫]

এখানে আল্লাহ তা‘আলা ব্যবসা করার জন্য মুসলিম ও কাফির আলাদা করেননি; বরং সাধারণভাবে ব্যবসাকে বৈধতা দিয়েছেন। সুতরাং তা জায়িয মুসলিম-অমুসলিম সবার সাথে যদি এ ক্ষেত্রে অন্য কোনো হারাম বিষয় জড়িত না হয়। **হাদীসে এসেছে–**

عَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ (ﷺ) دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।”[১৪৬]

হাদীসে এসেছে– ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ (ﷺ) مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.

“নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক ইহুদির নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য শস্য খরিদ করেন এবং নিজের বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।”[১৪৭] ইমাম নববী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন :

“মুসলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জিম্মি (মুসলিম দেশে মুসলিম সরকারের জিম্মা বা নিরাপত্তায় থাকা অমুসলিম) এবং অন্যান্য কাফিরের সাথে পারস্পারিক লেনদেন ও আদান-প্রদান বৈধ-যদি এর সাথে সাথে এমন কিছু না থাকে যা হারাম হওয়া সুনিশ্চিত। কিন্তু হারবি (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফির)-এর নিকট অস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম বিক্রয় করা নাজায়িয।” **হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে,**

“অতঃপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুলওয়ালা এক মুশরিক এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এলো। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন : বিক্রি করবে, না উপহার দিবে? সে বলল, না; বরং বিক্রি করব। অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট হতে একটা বকরী কিনে নিলেন।”[১৪৮]

তাছাড়া রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে বছরে দু’বার (শীত ও গ্রীষ্মকালে) দামেস্ক (সিরিয়া) যেতেন যা সূরা আল কুরাইশে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে তারা অবশ্যই মুসলিম-অমুসলিম সবার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।

অমুসলিমদের সাথে শরিকানায় ব্যবসা করা : কোনো অমুসলিমকে বিশ্বস্ত, আমানতদার ও অভিজ্ঞ মনে হলে তার সাথে শরিকানায় ব্যবসা করায়ও কোনো আপত্তি নেই –যদি শরিয়াহ বিরোধী কার্যক্রম যেমন- অবৈধ ব্যবসা, হারাম পণ্য বিক্রয়, মানুষের সাথে প্রতারণা ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ততা না থাকে। তাদের সাথে ধর্মীয় দিক দিয়ে আন্তরিক ভালোবাসা রাখা হারাম হলেও কিন্তু দুনিয়াবি সম্পর্ক ও লেনদেনে কোনো বাধা নেই –ইন্‌শা-আল্লাহ।

অমুসলিমদের ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা ও দোকানে কাজ করার বিধান : মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের ঘর-বাড়ি বা তাদের পরিচালিত কল-কারখানা ও দোকানে চাকরি করাও দোষণীয় নয়। তবে শর্ত হলো– কোনো হারাম কাজে যুক্ত হওয়া যাবে না বা হারাম কাজে সহায়তা করা যাবে না। যেমন- মদ, শুকুরের গোস্ত, বিড়ি-সিগারেট, বাদ্যযন্ত্র, বিধর্মীদের ধর্মীয় উপকরণ, বেপর্দা নারীদের সংশ্রব, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা নির্মাণ বা সংস্কার ইত্যাদি।

কেননা, আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহায়তা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

“সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।”[১৪৯]

সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া এবং গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ফাতাওয়া : “বৈধ ব্যবসায়িক কাজে কাফিরদের সাথে অংশগ্রহণ করা জায়িয আছে মুসলিমদের মধ্যে যে অংশগ্রহণ করবে সে যদি মানুষকে ঠকানো বা নিজে প্রতারিত হওয়া অথবা মহান আল্লাহর হারামকৃত যে সকল কার্যক্রম রয়েছে, যেমন- সুদ, জুয়া, ধোঁকা ইত্যাদি থেকে নিরাপদে থাকে। তবে সংশয়-সন্দেহ, মানুষের অভিযোগ-আপত্তি এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা থেকে দূরে থাকার স্বার্থে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ না করাই ভালো।”[১৫০]

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে ইসলামের চিত্তাকর্ষক ও সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্যগুলো আত্মস্থ এবং অনুশীলন করার মাধ্যমে ইসলামের সুমহান বার্তাকে অমুসলিমদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

[১৪৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৭৫।*
[১৪৬] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, ৪০/বন্ধক, হা. ১৫৭৬।*
[১৪৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৫০৯।*
[১৪৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৬১।*
[১৪৯] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ২।*
[১৫০] *ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমা- পৃ. ৬৫।*

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

প্লে স্টোরে ক্ষতিকর অ্যাপ চেনার উপায়

মাঝে মাঝেই শোনা যায় প্লে স্টোর ক্ষতিকর অ্যাপ সরিয়ে নিয়েছে। এই সংখ্যা কিন্তু নেহাত কম নয়। হাজার হাজার এমন অ্যাপ সরিয়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত গুগল। ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার জন্যই এই কাজ করে গুগল।

গুগলের প্লে স্টোরে রয়েছে লাখ লাখ অ্যাপ। যখন যা প্রয়োজন ডাউনলোড করে নিতে পারছেন। তবে এই প্লে স্টোরেও রয়েছে ক্ষতিকর অ্যাপ। যা একেবারে আসল অ্যাপের মতোই দেখতে। হ্যাকরা এসব অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ফোনের বিভিন্ন ডাটা চুরি করে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে লাখ লাখ অ্যাপের মধ্যে ক্ষতিকর বা ভুয়া অ্যাপ আপনি চিনবেন কীভাবে? এর কয়েকটি উপায় আছে। যেগুলো খেয়াল রাখলে আপনি এসব অ্যাপ সহজেই চিনতে পারবেন– নতুন অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে দেখতে হবে, অ্যাপটির উৎস কী। অর্থাৎ- ডেভেলপারের নাম, তৈরির সময়, কী কী ফিচার রয়েছে।

অ্যাপের বিবরণ, বিশেষ করে ভাষা এবং বানানে যদি কোনো অসঙ্গতি বা ভুল থাকে, তাহলে সেটি একটি সতর্ক সঙ্কেত হতে পারে।

ব্যবহারকারীরা কী মতামত দিচ্ছেন। অ্যাপের রিভিউ এবং রেটিংগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যদি অধিকাংশ রিভিউ নেতিবাচক হয় বা একই ধরনের ভাষা ব্যবহার করে লেখা হয়, তাহলে সেটি নকল বা ক্ষতিকারক অ্যাপ হতে পারে।

অ্যাপটি ইনস্টল করার সময়ে যদি আপনার ফোনের অডিও, ভিডিও, ক্যামেরা, লোকেশন, ব্যক্তিগত তথ্যের অনুমতি চায়, ইনস্টল করবেন না। *[সূত্র : ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক]*

স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে আসছে শিশু-কিশোরেরা : সমীক্ষা

স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে নিজ উদ্যোগেই বিরতি নিচ্ছে বিশ্বের বহু শিশু ও কিশোর। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা সংস্থা জিডবি-উআই-এর এক সমীক্ষা বলছে, ২০২২ সালের তুলনায় ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে স্মার্টফোন, কম্পিউটার ও ট্যাব থেকে বিরতি নেওয়ার প্রবণতা ১৮ শতাংশ বেড়ে ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। ১৮টি দেশের ২০ হাজার শিশু ও অভিভাবকের ওপর চালানো এক জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে।

এই বিরতির পেছনে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মনোযোগ ধরে রাখা ও প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা। তারা এখন বুঝতে পারছে– সোশ্যাল মিডিয়া সব সময় তাদের মঙ্গল বয়ে আনছে না। তাই নিজেরাই স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণে ‘ডু নট ডিস্টার্ব’ মোড চালু রাখা, নোটিফিকেশন বন্ধ করা, এমনকি অ্যাপ ডিলিট করাসহ নানা উদ্যোগ নিচ্ছে।

অধ্যাপক সোনিয়া লিভিংস্টোন বলেন, শিশুরা এখন অনলাইন জীবনের নেতিবাচক দিক ঠেকাতে কৌশলী হচ্ছে– নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনাও করছে। অনেক তরুণ মনে করে, তারা অতিরিক্ত স্বাধীনতা পেয়েছিল এবং ভবিষ্যতে তারা নিজেদের সন্তানের জন্য এই ভুল করবেন না।

এক জরিপে দেখা গেছে, অর্ধেকের বেশি তরুণ এমন এক পৃথিবী চান, যেখানে ইন্টারনেট নেই। আবার ৭৫ শতাংশ বলছে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের পর নিজেদের সম্পর্কে খারাপ লাগে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি নেওয়া ইতিবাচক– যদি সেই সময়টিকে স্বাস্থ্যকর কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়। তবে শুধু বিরতি নয়, এর স্থায়িত্ব ও প্রভাব নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে। তবু এই নতুন সচেতনতাকে তরুণদের ‘নীরব বিদ্রোহ’ হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা।

[তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান]

নতুন এক রহস্যময় জীবের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা

বিজ্ঞানীরা নতুন এক জীবের কোষীয় সত্তার খোঁজ পেয়েছেন, যার মধ্যে প্রাণ ও প্রাণহীন উভয় অবস্থান দেখা গেছে। কানাডার নোভা স্কশিয়ার হ্যালিফ্যাক্সের ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রিও হারাডারের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী সামুদ্রিক প্ল্যাঙ্কটন সিথারিস্টেস রেজিয়াসের ব্যাকটেরিয়া জিনোম বিশ্লেষণের সময় অদ্ভুত এই জীবের খোঁজ পান। বায়ো আর্কাইভ সাময়িকীতে রহস্যময় জীবটির বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন জীবের নামকরণ হয়েছে সুকুনাআর্কিয়াম মিরাবিল। আর্কিয়া ডোমেনের অন্তর্গত জীবটি তার হোস্টের কাছ থেকে কিছু কাজ ভাগাভাগি করে থাকে। এই জীব নিজস্ব রাইবোসোম ও আরএনএ তৈরি করতে পারে। জীবটির জিনোম আশ্চর্যজনকভাবে বেশ ছোট, যা ক্ষুদ্রতম আর্কিয়াল জিনোমের প্রায় অর্ধেক।

বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, সাধারণত ভাইরাসের জীবন ও কার্যকারিতা নির্ভর করে হোস্টের ওপর। অন্যদিকে নতুন প্রাণের সত্তা বেশ জটিল। সাধারণ জীবনের সঙ্গে ভাইরাসের মতো সত্তাকে মেলানো যায় না। সুকুনাআর্কিয়াম মিরাবিল নামকরণ হয়েছে জাপানের এক দেবতার নামে। এই দেবতা তার ছোট আকারের জন্য পরিচিত।

জীবটিতে নিজস্ব রাইবোসোম ও বার্তাবাহক আরএনএ তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় জিন রয়েছে। সুকুনাআর্কিয়ামের আবিষ্কার কোষীয় জীবনের প্রচলিত সীমানাকে সামনে ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। নতুন আবিষ্কৃত জীবটি ভাইরাস ও কোষের মধ্যকার প্রাণ ও প্রাণহীন অবস্থার মধ্যকার রেখাটি অতিক্রম করছে বলেও ধারণা করছেন তারা। *[সূত্র : পপুলার মেকানিকস]*

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

কবিতা

বিভৎস স্মৃতি

ডা. সুলতান আহমদ

মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ উত্তরায়
সেকেলের প্রশিক্ষণ যুদ্ধ বিমান বিধ্বস্ত হয়।
নিমিশেই লেলিহান অগ্নিশিখায়
তরতাজা প্রাণ মুকুলেই ঝরে যায়।

ক্ষণিক পরেই হতো ছুটি
ছাত্র শিক্ষক ছুটোছুটি–
কিন্তু নাহ্! বিধাতার বিধান
চোখের পলকেই অঙ্গার তাজা তাজা প্রাণ।

মানবতার বীর প্রতীক শিক্ষক মাহরীন
শোধ হবে না কভু তোমার ঐ ঋণ।
তোমার ছোট দু'টি সন্তান, সাজানো সংসার
তবুও নাই খেয়াল, জীবন বাজি রেখে করেছো উদ্ধার।
রক্ষা পেয়েও হলো না রক্ষা
ছাত্রদের দিলে স্মরণীয় সুরক্ষা।
নিজের জীবন করে উৎসর্গ
রচিত হলো তোমারই স্বর্গ।

কত শিক্ষক, কত শিক্ষার্থী হলো যে শহীদ
শোকের মাতম, না হয় শান্ত হৃদ।
কত না স্বজনের আহাজারী
আকাশ বাতাস কত না ভারী।
কত না স্বপ্ন ছিল মনে
নিমিষেই ঘোর অমানিশা ভূবনে।
ছাত্র শিক্ষকের নিভে গেল জীবন বাতি
রয়ে গেলে শুধু বিভৎস স্মৃতি।

চিকিৎসায় আছে যারা
করুণ আর্তনাদে দিশেহারা।
বাঁচার তাগিদ, কষ্টের আহাজারী
রহম কর আল্লাহ! তুমিই যে শিফাকারী।*

ঘটনা : ২১/০৭/২০২৫ খ্রি. রচনা : ২৪/০৭/২০২৫ খ্রি.।

দাও মুক্তি

মো. গিয়াসউদ্দিন*

হে মহান প্রভু! তুমি আমাকে করেছ সৃষ্টি,
আমার ওপর থেকে নিও না ফিরিয়ে দৃষ্টি।
সকল বিষয়ে তুমি দিও মোরে রহমত,
যেদিন সংঘটিত হবে রোজ কিয়ামত।

হে প্রভু! এমন 'আমল হতে বাঁচাও মোরে,
যে 'আমল সবার সম্মুখেই লজ্জিত করে।
এমন ধোঁকাবাজ বন্ধু হতে বাঁচাও মোরে,
যে কষ্ট দেয় সবসময় আমার অন্তরে।

হে আল্লাহ! দূর করো মোর দুঃখ-কষ্ট, ক্লান্তি,
তোমার কাছে চাই চিরদিনের চির শান্তি।
দুনিয়ার মোহ থেকে তুমি দাও মোরে মুক্তি,
সত্যের পথেই করো ধাবমান, দাও তৃপ্তি।

এমন সন্তান চাই না যে ডেকে আনে বিপদ,
এমন সম্পদ দিও না যা নষ্ট করে ইজ্জত;
দিও না এমন 'ইয়াকীন' শির্ক থাকে গোপন,
ঈমান আনার পর হয় সন্দেহ পোষণ।

হে আল্লাহ! দিও নাকো মোরে হঠাৎ মরণ,
হিংস্র প্রাণীর আঘাত, সাপের দংশন,
জিহাদী মাঠ থেকে যেন না করি পলায়ন,
হে আল্লাহ! তুমি দাও মোরে শহীদি মরণ।

হে আল্লাহ! ভয় করি আমি দুষ্ট শয়তান,
শেষ বিচার দিনের আগুনের লেলিহান।

৭০২, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬।

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

জমঈয়ত সংবাদ

টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তের ইমাম সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন

টাঙ্গাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে আয়োজিত "ইমাম সম্মেলন-২০২৫" সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত শনিবার, ২৬ জুলাই সকাল ৯টায় টাঙ্গাইল জেলার শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা জমঈয়তের উদ্যোগে এক ইমাম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এ আয়োজনে জেলার ১১টি উপজেলা থেকে প্রায় ৫০০ জন ইমাম ও খতীব অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন : "ইমামগণ হচ্ছেন সমাজের পথপ্রদর্শক ও নৈতিকতার প্রহরী। মসজিদ কেবল 'ইবাদতের স্থান নয়; এটি একটি দাওয়াতি, সামাজিক ও শিক্ষামূলক কেন্দ্র। তাই যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইমামদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ করা অপরিহার্য।" তিঁনি আরও বলেন, "আহলে হাদীসের দাওয়াতি আন্দোলনে ইমামদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জনগণের মাঝে দ্বীন প্রচারে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে ইনশা'আল্লাহ ইমামগণ নতুন করে উজ্জীবিত হবেন।"

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। তিনি বলেন, "সমাজে ইসলামী আদর্শের বাস্তব রূপায়নে ইমামদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্যই হলো– ইমামগণ যেন যুগের চাহিদা অনুযায়ী জ্ঞান, ফিকহ, দাওয়াহ ও সমাজগঠনমূলক বিষয়গুলোতে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন।" তিনি আরো বলেন, "আপনারা মিম্বারে দাঁড়িয়ে কুরআনের ভাষায় কথা বলুন, হাদীসের আলোকে সমাজকে আলোকিত করুন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাসের সাথে দায়িত্ব পালন করুন।"

প্রশিক্ষক ও বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান হোসেন, সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবু আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম ও শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন এবং বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ শাইখ ড. মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টাংগাইল জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মদ নাজমুস সাকিব এবং সঞ্চালনায় ছিলেন জেলা সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হোসেন।

সম্মেলনের কার্যক্রমে ছিল– ইমামদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, বক্তব্য প্রতিযোগিতা, সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান, প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট ও উপহার বিতরণ এবং সমাপনী অনুষ্ঠান।

সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জমঈয়তের অন্যতম উপদেষ্টা ও সৃষ্টি শিক্ষা পরিবার এর চেয়ারম্যান ড. শরীফুল ইসলাম রিপন।

যশোর জেলা জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস যশোর সাংগঠনিক জেলার কাউন্সিল অধিবেশন ও সুধী সমাবেশ গত ১৯ জুলাই, শনিবার যশোর শহরের বকচর আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় শুরু হওয়া এ অধিবেশন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। গেস্ট অব অনার ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। প্রধান আলোচক ছিলেন নির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য শাইখ ড. মুযাফফর বিন মহসিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমদ। জেলা জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলীর সভাপতিত্বে এবং সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

তৌহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতেই দরসে কুরআন পেশ করেন যশোর জেলা জমঈয়তের শুব্বান বিভাগের সেক্রেটারি মাওলানা ইকবাল হোসাইন। এরপর জেলা সেক্রেটারি মোহাম্মদ মোরশেদ আলম বিগত সেশনের সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

পরে সভাপতির পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম বর্তমান কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা করে বলেন, যাঁরা পূর্ববর্তী কমিটিতে দায়িত্বে ছিলেন কিংবা ভবিষ্যতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাদেরকে নির্বাচন পরিচালনার কাজ থেকে বিরত রাখা হবে, যেন নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হয়। তাছাড়া নির্বাচন পরিচালনাকারী নিজেই যদি নিজেকে নির্বাচিত করেন, তবে তা সুন্দর ও শোভনীয় হয় না। এরপর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ও জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টাদের সমন্বয়ে একটি নির্বাচন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়।

নির্বাচন পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা হলেন– মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, শাইখ ড. মুযাফফর বিন মহসিন, জেলা উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুল ওয়াদুদ ও মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। তাঁদের নেতৃত্বে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আগামী সেশনের জন্য নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক বলেন, "ইসলাম রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।" তিনি বিশ্ববিখ্যাত আলেম আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ফাতাওয়া উল্লেখ করে বলেন, "ভালো মানুষ যদি নির্বাচন থেকে দূরে থাকে, তবে সমাজে মন্দ লোকদের আধিপত্য তৈরি হবে। তাই ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে হলে নির্বাচনে অংশ নেওয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে। একজন ভালো মানুষ নির্বাচিত হলেও তা কল্যাণকর। এভাবেই পর্যায়ক্রমে জাতীয় সংসদ থেকে কুরআন-সুন্নাহ ও তাওহীদের মর্মবাণী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।" একইসঙ্গে তিনি আল্লামা শাইখ আব্দুল আযীয বিন 'আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ফাতাওয়াও তুলে ধরেন, যেখানে বলা হয়েছে– "ইসলামী শাসন তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ বৈধ।" তিনি আরও বলেন, "আহলে হাদীসরা রাজনীতিতে অংশ নিলেও তা প্রচলিত ধারার রাজনীতির মতো হবে না; বরং তা হবে নীতিনিষ্ঠ ও দ্বীনভিত্তিক, যা প্রচলিত রাজনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না।"

অধিবেশনের শেষপর্যায়ে আগামী সেশনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়। **নতুন কমিটির বিবরণ** নিচে দেওয়া হলো।

সভাপতি : অধ্যাপক আহমদ আলী, সহ-সভাপতিবৃন্দ : শাইখ মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ, মুহাম্মদ গোলাম রহমান, অধ্যাপক মো. মনিরুল ইসলাম, মাস্টার মো. লিয়াকত আলী, সেক্রেটারি : মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, কোষাধ্যক্ষ : মাস্টার মুহাম্মদ দীন ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি : অধ্যাপক তৌহিদুল ইসলাম ও অধ্যাপক আকবর হোসেন, সংগঠনিক সেক্রেটারি : হাফেয এস এস মাশকুর আলম, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক : শাইখ মুত্তালিব বিন ইমান, তা'লীম ও তাবরিয়াত সম্পাদক : প্রভাষক হাফেয নূরুজ্জামান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : মাস্টার মুহাম্মদ আব্দুল বারী, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক : মাওলানা মো. ইকবাল হুসাইন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক : হাফেয মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক : ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবীর, পাঠাগার সম্পাদক : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, দফতর সম্পাদক : মাস্টার মো. ইকবাল হোসেন।

সদস্যবৃন্দ– ইঞ্জি. মো. নজরুল ইসলাম, মাস্টাম মুহাম্মদ ওলিয়ার রহমান, মো. ফারুকুজ্জামান, মো. আব্দুর রাজ্জাক, মো. আবুল কাসেম, মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মো. আমানুল্লাহ, মো. আব্দুস সালাম, হাফেয হাসান আলী, মো. আব্দুস সাত্তার, আলহাজ্জ মো. হোসেন আলী, মো. আব্দুর রাজ্জাক, মো. আব্দুল হালীম বাবুল, মো. ফরিদুল ইসলাম মধু, মো. শাহজাহান বিশ্বাস, মো. আব্দুল মাজীদ বিশ্বাস, মো. কাদেরুজ্জামান মিঠু, মাওলানা জয়নাল আবেদীন, মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম।

পরিশেষে দেশ জাতি এবং মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে অনুষ্ঠানের সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

যশোর শহর শাখা গঠন

নতুন কমিটির বিবরণ : সভাপতি- অধ্যাপক আকবর হোসেন, সহসভাপতি- মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ, মোহাম্মদ গোলাম রহমান ও মো. মুকুল হোসেন, সেক্রেটারি- তরিকুল আনোয়ার বুলবুল, সহ সেক্রেটারি- মোহাম্মদ ইমরান হোসেন, কোষাধ্যক্ষ- এস এম শফিউল ইসলাম, সাংগঠনিক সেক্রেটার- মোহাম্মদ আবু নাহিদ, দাওয়াহ ও

তাবলীগ সম্পাদক- আব্দুর রশীদ বিন মশিয়ার, শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক- কামাল আহমদ, দফতর সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী, পাঠাগার সম্পাদক- কামরুজ্জামান ফারুক, সদস্যবৃন্দ- নাসিম উদ্দিন পলাশ, সাইফুল ইসলাম রানা, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, সাজ্জাদুর রহমান ও মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

জমঈয়তের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়া পরিদর্শন

গত ২৭ জুলাই রবিবার সকাল ১১টায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীনের মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়া পরিদর্শন এবং শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হন। বাদ যুহর তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত নসিহা প্রদান করেন, যেখানে তিনি কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা, ইখলাস ও তাক্বওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বাদ আসর তিনি “শিক্ষার মান উন্নয়ন” শীর্ষক একটি সেমিনারে শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে মতবিনিময় করেন। এতে মাদরাসার প্রিন্সিপাল শাইখ মাসউদুল আলম উমরী এবং অন্যান্য সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষকদের উদ্দেশে ড. রঈসুদ্দীন বলেন, দ্বীনি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে হলে ‘ইল্‌ম, আখলাক ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে এগোতে হবে।

উত্তরা দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা জমঈয়ত গঠন

অদ্য ১৫ জুলাই মঙ্গলবার উত্তরা এলাকা জমঈয়ত কার্যালয়ে উত্তরা দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা গঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি মুহাম্মদ গোলাম রহমান। উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ ও অফিস সেক্রেটারি আর্কিটেক্ট মো. আলমগীর হোসেন। সভাপতির বক্তব্যে মুহাম্মদ গোলাম রহমান উত্তরা এলাকা গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, আজ থেকে এক বছর আগেও উত্তরায় আহলে হাদীসদের ঐক্যবদ্ধ কোনো প্লাটফর্ম ছিল না। পৃথকভাবে সালাফী আকীদাহ ও মানহাযের দাওয়াহ পরিচালিত হলেও পারস্পরিক কোনো বন্ধন ছিল না।

আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃহত্তর উত্তরা এখন একটি ছাতার নিচে আসতে শুরু করেছে। বিধায় কাজকে সহজীকরণের জন্য বৃহত্তর উত্তরাকে আমরা চারটি শাখা বা ইউনিটে বিভক্ত করেছি। তুরাগ, ধরেঙ্গারটেক ও রানাভোলা নিয়ে আমাদের একটি সাংগঠনিক ইউনিট গঠিত হয়েছে। আজ উত্তরা সাউথ-ইস্ট ব্রাঞ্চ গঠন উপলক্ষে আমরা একত্রিত হয়েছি। ইন্ শা-আল্লাহ আগামী এক মাসের মধ্যে আমরা উত্তরা ইস্ট ও উত্তরা নর্থ-ওয়েস্ট ব্রাঞ্চ গঠনের কাজ সম্পন্ন করব। আমরা কেবল মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক্ব কামনা করি। অতঃপর উপস্থিত দায়িত্বশীলদের পরামর্শের ভিত্তিতে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। **কমিটির বিবরণ :**

আহ্বায়ক : মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা, যুগ্ম আহ্বায়ক : অধ্যাপক মো. আশরাফুল আলম ও মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, সদস্য সচিব : হাফেয মুহাম্মদ সোলাইমান খান, যুগ্ম সদস্য সচিব : মুহাম্মদ রাসেল কবীর।

সদস্যবৃন্দ : মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইঞ্জিনিয়ার আবু সাইদ আল মারুফ, ইঞ্জিনিয়ার এইচ. এম আসিফ রব্বানী, মোস্তফা জামান, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, তালুকদার আলিফ মাহমুদ।

পাঁচরুখীতে জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ৩৫তম মাসিক তাবলিগ আলোচনা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার পাঁচরুখী এলাকার কুমারটেক জামে মসজিদে জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে ৩৫তম মাসিক তাবলিগি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ জুলাই, শনিবার, বাদ আসর থেকে শুরু হয়ে বাদ মাগরিব পর্যন্ত এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ আব্দুল মতিন।

বাদ আসর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন: শাইখ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, শাইখ রিদোয়ান, ও শাইখ মনিরুজ্জামান মনির।

বাদ মাগরিব বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দা’ওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক শাইখ মাসউদুল আলম উমরী ও মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখীর উপাধ্যক্ষ শাইখ ফকির আমিনুল ইসলাম মাদানী। শেষে এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি আলহাজ্ব নাসির ভূইয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাস্থ্য-গণসচেতনতা

“মানবদেহে গুরুত্বপূর্ণ হরমোন কার্যকারিতা এবং ভারসাম্যহীনতার প্রভাব”

ভূমিকা : মানবদেহে হাজারো শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া চলমান থাকে, যার অধিকাংশই হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হরমোন হলো বিশেষ রাসায়নিক বার্তাবাহক যা নির্দিষ্ট গ্রন্থি থেকে নিঃসরণ হয়ে রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। হরমোনের ভারসাম্য সুস্থতা নিশ্চিত করে, আবার সামান্য বিচ্যুতিও শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণ হতে পারে।

প্রধান হরমোন ও তাদের ভূমিকা : ১. ইনসুলিন (Insulin) : উৎপত্তিস্থল– অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ। মূল কাজ– রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষে শক্তি হিসেবে সংরক্ষণে সাহায্য করে। ঘাটতিতে– টাইপ ১ ডায়াবেটিস-শরীর ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না। অতিরিক্ততায়– ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, ওজন বৃদ্ধি, টাইপ ২ ডায়াবেটিস। **২. থাইরয়েড হরমোন (T3 ও T4) :** উৎপত্তিস্থল– থাইরয়েড গ্রন্থি। মূল কাজ– বিপাক হার নিয়ন্ত্রণ, হৃদস্পন্দন, তাপমাত্রা, ওজন। ঘাটতিতে (Hypothyroidism)– ক্লান্তি, চুল পড়া, ওজন বৃদ্ধি, মনোযোগ হ্রাস। অতিরিক্ততায় (Hyperthyroidism)– ঘুমহীনতা, নার্ভাসনেস, হ্রাসপ্রাপ্ত ওজন। **৩. কর্টিসল (Cortisol) :** উৎপত্তিস্থল– অ্যাডরিনাল গ্রন্থি। মূল কাজ– স্ট্রেস রেসপন্স, প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ, রক্তচাপ ও রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ। ঘাটতিতে– ক্লান্তি, রক্তচাপ কমে যাওয়া (অ্যাডিসন ডিজিজ)। অতিরিক্ততায়– স্থূলতা, উচ্চ রক্তচাপ, অনিদ্রা (কুশিং সিনড্রোম)। **৪. টেস্টোস্টেরন (Testosterone) :** উৎপত্তিস্থল– পুরুষদের অণ্ডকোষে এবং নারীদের অ্যাডরিনালে অল্প পরিমাণে। মূল কাজ– যৌনস্বাস্থ্য, পেশি বৃদ্ধি, হাড়ের ঘনত্ব। ঘাটতিতে– যৌন দুর্বলতা, ক্লান্তি, পেশিশক্তি হ্রাস। অতিরিক্ততায়– মেজাজ খিটখিটে হওয়া, ব্রণ বৃদ্ধি। **৫. এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন :** উৎপত্তিস্থল– ডিম্বাশয়। মূল কাজ– নারীদের ঋতুচক্র, প্রজনন, গর্ভাবস্থা নিয়ন্ত্রণ। ঘাটতিতে– ঋতুচক্রের গোলযোগ, বন্ধ্যাত্ব, মেনোপজজনিত সমস্যা। অতিরিক্ততায়– ইউটারিন ফাইব্রয়েড, ব্রেস্ট টেনশন, মুড সুইং। **৬. গ্রোথ হরমোন (GH) :** উৎপত্তিস্থল– পিটুইটারি গ্রন্থি। মূল কাজ– শিশুদের বৃদ্ধি, পেশি ও হাড় গঠনে ভূমিকা। ঘাটতিতে– বামনত্ব, ক্লান্তি, দুর্বল রোগপ্রতিরোধ। অতিরিক্ততায়– অতিরিক্ত উচ্চতা (জায়ান্টিজম), মুখ ও হাত পায়ের হাড় মোটা হওয়া।

হরমোনাল ভারসাম্য রক্ষার উপায় : সুষম খাদ্য– প্রচুর ফল, শাকসবজি, স্বাস্থ্যকর চর্বি, প্রোটিন। **পর্যাপ্ত ঘুম–** প্রতিরাতে ৭-৮ ঘণ্টা। **মানসিক প্রশান্তি–** জিকির, মেডিটেশন, চাপ নিয়ন্ত্রণ। **নিয়মিত ব্যায়াম–** হরমোন সংবেদনশীলতা বাড়ায়। **কেমিক্যালমুক্ত জীবনযাপন–** প্লাস্টিক, প্রসাধনী, প্রক্রিয়াজাত খাবার কমানো। **নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা–** বিশেষ করে থাইরয়েড, ইনসুলিন, প্রজনন হরমোন।

উপসংহার : হরমোন হলো দেহের চুপচাপ চলা এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক। এর ভারসাম্য রক্ষা না হলে শরীর ও মন –দু’টোই বিপর্যস্ত হয়। তাই প্রাকৃতিক জীবনযাপন, সচেতনতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মাধ্যমে হরমোনাল স্বাস্থ্য রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব

অবহেলিত অভ্যাস : আমাদের অনেকের মধ্যেই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অভ্যাস রয়েছে, বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে এটি যেন একটি স্বাভাবিক বিষয়। অথচ এই সামান্য অবহেলা হতে পারে পাথর, সংক্রমণ, অশুচিতা ও ধর্মীয় গুনাহ-এর কারণ। ইসলামী আদব ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান-উভয়ই এ বিষয়ে সতর্ক করে। **স্বাস্থ্যগত ক্ষতি ও ঝুঁকি : ১. মূত্রনালীর সংক্রমণ (UTI)–** দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে প্রস্রাব আংশিক থেকে যেতে পারে, যা ব্যাকটেরিয়ার জন্ম দেয় এবং ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন সৃষ্টি করে। **২. মূত্রথলিতে চাপ ও পাথর–** সম্পূর্ণ খালি না হওয়ায় ব্লাডার স্টোন বা কিডনি স্টোনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। **৩. প্রস্টেটের সমস্যা–** প্রস্টেট বড় হলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করায় প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি প্রস্টেট হাইপারপ্লেসিয়া বা ইনফ্লেমেশন সৃষ্টি করতে পারে। **৪. পোশাক ও আশপাশে ছিটা পড়া–** প্রস্রাবের ছিটা পোশাকে লাগলে তা নাপাক হয়, যা পরে ত্বকে ইনফেকশন এমনকি স্কিন ডিজিজ-ও সৃষ্টি করতে পারে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ : রাসূল (ﷺ) সাধারণত বসে প্রস্রাব করতেন। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি কেবল নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ছিল, তবে নিয়ম নয়। ‘রাসূল (ﷺ) অধিকাংশ সময় বসে প্রস্রাব করতেন’ *(তিরমিযী- ১২)*। হাদীসে আরো বলেন, “প্রস্রাব থেকে বাঁচো, কারণ অধিকাংশ কবরের শাস্তি প্রস্রাবের কারণে হয়” *(ইবনু মাজাহ্- ৩৪৮)*।

বিশেষজ্ঞ মতামত : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে “বসা অবস্থায় প্রস্রাব করলে মূত্রথলি বেশি ভালোভাবে খালি হয়, যা কিডনি ও ইউরিনারি সিস্টেমের জন্য স্বাস্থ্যকর।

সতর্কতা ও পরামর্শ : ∴ যতটা সম্ভব বসে প্রস্রাব করুন-ঘরে, বাইরে, সবখানে। ∴ প্রস্রাবের পর ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার হোন। ∴ ছিটা থেকে রক্ষা পেতে সময় নিয়ে প্রস্রাব সম্পন্ন করুন। ∴ শিশুদের ছোটবেলা থেকেই বসে প্রস্রাবের অভ্যাস করান।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা শুধু একটি অভ্যাস নয়, এটি শরীর, ধর্ম ও পরিচ্ছন্নতা–তিনটিতেই প্রভাব ফেলে। আমরা যদি এই অভ্যাসকে গুরুত্ব দিয়ে সংশোধন করি, তবে নিজেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি ও ধর্মীয় গাফিলতি থেকে রক্ষা করতে পারব। সুস্থ থাকতে, পবিত্র থাকতে, বসে প্রস্রাব করুন। ইসলামিক আদব ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই মিলিত পরামর্শই আপনার জন্য কল্যাণকর। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : যারা মিউজিক শুনে তাদের কানে উত্তপ্ত গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে– এ কথার সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

আবূ নাসীর আল বাশীর
লালবাগ, ঢাকা।

জবাব : গান-বাজনা হারাম। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস আছে। কিন্তু উপরিউক্ত শাস্তি সম্পর্কিত হাদীসটি বাতিল ও বানোয়াট। হাদীসটি হলো–

من جلس إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة.

“যে ব্যক্তি গান শুনার উদ্দেশ্যে গায়িকাদের মাজলিসে বসে, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তার কানে (উত্তপ্ত গলিত) সীসা ঢেলে দিবেন।” *[ইবনু আসাকির-আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ‘ সূত্রে বর্ণিত]*

বিজ্ঞ মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে এটি একটি বানোয়াট বা বাতিল হাদীস যা রাসূল (ﷺ) থেকে প্রমাণিত নয়।

এ ব্যাপারে কয়েকজন মুহাদ্দিস-এর অভিমত হলো–

ইবনুল জাওযী ইমাম আহমাদ সূত্রে আল ইলালুল মুতানাহিয়াহ গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি বাতিল। ***(ইলালুল মুতানাহিয়াহ- ২/৭৮৬)***

ইবনু হাযম বলেন, এটি موضوع বা বানোয়াট। ***(আল মুহাল্লা- ৫/৫৭)***

শাইখ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি موضوع বা বানোয়াট।

(যাইফুল জামে‘- হা. ৫৪১০) –আল্লাহু আ‘লাম

জিজ্ঞাসা (০২) : আমি যে মসজিদে সালাত করি সেখানে জুমু‘আর খুতবার আগে বয়ান করা হয় এবং সুন্নাতের জন্য আলাদা সময় দেওয়া হয়। এখন আমার করণীয় কী? বয়ান শুনবো নাকি সালাত আদায় করবো?

মুরাদ হাসান
কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

জবাব : এ ব্যাপারে প্রকৃত সুন্নাত হলো, একজন মানুষ জুমু‘আর দিন জুমু‘আর সালাতের উদ্দেশ্যে যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন খুতবাহ্ শুরুর আগ পর্যন্ত দুই রাকআত দুই রাকআত করে যথাসাধ্য নফল সালাত আদায় করবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُوْرُ عَنِ الصَّحَابَةِ، كَانُوْا إِذَا أَتَوُا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّوْنَ مِنْ حِيْنِ يَدْخُلُوْنَ مَا تَيَسَّرَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّيْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّيْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّيْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّيْ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ.

সাহাবীদের থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জুমু‘আর দিন যখন মসজিদে যেতেন তখন মসজিদে প্রবেশের পর যথাসাধ্য সালাত পড়তেন। কেউ পড়তেন দশ রাকআত, কেউ পড়তেন বারো রাকআত, কেউ পড়তেন আট রাকআত আর কেউ পড়তেন তার চেয়ে কম। ***(মাজমূউল ফাতাওয়া- ২৪/১৮৯)***

কিন্তু মসজিদে প্রবেশ করার পর দুই রাকআত সালাত না পড়ে বসে যাওয়া, বয়ান নামক বিদআতি বক্তৃতা দেওয়া এবং এ সময় কেউ সালাত পড়তে চাইলে নিষেধ করা সব শরিয়াহ বহির্ভূত কাজ। –আল্লাহু আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : আমরা ছোটোবেলা মক্তবে শিখেছি– তায়াম্মুম করার সময় পাক মাটিতে দুই বার হাত মেরে প্রথমে মুখমণ্ডল এবং পরে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করতে হয়। বর্তমানে শুনছি একবার মাটিতে হাত মেরে তায়াম্মুম করা অধিকতর বিশুদ্ধ। আসলে কোন্‌টি সঠিক? দয়া করে জানিয়ে ধন্য করবেন।

মুরাদ হোসেন
কুটুম্বপুর, কুমিল্লা।

জবাব : আপনি পরবর্তীতে যা শুনেছেন, তা-ই সঠিক এবং সহীহ সুন্নাহর অনুসরণের দিক থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে– প্রিয় নবী (ﷺ) একবার মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করে তায়াম্মুম সম্পন্ন করতে শিখিয়েছেন। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩১)*** আর সহীহ

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

মুসলিম-এ তায়াম্মুম করার পূর্ণ পদ্ধতি এভাবে বর্ণিত হয়েছে– "তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, তুমি দুই হাত মাটিতে মারবে। অতঃপর তা ফুঁ দিয়ে তদ্দ্বারা তোমার মুখমণ্ডল দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে।" ***(সহীহ মুসলিম- হা. ৩৬৮)***

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, একবার মাটিতে হাত মেরে তায়াম্মুম করাটাই সুন্নাত। তবে কোনো কোনো সাহাবীর 'আমল উল্লেখ করে কেউ কেউ দুই বার মাটিতে হাত মেরে প্রথমে মুখমণ্ডল ও পরে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ***(ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী 'ফাতহুল বারী'- ১/৪৪৪ ও ৪৪৫ পৃ.)*** এ মতটি প্রথমটির তুলনায় দুর্বল। মহান আল্লাহই অধিক জানেন (আল্লাহু আ'লাম)।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আমরা স্বামী স্ত্রী জামা'আতে সালাত আদায় করি। এখন আমার প্রশ্ন হলো– কে ইকামত দিবে এবং আমার স্ত্রী কোথায় দাঁড়াবে?***

এল. রহমান

খিলক্ষেত, ঢাকা।

জবাব : মহিলাদের আযান ও ইকামাত কোনোটাই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে প্রমাণিত নেই। সুতরাং মহিলারা যেমন আযান দিবে না অনুরূপ ইকামতও দিবে না। তারা আযান ও ইকামত বিহীন সালাত আদায় করবে। সৌদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের ফাতাওয়া এই যে, মহিলাগণ একাকি সালাত আদায় করুক অথবা জামা'আতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করুক; কোনো অবস্থাতেই তাদের জন্য ইকামত প্রদানের কোনো বিধান নেই। যেমন- তাদের জন্য আযানেরও কোনো বিধান নেই। ***(ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ্ দায়িমাহ- ৮৪/৬)***

আল্লামা বিন বায (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আযান ও ইকামাত এটা কেবল পুরুষদের জন্যই প্রযোজ্য।

সুতরাং স্ত্রী স্বামীর সাথে জামা'আতে সালাত আদায় করলে স্ত্রী ইকামাত দিবে না; বরং স্বামীই ইকামাত দিবে। তবে হ্যাঁ, মহিলাগণ মুআয্যিন নিয়োগ দিতে পারেন। যেমন- নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মু ওয়ারাকাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র জন্য একজন মুআয্যিন নিয়োগ করেছিলেন। যিনি শুধু আযান দিতেন আর উম্মু ওয়ারাকাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অন্যান্য নারী সদস্যদের ইমামতি করতেন। ***(সুনান আবূ দাঊদ)***

কিন্তু হাদীসটি দুর্বল, কেননা উক্ত হাদীসের সনদে আব্দুর রহমান বিন খাল্লাদ নামক বর্ণনাকারী অজ্ঞাত।

স্বামী কিংবা কোনো মাহরামের সাথে জামা'আতে সালাত আদায়কালীন মহিলা সর্ব অবস্থায় পিছনে আলাদা কাতারে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

এ সংক্রান্ত দলিল সহীহাঈন তথা সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আমার দাদী মুলাইকাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খাওয়ার দা'ওয়াত দেন। বিশ্বনবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাবার খেলেন অতঃপর সকলকে নিয়ে সালাতে দাঁড়ালেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি আর একজন ইয়াতীম বালক নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে দাঁড়ালাম। আর আমাদের পিছনে বৃদ্ধা অর্থাৎ- আমার দাদী দাঁড়ালেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে ২ রাকআত সালাত আদায় করলেন অতঃপর তিনি চলে গেলেন। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮০)***

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমি জামা'আতে শামিল হতে এসে দেখি ইমাম সাহেব রুকূ'তে চলে গেছেন। এমতাবস্থায় আমি কীভাবে রুকূ'তে শরিক হব? আমি তাকবীর দিয়ে সরাসরি রুকূ'তে চলে যাব, না-কি তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে পরে রুকূ'তে যাব –বিষয়টি বুঝিয়ে বললে উপকৃত হতাম।***

মো. হারেস চৌধুরী

ঢুলিপাড়া, কুমিল্লা।

জবাব : প্রথমে আপনি তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে জামা'আতে শামিল হবেন এবং তাৎক্ষণিক ২য় তাকবীর দিয়ে রুকূ'তে যাবেন। কেননা, তাকবীরে তাহরীমা হলো সালাতের প্রথম রুকন, যা ব্যতীত সালাত হবে না। আর ২য় যে তাকবীরটি দিবেন, তা হলো রুকূ'তে যাওয়ার সময়ের তাকবীর। ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৭৫৭, ৭৮৯ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৩৯২ ও ৩৯৭; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১০০৬; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৬১; জামি' আত্ তিরমিযী- হা. ৩, সহীহ; আত্ তালখীস- হা. ৩২৪ ও ৪১৮)***

কোনো কোনো 'আলেম-এর মতে একটি তাকবীরই যথেষ্ট। এতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূ'র তাকবীর দুটির নিয়ত একসাথে করলে চলবে। ***(আল-মুগনী- ইবনুল কুদামা, ২/১৮৩)***

শাইখ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ) ২টি তাকবীর দেওয়াকে অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। ***(মাজমূআ ফাতাওয়া- বিন বায, ১১/২৪৪)***

তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, তাকবীরটি যেন ক্বিয়াম বা পূর্ণাঙ্গ দাঁড়ানো অবস্থায় হয়। ***(শারহুল মুমতিআ- ইবনু 'উসাইমীন, ৪/১২৩)***

তবে সালাত-এর ন্যায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদতে কারো অভিমতের চেয়ে হাদীসকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

প্রচ্ছদ রচনা

শান্তি, ঐক্য ও ইসলামী স্থাপত্যের প্রতীক
নাইজেরিয়ার জাতীয় মসজিদ

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

আফ্রিকার জনবহুল দেশ নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন হলো জাতীয় মসজিদ। এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়; বরং নাইজেরিয়ার ধর্মীয় সহাবস্থান, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং আধুনিক ইসলামী স্থাপত্যকলার গর্বিত প্রতীক।

ইতিহাস ও নির্মাণকাল : নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগোস থেকে আবুজায় স্থানান্তরের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১৯৮৪ সালে এই মসজিদের নির্মাণ শুরু হয়। এটি পরিকল্পনা করেন ব্রিটিশ-নাইজেরিয়ান স্থাপনা প্রতিষ্ঠান AIM Consultants Ltd., আর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে Lodigiani Nigeria Ltd.।

মসজিদটি নির্মাণে সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যৌথ আর্থিক সহযোগিতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নির্মাণ শেষ হয় ১৯৮৫ সালে, মসজিদটি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হতে শুরু করে ১৯৯১ সাল থেকে, যখন আবুজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নাইজেরিয়ার রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

স্থাপত্যশৈলী ও কাঠামো : জাতীয় মসজিদটির গঠনশৈলী আধুনিক ইসলামী স্থাপত্যের অনন্য মিশ্রণ। সোনালি রঙের প্রধান গম্বুজ ও চারটি সুউচ্চ মিনার (প্রতিটি প্রায় ১২০ মিটার) একে দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে।

ভিতরে জ্যামিতিক নকশা, কাঁচের জানালা, মোজাইক ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে সজ্জিত এই মসজিদে রয়েছে প্রশস্ত নামাযের হলো, যা প্রায় ১০,০০০ মুসল্লি ধারণ করতে সক্ষম। পাশাপাশি বাহিরের চত্বর ব্যবহার করে আরও প্রায় ১৫,০০০ মানুষ একসাথে নামায আদায় করতে পারেন।

সুযোগ-সুবিধা ও পরিসেবা : জাতীয় মসজিদটি শুধুমাত্র ‘ইবাদতের স্থান নয়; বরং একটি ধর্মীয় কমপ্লেক্স। এতে রয়েছে–

❖ **সম্মেলন কক্ষ :** ধর্মীয় আলোচনার জন্য একটি কনফারেন্স হল।

❖ **লাইব্রেরি ও স্কুল :** ইসলামী গবেষণা ও শিক্ষার জন্য লাইব্রেরি ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

❖ **প্রশাসনিক ভবন :** যেখানে Murshid (প্রধান ইমাম) এবং সহকারী ইমামদের কার্যালয় অবস্থিত।

❖ **দোকান ও পার্কিং :** মসজিদের চত্বরে রয়েছে ইসলামিক সামগ্রী বিক্রির দোকান এবং পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা।

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব : জাতীয় মসজিদে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং সপ্তাহে শুক্রবারে জুমু‘আর নামায অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি শুক্রবার খুতবাহ্ দেওয়া হয় দেশের পাঁচটি প্রধান ভাষায়– আরবি, ইংরেজি, হাউসা, ইগবো ও ইয়োরুবা –যা দেশের ভাষাগত বৈচিত্র্য ও ঐক্যের প্রতীক।

এছাড়া ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, রমাযান ইফতার, ধর্মীয় সেমিনার, বইমেলা ও বিশেষ প্রার্থনাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে, মসজিদের ঠিক বিপরীতে অবস্থিত National Christian Centre-এর সাথে এই মসজিদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নাইজেরিয়ার ধর্মীয় সহনশীলতার দৃষ্টান্ত।

নেতৃত্ব ও প্রশাসন : মসজিদের ধর্মীয় দিক পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন Murshid (প্রধান ইমাম) এবং তিনজন সহকারী ইমাম। বর্তমানে ড. আবদুল কাদির সালমান সোলাগবেরু প্রধান ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নাইজেরিয়ার প্রথম ইগবো মুসলিম ইমাম হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

পর্যটন ও গবেষণা কেন্দ্র : নাইজেরিয়ার জাতীয় মসজিদ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য। এখানে শুধু ধর্মীয় পরিদর্শন নয়, ইসলামী শিল্প, ক্যালিগ্রাফি ও স্থাপত্য বিষয়ে গবেষণার সুযোগও রয়েছে।

আবুজার জাতীয় মসজিদ শুধু একটি প্রার্থনাস্থল নয়, এটি একটি জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের নিদর্শন। ইসলামী স্থাপত্যের আধুনিক প্রকাশ এবং ধর্মীয় সহাবস্থানের উদাহরণ হিসেবে এই মসজিদ আজ সমগ্র আফ্রিকায় গৌরবের স্থান দখল করে আছে। শান্তি, প্রগতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের এক অনন্য প্রতীক হয়ে আবুজার আকাশরেখায় এটি সদা জ্বলজ্বল করছে। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৪১-৪২ সংখ্যা ❖ ২৮ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ০২ সফর- ১৪৪৭ হি.

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (আগস্ট-২০২৫ ঈসায়ী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৪ : ০৭	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪১	০৮ : ০৪
০২	০৪ : ০৭	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪১	০৮ : ০৩
০৩	০৪ : ০৮	০৫ : ২৮	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪০	০৮ : ০২
০৪	০৪ : ০৮	০৫ : ২৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৪০	০৮ : ০১
০৫	০৪ : ০৯	০৫ : ২৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৯	০৮ : ০১
০৬	০৪ : ১০	০৫ : ৩০	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৮	০৮ : ০০
০৭	০৪ : ১০	০৫ : ৩০	১২ : ০৫	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৮	০৭ : ৫৯
০৮	০৪ : ১১	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৭	০৭ : ৫৮
০৯	০৪ : ১২	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৬	০৭ : ৫৭
১০	০৪ : ১২	০৫ : ৩১	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৬	০৭ : ৫৬
১১	০৪ : ১৩	০৫ : ৩২	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৫	০৭ : ৫৫
১২	০৪ : ১৩	০৫ : ৩২	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৪	০৭ : ৫৪
১৩	০৪ : ১৪	০৫ : ৩৩	১২ : ০৪	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫৩
১৪	০৪ : ১৫	০৫ : ৩৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩৩	০৭ : ৫২
১৫	০৪ : ১৫	০৫ : ৩৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩২	০৭ : ৫১
১৬	০৪ : ১৬	০৫ : ৩৪	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩১	০৭ : ৫০
১৭	০৪ : ১৬	০৫ : ৩৪	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ৩০	০৭ : ৪৯
১৮	০৪ : ১৭	০৫ : ৩৫	১২ : ০৩	০৩ : ২৯	০৬ : ২৯	০৭ : ৪৮
১৯	০৪ : ১৭	০৫ : ৩৫	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৭
২০	০৪ : ১৮	০৫ : ৩৫	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৮	০৭ : ৪৬
২১	০৪ : ১৮	০৫ : ৩৬	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৭	০৭ : ৪৫
২২	০৪ : ১৯	০৫ : ৩৬	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ২৬	০৭ : ৪৪
২৩	০৪ : ২০	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৯	০৬ : ২৫	০৭ : ৪৩
২৪	০৪ : ২০	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২৪	০৭ : ৪২
২৫	০৪ : ২১	০৫ : ৩৭	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২৩	০৭ : ৪১
২৬	০৪ : ২১	০৫ : ৩৮	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ২২	০৭ : ৪০
২৭	০৪ : ২২	০৫ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ২১	০৭ : ৩৯
২৮	০৪ : ২২	০৫ : ৩৮	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ২০	০৭ : ৩৮
২৯	০৪ : ২৩	০৫ : ৩৯	১২ : ০০	০৩ : ২৭	০৬ : ১৯	০৭ : ৩৭
৩০	০৪ : ২৩	০৫ : ৩৯	১২ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ১৮	০৭ : ৩৬
৩১	০৪ : ২৪	০৫ : ৩৯	১১ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ১৭	০৭ : ৩৫

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk.

জাহেলিয়াতের বুনিয়াদ
মোরা ভাঙ্গবোই

কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

২ আগস্ট ২০২৫
শনিবার, সকাল: ৯:০০ টা

স্থান
আইডিইবি ভবন
১৬০/এ, ভিআইপি রোড
কাকরাইল, ঢাকা

প্রধান অতিথি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

উদ্বোধক
আলহাজ্জ এম. এ. সবুর
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
চেয়ারম্যান, মাসকো গ্রুপ

গেস্ট অব অনার

- **এ্যাডভোকেট মোঃ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস**
  চেয়ারম্যান, আলহাজ্ব আহেদ আলী বিশ্বাস মানবকল্যাণ ট্রাস্ট (এ.বি ট্রাস্ট), পাবনা
- **প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ**
  রেজিস্ট্রার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
- **জনাব আলতাফ হোসেন**
  উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও চেয়্যারম্যান, পদ্মা গ্রুপ
- **জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা**
  যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ

দাওয়াহ অধিবেশনের আলোচকবৃন্দ

- **প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান হোসেন**
  উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম**
  নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী**
  সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ড. ইমাম হোসেন**
  অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

সাংগঠনিক অধিবেশনের বিশেষ অতিথিবৃন্দ

- **প্রফেসর ড .আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী**
  উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **আলহাজ্ব ফকির বদরুজ্জামান**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মোস্তফা বিন বাহারুদ্দীন সালাফী**
  অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
- **প্রফেসর ড.আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **প্রফেসর ড. মোঃ ওসমান গনী**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন**
  সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মাসউদুল আলম উমরী**
  দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **অধ্যক্ষ মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া নূরী**
  সাবেক আহবায়ক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
- **শাইখ আব্দুন নূর মাদানী**
  অধ্যক্ষ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা
- **শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম আব্দুল হালীম মাদানী**
  বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন**
  নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী**
  চেয়ারম্যান, দি ম্যাসেজ ফাউন্ডেশন
- **আলহাজ্জ মোঃ আওলাদ হোসাইন**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **আলহাজ্জ মুহাম্মদ জাকির হোসেন**
  সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার
- **উপাধ্যক্ষ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ গযন্‌ফর**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **জনাব মুহিব্বুল্লাহিল বাকী সেলিম**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ**
  যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **ড. শরিফুল ইসলাম রিপন**
  চেয়ারম্যান, সৃষ্টি শিক্ষা পরিবার
- **অধ্যাপক মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম**
  সাবেক আহবায়ক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
- **উপাধ্যক্ষ নুরুল আবসার**
  তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী**
  শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী**
  সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
- **শাইখ এহসান উল্লাহ**
  সেক্রেটারি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর**
  কোষাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন**
  সাংগঠনিক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **জনাব শাহজাহান কবির একেএস**
  পরিচালক, রংপুর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, রংপুর
- **শাইখ ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ**
  কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড
- **শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী**
  ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম**
  সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ সাইফুল ইসলাম মাদানী**
  অধ্যক্ষ, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসা, ঢাকা
- **শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী**
  সভাপতি, উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস

সভাপতি
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
কেন্দ্রীয় সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

info.shubbanbd@gmail.com | ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪। | www.shubbanbd.org

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত